

প্রকাশক শ্রীমুখ্য সরকার  
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ  
১৪ বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নবম সংস্করণ—১৯৫০  
মূল্য : পাঁচ টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়  
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড  
৫৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

## প্রকাশকের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্বে অনুভব করিয়া কবি-পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত মহাশয়ার অনুমতি যথাকালে গ্রহণ করিয়া-ছিলাম, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৯৩০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান বর্ষে সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে নূতন কয়েকটি কবিতা সংযোজিত ও মূল গ্রন্থগুলি দেখিয়া পাঠ সংস্কার করা হইয়াছে। এই কার্যে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর কাব্য-সঞ্চয়ন যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই।

এই সংগ্রহের জন্য আমরা অনেকের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন করিয়া স্বর্গত স্তম্ভদের উদ্দেশ্যে প্রীতি-অর্থ নিবেদন করিয়াছেন। চারুবাবু কবির মৌলিক রচনা ও সুরেশবাবু অনুদিত কবিতাগুলি চয়ন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান মুদ্রণ-ব্যাপারে নানারকমে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের।

# কবি-পরিচয়

## ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি মাতুলালয় নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—রজনীনাথ দত্ত; পিতামহ—মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথের পাঠে বেরূপ অহু-রাগ ছিল, পাঠ্য পুস্তকে সেরূপ ছিল না। তিনি ১৮৯৯ সনে কলিকাতা সেন্ট্রাল কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে, এবং ১৯০১ সনে জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পরীক্ষা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষাদানের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার বিবাহ হয়। পরীক্ষায় অকৃতকায্য হইবার পর তিনি আর বিদ্যালয়ে যান নাই; মাতুলের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ব্যবসারে যোগ-দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেও অতি অল্প দিনের জন্য। তিনি বলিতেন, “ব্যবসায় ত’ অধোপার্জনের জন্য, অর্থে আমার কি প্রয়োজন?” সত্যেন্দ্রনাথ সোৎসাহে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিবেগ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবধি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই তাঁহার কবিতা রচনার স্বরূপাত। ছাত্রাবস্থায়, ১৯০০ সনে, তাঁহার প্রথম পুস্তক ‘সবিতা’ গোপনে মুদ্রিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে মানিকপুত্রের পৃষ্ঠায় তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন; স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্যে’ (কান্টন, ১৩০৮) তাঁহার “দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে)” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার অগণন স্মৃতিদ্বিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ছন্দের প্রবর্তন করিয়া কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছন্দ-সম্বন্ধীয় বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ শ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ৪১ বৎসর বয়সে, ১৯০২ সনের ২৫এ জুন অকালে তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির একটি কালামুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তালিকায় যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত ‘মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা’ হইতে গৃহীত।

## গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

- ১। **সবিতা** (কাব্য—পৃ: ২৬) ১৩ই জুন, ১২০০; ২। **সন্ধিক্ষণ** (কাব্য—পৃ: ১৩) ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১২০৫; ৩। **বেণু ও বীণা** (কাব্য—পৃ: ১৭০) ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১২০৬—ইহার ২য় সংস্করণে ‘সন্ধিক্ষণ’ সরিষিষ্ট হইয়াছে; ৪। **হোমশিখা** (কাব্য—পৃ: ১৫৭) ১২ই অক্টোবর, ১২০৭—কবির প্রথম উদ্যম ‘সবিতা’ এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাক্রমে স্থান পাইয়াছে; ৫। **তীর্থ-সলিল** (কাব্য—পৃ: ১৭৫+১৭০) ২০এ সেপ্টেম্বর, ১২০৮; ৬। **তীর্থরেণু** (কাব্য—পৃ: ২০১+৭০) ১২এ সেপ্টেম্বর ১২১০; ৭। **ফুলের ফসল** (কাব্য—পৃ: ১০৫) ১২ই সেপ্টেম্বর, ১২১১; ৮। **অমৃতুঃখী** (উপন্যাস—পৃ: ১৬১) ২০এ জুলাই, ১২১২—নরওয়ের ঔপন্যাসিক Jonas Lie-রচিত “Livss-laven” নামক উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত; ৯। **কুহ ও কেকা** (কাব্য—পৃ: ১২৭) ১০ই সেপ্টেম্বর, ১২১২; ১০। **চীনের ধূপ** (নিবন্ধ—পৃ: ৬৪) ৫ই অক্টোবর, ১২১২; ১১। **রক্তমল্লী** (নাট্য—পৃ: ১৩২) ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১২১৩; ১২। **তুলির লিখন** (কাব্য—পৃ: ১৮০+১) ২২এ আগস্ট, ১২১৪; ১৩। **মণি-মঞ্জুষা** (কাব্য—পৃ: ২৬৮) ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১২১৫; ১৪। **অজ্র-আবীর** (কাব্য—পৃ: ২৪০) ১৬ই মার্চ, ১২১৬; ১৫। **হসন্তিকা** (বাস্তব কবিতা—পৃ: ৮৮) জানুয়ারি, ১২১৭; ১৬। **বারোয়ারি** (উপন্যাস—ইহার ১২-৩২ পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ ২০০-২৩৪ পৃ: সত্যেন্দ্রনাথ কল্লিক লিখিত) ২রা মে, ১২২১।

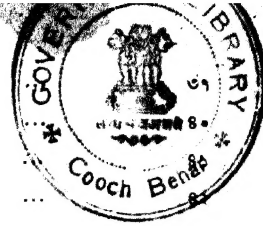
### [ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ]

- ১৭। **বেলা শেষের গান** (কাব্য—পৃ: ১৭৩) ১২এ অক্টোবর, ১২২৩; ১৮। **বিদায় আরতি** (কাব্য—পৃ: ১২১) ২রা মার্চ, ১২২৪; ১৯। **ধূপের ধোঁয়ায়** (নাটিকা—পৃ: ১০০) ১২ই জুলাই, ১২২৪; ২০। **কাব্য-সঞ্চয়ন** (নির্ধাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃ: ২৬৪+৩) ২৬এ সেপ্টেম্বর, ১২৩০; ২১। **সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা** (নির্ধাচিত কবিতা-সংগ্রহ—পৃ: ৭৮) ইং ১২৪৫।



# সূচী

রূপ ও প্রেম	...	...	১
ডাক টিকিট	...	...	১
কোন্ দেশে	...	...	২
বন্ধ জননী	...	...	৪
'কুশানাদপি'	...	...	৪
<u>'রমাণি কীকা'</u>	...	...	৫
শ্রীকীর গান	...	...	৬
<u>গ্রীষ্মের স্মৃতি</u>	...	...	১২
রিক্সা	...	...	১৪
যক্ষের নিবেদন	...	...	১৫
কাশ ফুল	...	...	১৬
সন্ধ্যার প্রতি	...	...	১৭
বধা	...	...	১৮
তখন ও এখন	...	...	১৯
সিংহল	...	...	২০
পাগলা কোরা	...	...	২১
শূন্য	...	...	২৩
মেথর	...	...	২৪
মাগর তর্পণ	...	...	২৪
ছেলের দল	...	...	২৬
আমরা	...	...	২৭
গান	...	...	৩০
<u>সুদূরের যাত্রা</u>	...	...	৩১
<u>নরনার</u>	...	...	৩২
<u>সমসংগী</u>	...	...	৩৩
আকিমের ফুল	...	...	৩৫
<u>ভৌড়া</u>	...	...	৩৬
চন্দা	...	...	৩৭



কিশোরী	...	...	৬৭
ফুল-দোল	...	...	৬৮
পারিজাত	...	...	৬৯
বিদ্যাপুর্ণা	...	...	৭০
সবুজ পরী	...	...	৭১
পিয়ানোর গান	...	...	৭২
দোসর	...	...	৭৩
তাতারসির গান	...	...	৭৪
ভাঙ্গা	...	...	৭৫
কবর-ই-নূরজাহান	...	...	৭৬
জাতির পাতি	...	...	৭৭
জন্মপরী	...	...	৭৮
গজাফনি-বহু ভাঙ্গি	...	...	৭৯
লাল পরী	...	...	৮০
ইলশে গুড়ি	...	...	৮১
বর্ষা-নিমন্ত্রণ	...	...	৮২
নীল পরী	...	...	৮৩
চিত্রশরৎ	...	...	৮৪
সমুদ্রাষ্টক	...	...	৮৫
সিদ্ধ-তাণ্ডব	...	...	৮৬
আত্মদায়িক	...	...	৮৭
মনীষি-মঙ্গল	...	...	৮৮
বৈকালী	...	...	৮৯
মহাসরস্বতী	...	...	৯০
রাত্রি বর্ণনা	...	...	৯১
অধল-মধরা কাব্য	...	...	৯২
রাজা ভড়ং	...	...	৯৩
বর্কশী	...	...	৯৪
সগার-সঙ্গীত	...	...	৯৫
করানী-হানের জাতীয় সঙ্গীত	...	...	৯৬

বেজুকা	...	...	১১৮
* কয়ালু	...	...	১১৯
একটি চামেলির প্রতি	...	...	১২৪
বর্ষ-বোধন	...	...	১২৫
বড়-দিনে	...	...	১২৭
চবুকার গান	...	...	১৩০
দেবা-সাম	...	...	১৩২
দুইয়ের পাছা	...	...	১৩৫
গিরিরাগী	...	...	১৪২
অর্ণা	...	...	১৪৮
জৈষ্ঠা-মধু	...	...	১৫০
সিংহবাহিনী	...	...	১৫১
* মুক্তি-মেগলা	...	...	১৫২
প্রণাম	...	...	১৫৩
ভোরাই	...	...	১৫৪
রাজা-কাহিনী	...	...	১৫৫
সাঁঝাই	...	...	১৫৯
যুক্তবেণী	...	...	১৬১
ছন্দ-হিন্দোল	...	...	১৬৩
বুদ্ধ-পূর্ণিমা	...	...	১৬৪
নমস্কার	...	...	১৬৬
গান্ধিজী	...	...	১৬৮
অঙ্কা-হোম	...	...	১৭৫
আখেরী	...	...	১৭৭
বিজ্ঞান-বিলাস	...	...	১৮১

### অনুবাদ

মৌলিক—অর্থকর বের	...	...	১৮৭
শিশু-কন্দর্পের শাস্তি—আনাক্রেন্	...	...	১৮৭
যৌবন-মুগ্ধা—জেরুগিদা	...	...	১৮৮

পথের পথিক—হইটম্যান	...	১৮৮
বালিকার অহুবাগ—চীনদেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ	...	১৮৯
গোপিকার গান—টেনিসন	...	১৮৯
প্রেমের ইজ্জত—তামিল কবিতা	...	১৯০
জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন—সরোজিনী নাইডু	...	১৯১
মিলন-সঙ্কেত—শেলি	...	১৯২
প্রিয়া যবে পাশে—হাফেজ	...	১৯৩
সাগরে প্রেম—তেয়োফিল গতিয়ে	...	১৯৩
নিষ্ঠুরা স্তম্ভরী—কৌটস্	...	১৯৭
প্রাচীন প্রেম—র'স্টাফ্	...	১৯৭
জীবন-স্বপ্ন—এড্‌গার আলেন্‌ পো	...	১৯৭
দিবা-স্বপ্ন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ	...	১৯৮
মৃত্যুরূপা মাতা—বিবেকানন্দ	...	১৯৯
চিঠি—রেক্সফোর্ড	...	২০০
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে—লেক্‌ং-দে-লিল্	...	২০০
শিশিরের গান—পল্‌ ভার্লেন্	...	২০১
স্রোতে—লি-পো	...	২০২
সন্ধ্যার সুর—বদলেয়ার	...	২০৩
সঙ্কেত-গীতিকা—ভিক্টর হুগো	...	২০৪
'প্রেম'—এলিজাবেথ্‌ ব্যারেট্‌ ব্রাউনিং	...	২০৫
বাসন্তীর স্বপ্ন—ংসেন-ংমান	...	২০৫
পতিতার প্রতি—হইটম্যান	...	২০৬
ত্রিলোকী—সুইনবার্ণ	...	২০৭
মহাদেব—আলফ্রেড লায়াল	...	২০৯
খুশীর বালিশ—মার্সেলিন ভালমোর	...	২১০
ছেলেমানুষ—আঁদ্রে শেনিয়ে	...	২১১
চাঘের পেয়ালা—লো তু'	...	২১২
বাঘের স্বপ্ন—লেক্‌ং-দে-লিল্	...	২১৩
চাঁদনী রাতের চাষ—মিস্ত্রাল্	...	২১৪
যোগাভা—তরু দত্ত	...	২১৬

পরীর মায়া—লেক্স-দে-লিগ্	...	২২৬
বর ভিক্ষা—নোগুচি	...	২২৮
সংসারের সার—ব্রাউনিং	...	২৩০
‘বহুসি’—নোগুচি ●	...	২৩১
যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে—এমিল্ ভারহারেন্ ●	...	২৩২
তাজের প্রথম প্রশান্তি—সম্রাট্ সাজাহান	...	২৩৩
বহিমচন্দ্র—অরবিন্দ ঘোষ	...	২৩৪
অরুণের আরোপ—ফেট্‌স ●	...	২৩৫

କାବ୍ୟ-ସଂକଳନ



বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,  
 বাজাইল বজ্রভেরী । হে কবি, দিবে না সাড়া তারে  
 তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরিগাথায়  
 ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;  
 বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী  
 বিদ্রোহ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি  
 বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-পরে ।  
 আশ্বিনে উৎসবসাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে  
 শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;  
 প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে  
 ভালে তব বরণের টিকা ; কবি, আজ হতে সে কি  
 বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি  
 উদ্দেশে বরায়ে যাবে শিশিরসিঞ্চিত পুষ্পগুলি  
 নীরবসংগীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি  
 এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে । তাই তারে  
 সাজিয়েছ দিনে দিনে নিতানব সংগীতের হারে ।  
 অন্ধ্যায়, অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ  
 কুটিল কুংসিত ক্রুর, তার 'পরে তব অভিশাপ  
 বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—  
 তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,  
 করুণ কোমল । তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-পরে !  
 একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে ।  
 সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে  
 তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্ত্ররবে,



কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে । বঙ্গের অঙ্গনতলে  
 বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;  
 সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়  
 আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়  
 দিয়েছ সংগীত তব ; কাননের পল্লবে কুন্তনে  
 রেখে গেছ আনন্দের হিলোল তোমার । (বঙ্গভূমে  
 যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে  
 নিঃশব্দে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে  
 নব নব সংকটের পাথে পাথে, তাহাদের লাগি  
 অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি  
 জয়মালা বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়  
 বহিতরঙ্গে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাপথেও  
 ছন্দে ছন্দে নানাস্বত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,  
 গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, তে তরুণ বন্ধু মোর,  
 নতোর পূজারি ॥

আজো যারা ভ্রম্ভে নাই তব দেশ,  
 দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে  
 দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান  
 দূরকালে । তাহাদের কাছে তুমি নিতা-গাওয়া গান  
 মূর্তিহীন । কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়  
 অম্লক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,  
 কোথায় সাধুনা । বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার  
 উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার  
 প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,  
 আনন্দের দানে ও গ্রহণে । সখা, আজ হতে, হায়  
 জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া  
 তুমি আস নাই ব'লে ; অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করণ স্মৃতির ছায়া গ্লান করি দিবে সভাভলে  
আলাপ আলোক হান্স প্রচ্ছন্ন গভীর অঙ্কজলে ॥

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে  
মৃত্যুতবঙ্গীধারা-মুখস্থিত ভাঙনের ধারে  
তোমারে শুধাই— আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,  
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের  
আলোকে সম্মুখে তব—উদয়শৈলের তলে আজি  
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি  
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে । সে গানের সুর  
লাগিছে আমার কানে অশ্রু-সাথে-মিলিত-মধুর  
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির বাথা,  
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;  
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মুছনা ;  
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা ॥

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিদ্ধপারে  
অষাঢ়ের সজ্জল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে  
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে  
নিশাস্তের নিদ্রা ভেঙে বাথায় বেজেছে মোর প্রাণে  
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বপ্নরেখা  
ইঙ্গিত করেছে মোরে । পুন আজ তার সাথে দেখা  
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে । সেই মোরে দিল আনি  
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশরসুগন্ধি লিপিখানি  
তব শেষ বিদায়ের । নিয়ে যাব ইহার উত্তর  
নিজ হাতে কবে আমি ওই খেয়া-পরে করি ভর—  
না জানি সে কোন্ শাস্ত্র শিউলি-বারার গুরুরাত্রে,  
দক্ষিণের দে'ল'ল'গা পাখিজাগা বসন্তপ্রভাতে,

নব মল্লিকার কোন্ অমঙ্গলদিনে, আবণের  
 নিম্নিমস্ত-সঘন সঙ্কায়, মুখরিত প্রাবণের  
 অশাস্ত নিশীথরাত্রে, তেমন্তের দিনান্তবেলায়  
 কুহেলিগুণ্ঠনতলে ॥

ধরণীতে প্রাণের খেলায়  
 সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,  
 স্রুখে হুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অমুরাগে  
 এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,  
 মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমালা মাথে ।  
 আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন  
 তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন  
 চিরস্তন হলে তুমি, মর্ত কবি, মুহূর্তের মাঝে ।  
 গেলে সেই বিন্ধুচিস্তলেক যেনা স্রুগস্তীর বাজে  
 অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়  
 ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায় ।  
 সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়  
 পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়  
 কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে । যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,  
 তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখ  
 ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাঞ্জে ভয়ে হুঃখে স্রুখে  
 বিজড়িত— আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে  
 যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,  
 সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শাস্ত্র কথা,  
 তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা  
 অমর্তলোকের দ্বারে— বার্থ নাহি হোক এ কামনা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা,  
প্রেম সে রচনা ;  
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা ।

লেখার এ দোষে শুধু,  
স্পর্শিবেনা কাব্য-মধু ?  
প্রেম—বার্থ হবে রূপ বিনা ?

কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো  
কেরানী মূছুরী ?  
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?

কুরুপে—নয়ন বিনা  
কেহ ত' করে না ঘৃণা,  
প্রেম যার হৃদয় যে তা'রি ।

চাঁদের কিরণ সে ও  
লুটে তার পায়,  
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,

যৌবন-দেবতা করে  
রাজ্য—সে দেহের 'পরে,  
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বাঘ !

তবে ফিরায়োনা আঁখি  
কুরুপ বলিয়া,  
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,

নিশির স্নেহের গেহে,  
দেখো, রূপহীন দেহে,  
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া ।

## ডাক টিকিট

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,  
যদি তা' পুরাণ হয়—ব্যবহার করা,  
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;—  
তা' সবে পরাশি' যেন হাতে পাই ধরা!

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি ঘৌণ হ'তে,—  
 মিশর, ইরান, চীন, পারস্য, জাপান,  
 তুর্কী, রুষ, ক্রাল, গ্রীস হ'তে কত পথে  
 এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান !  
 কেহ আঁকিয়াছে বৃকে—নব স্বর্ঘ্যোদয়,  
 শান্তিদেবী—কার' বৃকে—তুষার-পর্কত,  
 হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,  
 কার' বৃকে রাজা, কার' মানব মহত ;—  
 যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ডাগন ভীষণ,  
 দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,  
 ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,  
 দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুহূর্ত, বিষণ !  
 কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !  
 কেহ বা এসেছে মাখি' পাখিনন-ধূলি !  
 নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—  
 এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি !  
 কেহ বা এনেছে কার' কুশল-সংবাদ—  
 মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চূষন !  
 কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;  
 কেহ অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন !  
 সকলগুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,  
 সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাই !

## কোন দেশে

[ বাউলের হৃদয় ]

কোন দেশেতে তরুলতা—

সকল দেশের চাইতে শ্রামল ?

কোন দেশেতে চ'লতে গেলেই—

দ'লতে হয় রে দুর্কা কোমল ?

## কোন্ দেশে

৩

কোথায় ফলে সোনার কমল,—

সোনার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ

আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্রামা—

ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?

কোথায় জলে মরাল চলে—

মরালী তার পাছে পাছে ?

বাবুই কোথা বাসা বোনে—

চাতক বারি যাচে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি—

আকুল করি' তোলে প্রাণ ?

কোথায় গেলে শুনতে পাব—

বাউল স্বরে মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—

কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের হৃদশায় মোরা—

সবার অধিক পাই রে হৃৎ ?

কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—

বেড়ে উঠে মোদের বুক ?

মোদের পিতৃপিতামহের—

চরণ ধূলি কোথা রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

## বঙ্গ জননী ১

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিল বিরস মুখে ?  
 শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায়ে বৃকে !  
 ঢল ঢল নয়ন যুগল জল ভরে প'ড়'ছে ঢুলে,  
 কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল ঢুলে,  
 শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি' ?  
 কে মা তুই কে মা শ্রামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?  
 মা তোর ক্ষেতের ধান্তরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,  
 অন্ন-স্থখা গরল হ'য়ে ফিরে আসে মোদের পাশে,  
 বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,  
 অন্ন বসন বিহনে হয়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !  
 বল মা শ্রামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে নাকি ?  
 ধস্ত হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?  
 ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,  
 ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !  
 চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেয়ে—  
 বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেয়ে,  
 সোনার কাঠি, রূপার কাঠি—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,  
 • গৌরবিনী মৃতি ধর—শ্রামাবিনী—বঙ্গভূমি !

## ‘কুস্থানাদপি’

স্বাগত, স্বাগত, বারাক্ষণ !

তুমি কর ভাব-উপদেশ ;

সোনা যে সকল ঠাই সোনা,

যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ ।

পীড়া পেলে পথের কুকুর,

হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—

বাধা তা'র করিবারে দূর,

প্রাণ ঢেলে সেবি'ছ নিয়ত !

## ‘রম্যাপি বীক্ষ্য’

৫

উঠিছে সে বসিয়া, বসিয়া,  
উজ্জ্বল উদগত নয়ন ;  
বসিয়া—ধসিয়া পড়ে হিয়া—  
তোমার’ যে তাহারি মতন ।

হাসে লোক কান্না তোর দেখে,  
ক্লম-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !  
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—  
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?

দেখি’ তোর ভাব আশ্রিকার—  
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,  
বৃদ্ধ—তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—  
দিনেকের—ক্ষণেকের তরে !



## ‘রম্যাপি বীক্ষ্য’

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,  
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;  
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে  
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,  
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !  
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !

আন্ গগনের চাঁদ,  
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;  
আর নিশীথের আলো—  
আজ হেথায় কিসে এল ?  
আরেক সাঁঝের গান,  
ফিরে আগায় যেন তান ;

তারার বনে পল্লব হ’ল সারা !  
এ যেন নয় গীতি,  
এ যেন নয় আলো,



## কাব্য-সঞ্চয়ন

তবু দোলায় মনে নিতি,  
 তবু কেমন লাগে ভাল,—  
 মন যে যগন তা'তে,  
 কাগুন-মধু-রাতে,  
 মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—  
 পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা !  
 বিচিত্র ওই আকাশ  
 দেয় নূতন কত আভাস,  
 উষার আলো বাতাস—  
 যেন, শেকালিকার স্ববাস—  
 যেন, তারার বনে লেগেছে,  
 চোখে আমার জেগেছে ;—  
 মুক্ত রে আজ মর্ত্য-ভুবন-কারা !  
 তারার বনে মন হয়েছে হা—

## পাকীর গান

পাকী চলে !  
 পাকী চলে !  
 গগন-তলে  
 আগুন জলে !  
 তরু গাঁয়ে  
 আহুল গায়ে  
 যাচ্ছে কারা  
 যৌত্রে সারা !  
 মররা মুদি  
 চন্দ্র মুদি'  
 পাটায় ব'সে  
 চলছে ক'সে ।

## পান্ডীর গান

৭

দুধের টাছি  
গুচ্ছে মাছি,—  
উড়ছে কতক  
ভন্ ভনিয়ে।—  
আমছে কাবা  
হন্ হনিয়ে ?  
হাটের শেষে  
কুক বেশে  
ঠিক ছ'পুরে  
ধায় হাটুরে !

কুকুরগুলো  
ভুকছে ধুলো,—  
ধুকছে কেহ  
ক্লান্ত মেহ ।  
টুকছে গরু  
দোকান-ঘরে,  
আমের গাছে  
আমোদ করে ।

পান্ডী চলে,  
পান্ডী চলে—  
ভুল্কি চালে  
নৃত্য তালে ।  
ছয় বেহারা,—  
জোয়ান তারা,—  
গ্রাম চাড়িয়ে  
আগ্ন বাড়িয়ে  
নামল মাঠে  
তামার টাটে !

## কাব্য-সংকলন

তলু তামা,—  
 যায় না থামা,—  
 উঠছে আলো  
 নামছে গাঢ়ায়,—  
 পাখী দোলে  
 ঢেউয়ের নাড়ায় !  
 ঢেউয়ের দোলে  
 অন্ধ দোলে !  
 মেঠো জাহাজ  
 সামনে বাড়ে,—  
 ছয় বেহারার  
 চরণ-দাঁড়ে !

কাজ লা সবুজ  
 কাজল প'রে  
 পাটের জমী  
 বিমায় দূরে !  
 ধানের জমী  
 প্রায় সে নেড়া,  
 মাঠের বাটে  
 কাঁটার বেড়া !

'সামাল' হৈকে  
 চলল বৈকে  
 ছয় বেহারা,—  
 মর্দ তামা !  
 জোয় হাঁটুনি  
 খাঁটুনি ভারি ;  
 মাঠের শেষে  
 ভালের সান্নিধ্য।

## পাকীর গান

তাকাই দূরে,  
শুণে ঘূরে  
চিল ফুকারে  
মাঠের পারে ।  
গরুর বাথান,—  
গোয়াল-খানা,—  
ওই গো ! গাঁয়ের  
ওই সীমানা !  
বৈরাগী সে,—  
কষ্টী বাধা,—  
ঘরের কাঁথে  
লেপ্ছে কাদা ;  
মটকা থেকে  
চাষার ছেলে  
দেখ্ছে,—ভাগর  
চক্ষু মেলে !—  
দিচ্ছে চালে  
পোয়াল শুছি ;  
বৈরাগীটির  
মুষ্টি ওচি ।

পব্জাপতি  
হলুদ বরণ,—  
শশার ফুলে  
রাখ্ছে চরণ !  
কার বহুড়ি  
বাসন মাজে ?—  
পুকুর ঘাটে  
ব্যস্ত কাজে ;—

## কাব্য-সঞ্চয়ন

এঁটো হাতেই  
হাতের পোছায়  
গায়েব মাথায়  
কাপড় গোছায় !  
পাকী মেখে  
আসছে ছুটে  
স্নাতা খোকা,—  
মাথায় পুঁটে !

পোড়োর আওয়াজ  
যাচ্ছে শোনা ;—  
খোড়ো ঘরে  
চাঁদের কোণা  
পাঠশালাটি  
দোকান-ঘরে,  
ওরুমশাই  
দোকান করে !

পোড়ো ভিটের  
পোড়ার 'পরে  
শালিক নাচে,  
ছাগল চরে ।

গ্রামের শেষে  
অশথ-তলে  
বুনোর ডেয়ার  
চুল্লী জলে ;  
টাইকা কাঁচা  
শাল-পাতাতে  
উড়ছে ধোঁয়া  
ফ্যান্সা ভাতে ।

গ্রামের সীমা  
 ছাড়িয়ে, কিবে  
 পাকী মাঠে  
 নামূল ধীরে ;  
 আবার মাঠে,—  
 তামার টাটে,—  
 কেউ ছোটো, কেউ  
কষ্টে হাটে ;  
 মাঠের মাটি  
 রোঙ্গে ফাটে,  
 পাকী মাতে  
 আপন নাটে !

শঙ্খ চিলের  
 সঙ্গে, যেচে—  
 পালা দিয়ে  
 মেঘ চলেছে !  
 ভাতারসির  
 তপ্ত রসে  
 বাতাস সাতার  
 দেয় হরষে !  
 গঙ্গা ফড়িং  
 লাকিয়ে চলে ;  
 বাঘের দিকে  
সূর্য্য চলে ।

পাকী চলে রে !  
 অক চলে রে !  
 আর দেয়ি কত ?  
 আরো কত দূর ?

“আর দূর কিগো ?  
 বুড়ো শিবপুর  
 ওই আমাদের ;  
 ওই হাটতলা,  
 ওরি গেছুখানে  
 ঘোষেদের গোলা ।”

পাকী চলে রে,  
 অক টলে রে,  
 সূর্য্য চলে,  
 পাকী চলে !

### গ্রীষ্মের সুর

হায় !  
 বসন্ত ফুরায় !  
 মুগ্ধ মধু মাধবের গান  
 কল্ল সম লুপ্ত আজি, মুহম্মান প্রাণ ।  
 অশোক নিখালা-শেষ, চম্পা আজি পাতু হাসি হাসে,  
 ক্রান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহম্ম হঃ কুহলনি নিবে নিবে আসে !  
 দিবসের হৈম জালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জল-জাজ্জল-অনিমিত্ত,  
 নিঃসিঁছে, নিঃস হাওয়া, হতাশে মুচ্ছিত দশ দিক !  
 রৌদ্র আজি ক্রম ছবি, আকাশ শিকল,  
 ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—  
 বিয় পিণামায় ;  
 হায় !

হায় !

আনন্দ ধরায়

নাহি আজ আনন্দের লেশ,

চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারি দিকে ক্রেশ।

সংবর ও মুষ্টি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !

অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মুষ্টি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর ?

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,

তব নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—

পঙ্কিল পবলে পিয়ে গোম্পদে ও কূপে,

পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চূপে !

তৃপ্তি নাহি পায় !

হায় !

হায় !

সাম্বনা কোথায় ?

রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে

জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উদ্ভা-মনে ;

আশাহত ক্লক লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,

ময়ূরের বর্ষ সম ময়ূষের মালা বহিতেছে চৌদিকে বিছায় !

হৃদয়তলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অয়িকণা করে,

হাতে মাথে ধুনি জালি' বহুকরা কুচ্ছ ব্রত করে ;

ওঠে না অনিন্দ্য চক্ৰ অমোঘ প্রসাদ,—

দেবতার মূর্ত আশীর্বাদ,—

দীর্ঘ দিন যায়,

হায় !



হায় !

হৃদয় শুকায় !

নাহি বল, নাহিক সম্বল,

অন্তরে আনন্দ নাহি, চক্ষে নাহি জল !

মুক হয়ে আছে মন, দীর্ঘবাসে অবমান গান,

বিস্মৃত স্মৃতির স্বাদ হৃদি অমৃতস্রব, — মুক্ মুক্ করে শুধু প্রাণ

কে করিবে অমুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অমুযোগ ?

চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্যোগ !

নাহি বাষ্পবিन्दু নভে, — বরষা স্বদূর ;

দম্ব দেশ তুমায় আতুর,

ক্রান্ত চোখে চায় ;

হায় !

## রিক্তা

[ মালিনী হৃদয়ের অনুকরণে ]

উড়ে চলে গেছে বৃহুবল,

শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;

ফুরিয়ে এসেছে কান্দন,

যৌবনের জৌন নিভর ।

রাগিণী সে আজি মস্তুর,

উৎসবের কুণ্ড নির্জল ;

ভেঙে দিবে বৃষ্টি অস্তুর

মঞ্জীরের ক্রিষ্ট নিকণ ।

কিরিবে কি হৃদি-বল্লভ

পুষ্পহীন শুক কুঞ্জে ?

জাগিবে কি কিরে উৎসব

খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির  
কাঞ্চনের মৃষ্টি চূর্ণ,  
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—  
লাহনার পাত্র পূর্ণ।

## যক্ষের নিবেদন ✓

[ মম্বাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে ]

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যাখিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,  
সম্ভার তন্ত্রার মুরতি যদি' আজ মল্ল-মহুর বচন কও ;  
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কম্বল পাড়াও ঘুম,  
বৃষ্টির চুষন বিধারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো বেই—আজ নিবাস ঘর গোপনলোক,  
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হুট চেষ্টায় কুসুম হোক ;  
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সঙ্কুদেণ শিথ গন্তীর উঠুক তান,  
বৃক্ষের দুঃখের করহে অবসান, বক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,  
মুচ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল হাস !  
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভাদাতুর মৌন কোন্ হর বাজায় মন,  
বৃক্ষের পঙ্কর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন !

(রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্ত্রায় ভুবন ছায়,  
রাত্রির গুণ সব দিনেবে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;  
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,  
পুঙ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বহু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !)

নিষ্টুর যক্ষেশ, নাহিক রূপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,  
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দুজনকেই !  
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা নয় সেই কতই ক্লেশ,  
হুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বৃকে বয়, পাংশু কুস্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেখা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,  
কল্যাণ-সংবাদ कहियो কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই;  
বৃহত্তর বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?  
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকাই, যাও হে দাঁও তায় সলিল-ধার।

নির্মল হোক পথ,—ভ্রম ও নিরাপদ, দূর-হৃদয় নিকট হোক,  
ভ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌখ সুন্দর জুড়াক চোক;  
চকল খজন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মহল করুক গান,  
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তুষ্কার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যুথীর ক্লেশ,  
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই স্থখ,—হায় গো নাই নাই স্থখের লেশ,  
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,  
“বিহ্বা-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক” বন্ধু ! বন্ধুর আশিস লও।

### কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-ববনিকানি  
সহসা গিয়েছে খুলি',  
হেথা ঘাসের সাহসর ফেনিল করেছে  
কাশের মুকুলগুলি !  
ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল  
আলো ক'রে আছে খুলি',  
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে  
ধরণী ধরেছে তুলি।  
যেন রাতারাতি সুখা-ধবলিত  
করি' দিবে গো কাজল মেঘে,  
তাই গোপনে অগনে তুলি লাখে লাখ  
সহসা উঠেছে জেগে  
তারা কিছু রাখিবে না পাংগু ধূসর  
কিছু রাখিবে না রুখু,

তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়  
আপনার ঝটুকু !  
তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার  
ধূত-ভুলি অমূল্য,  
ওগো জোছনায় ঝং কলাইতে চায়  
কাশের ক্ষুদ্র ভুলি !

## পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা ! প্রলয়করী ! হে ভীষণা ! ভৈরবী হুম্মরী !  
হে প্রগল্ভা ! হে প্রবলা ! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী  
তুমি শুধু ; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে  
একা তুমি ; সাগরের প্রিয়তমা আমি দুবিনীতে !

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাতের কল্লোল তারি মত  
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃশ্য, চির-অব্যাহত ।  
দুর্নীতি, অসংযত, গৃঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,  
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর !

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদ্রার  
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য-সম্ভার ।  
উর্ধ্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,  
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি' !

অস্বহীন মুর্ছনায় আন্মোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—  
বন্ধারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে !

প্রসন্ন কখনো তুমি, কত তুমি একান্ত নিঃশ্বর ;  
দুর্যোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুজ্জের-সুদূর !

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছ্বল, দুরন্ত-দুর্বার ;  
সগর রাজার ভাস্ত্র করিলে না স্পর্শ একবার !

স্বর্গ হ'তে অবতরি' খেয়ে চলে' এলে এলোকেশে,  
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অজ্ঞাতের দেশে !



বজ্রহাতের হাততালি সে ব্যক্তিগে হেসে চায়,  
বৃকের ভিতর বক্তৃথারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;  
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার কিক্কিকিয়ে সে,  
আকাশ জুড়ে চিক্কিমিকিয়ে চিক্কিমিকিয়ে রে !

মধুর বলে 'কে গো ?' এ যে আকুল-করা রূপ !

ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়', জগৎ রহে চূপ ;

পাগলি হাসে আপন মনে পাগলি কাদে হায়,  
\* চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায় ।

কোন মোহিনীর গুড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,

পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;

চমকে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,

ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল হাওয়ায় আজ কে আমার পাগলি মেতেছে ;

ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !

আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃকপাত,

মৃদু জগৎ, মৌন দিবা, সংজাহারা রাত !

## তখন ও এখন

[ কচিরা ]

তখন কেবল ভরিছে গগন নতন মেঘে,

কদম-কোরক ঢুলিছে বাদল-বাতাস লেগে ;

বনাস্তরের আদিতোছে বাস মধুর মৃদু,

ছড়ায় বাতাস বরিণা-নারীর মুখের সীধু,—

তখন কাহার আঁচলে গোপন সুখীয় মালা

মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?

বিশাশ হিয়ার বিনাইত কঁাস অলক রাশে,

সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ার ভাসে ।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,  
 শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;  
 এখন তাহার চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,  
 তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসার হেসে ;  
 লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ঘরা,  
 বাসর রাতির সাখীটি—সে আর না জায় ধরা ;  
 এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,  
 বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে ।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাতি,  
 কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাখী ;  
 বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,  
 খেলার পুতুল কোথা পড়ে ?—আজ খবর নাহি ।  
 পুতুল পরান পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,  
 নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !  
 নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,  
 নূতন দ্বার দেউলে ফুটাও নিখির শেষে ।

### সিংহল ১

[ 'Young Lochinvar'-এর ছন্দে ]

ওই সিদ্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !  
 ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাবুল-বন কেশ !  
 বার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মহুর নিবাস !  
 আর উজ্জল যার অঙ্গর, আর উজ্জল যার হাস !  
 ওই শৈশব তার বাক্স আর বক্সের বশ, হায়,  
 আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায়,  
 এই বক্সের বীজ স্ত্রোথ প্রায় প্রান্তর তার ছায় ;  
 আজো বক্সের বীর 'সিংহে'র নাম অস্তর তায় গায় ।

ওই বন্ধের শেষ কীর্তির বেশ সৌরভময় ধাম !  
 কাঠ শক্তির বার বকল-বাস, সিংহল বার নাম ।  
 যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার কোশ দেড় ;  
 যার পুষ্প-মেঘ পুষ্পগীর দশ কোশ ঠিক বেড় ।  
 ওই ফাঙ্কন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর  
 হায় লুকের প্রায় সিংহল ধায় বন্ধের অন্তর ;  
 ছিল সিংহল এই বন্ধের, হায়, পণ্যের বন্দর,  
 ওগো বন্ধের বীর সিংহল-রাজ-কথাব হয় বর ।  
 ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্রাম,—নির্মল তার রূপ,  
 তার কণ্ঠের হার ল'গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;  
 আর কাঞ্চন তার গৌরব আর মৌক্তিক তার প্রাণ,  
 আর মহল তার বৃদ্ধের নাম সম্পদ নির্বাণ ।

## পাগলা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুনে না গো পাগলা ঝোরার হুং গাথা ?  
 পাগল বলে কর্কে হেলা ? কর্কে হেলা মর্মব্যথা ?  
 ছন্ন আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,  
 সিন্ধু নদের সোদর আমি গঙ্গাদিতির পাগল ডাই ।  
 বরফ-মকর একলা জীবন ভাল আমার লাগত নায়ে,  
 লুকিয়ে উকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অঙ্ককারে ;  
 হুড়-হুড়িয়ে গুড়-গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কোতুহলে  
 গড়-গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !  
 পিছল পথে নাইক বাধা, শিছনে টান নাইক মোটে,  
 পাগলা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নতুন সঙ্গী জোটে !  
 লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে  
 চড় চড়িয়ে পাহাড় কেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত শোভে,—



তবল ধারায় উড়িয়ে ধুলি, জুড়িয়ে নিয়ে হাওয়ার আলা,  
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনি হুতার রান্নাখালা ;  
একশো মুগের বনস্পতি,—বাকল-ফাঁকি সকল গায়,—  
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে শ্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুহরে কৈদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,  
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে কৃষ্ণমুগের সঙ্গে ছুটে,  
স্তব্ধ বিজ্ঞান যোজন জুড়ে ঝঙ্কারের শব্দ ক'রে,  
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন প'ড়ে,—

পরান ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন স্থখে,  
ছন্দ ছাড়া আজকে আমি যাক্চি ম'রে মনের হুখে ;  
যাক্চি ম'রে মনের হুখে পূর্ণ স্থখে স্মরণ ক'রে ;  
কারির মুখে করার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ক'রে ।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ  
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক' দয়া, নাইক' রেহ !  
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নিষ্কিবাদে,  
মানুষ ছিল কোন্ হৃদয়ে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তরুণ শিকল পরিয়ে দিলে রাপ্লে আমায় বন্দীবেশে,  
হৃদয় মানুষ স্বল্প আয়ু, আমায় কিনা বাধলে শেষে !  
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে ব'লে,  
শীর্ণ হ'য়ে যাক্চি ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে ।

আগে আমায় চিন্ত বারা, বলছে শোনে,—‘দায় না চেনা !’  
বাক্বে কবে প্রলয়-বিবাণ ?—মুখে আমার উঠছে কেনা !  
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?  
কতকালে নাচবে কবে ? তোমরা কেহ বলতে পার ?

## শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান,  
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,  
শূদ্র রেখেছে সংসার, গুপ্তো !  
শূদ্রে দেখোনা বক্র চোখে ।

আদি দেবতার চরণের ধূলি  
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,  
আদি দেবতার পদরেণু-কণা  
সকল দেবতা মাথায় বহে ।

বিধাতার পান-পদ্মের রেণু  
না করিবে শিরোধার্য কেবা ?  
কে সে দপিত—কে সে নাস্তিক—  
শূদ্রে বলে যে করিতে সেবা ?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে  
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,  
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন  
পবন তাহার পুণ্য-সাথী ।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন  
তাই তার ঠাই ত্রীপদমূলে,  
আপনারে মানী মানিয়া সে কত  
শিয়রে হবির বসে না কুলে ।

শূদ্র-সব পাবকের মত  
জগতের মানি শূদ্র দহে ;  
মহামানবের গতি সে মূৰ্ত্ত,  
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে !

## মেধর L

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অশ্রুতা অশ্রুতি ?  
 শুচিতা কিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;  
 তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,  
 নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে ।

শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,  
 ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্রেদ মানি !  
 ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—  
 হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী ।

নিষিদ্ধারে আবর্জনা বহ অহনিশ,  
 নিষিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !

(নীলবর্ণ করেছেন পৃথ্বীয়ে নিষিদ্ধ)  
 আর তুমি ? তুমি আরে করেছ নির্মল ।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—  
 কলাগের কৰ্ম করি' লাহুনা সহিতে ।

## সাগর তর্পণ ১

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিজ্ঞাসাগর ! বীর !  
 উচ্ছলিত দয়ার সাগর,—বীথো স্নগস্তীর !

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,  
 তোমায় দেখে অবিস্মারী হ'য়েছে প্রত্যয় ।

নিঃশ্ব হ'য়ে বিবে এলে দয়ার অবতার !

কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার !

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,

সৌম্য মৃষ্টি তেজের ক্ষুষ্টি চিত্ত-চমৎকার !

নাম্লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,  
 করলে পূরণ অনাপ আতুর অকিকনের সাধ ;

অভাঙ্গনে অন্ন দিয়ে—বিছা দিয়ে আর—

অদৃষ্টের বার্থ তুমি করলে ব্যবহার ।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,  
বিশ বছরের পুরানো শোক নতন আজো প্রায় ;  
তাই তো আজি অশ্রুধারা বরে নিরন্তর !  
কীৰ্ত্তিঘন মৃতি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।

স্বরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,  
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মৃত্যু নাহি চাই ;  
মাতৃষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—  
স্বরণ-চিহ্ন মৃতি !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ—  
ব্রাহ্মে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দেশের হিত,—  
বিশ্ব বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির  
তোমার মতন ধন্ত হ'বে,—চাই সে এমন বীর ।

তেমন মাতৃষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,  
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;  
সেই যে চটি উচ্ছে যাহা উঠত এক একবার  
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়ি ধন,  
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ ;  
সোনার পিড়ের রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়  
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগায় ।

রাখব তারে স্বদেশ-প্ৰীতির নতন ভিতের 'পর,  
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হ'বে ঘর ।  
উচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্ছে সবাকার,—  
বিছাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার ।

(শাস্ত্রে যারা শত্রু গড়ে হৃদয়-বিদারণ,  
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;  
বিচার যাদের যুক্তবিহীন অন্ধরে নির্ভর,—  
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।)

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—

স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পথ ;

স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণাদিগের হার,

“বাপ, মা, বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !”

অমিতীয় বিজ্ঞাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,

ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;

নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,

কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মাতৃষ ! বিজ্ঞাসাগর ! বীর !

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীৰ্য্যে স্বগম্ভীর !

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,

চক্ষু দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় ।

### ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—

হাক্তা হাসি হাসছে কেবল,—ভাসছে যেন আল্গা শ্রোতে,—

কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ।

ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব'না যা' সে' ওদের পিঠে ।

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বৃকের বল,—

ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—

ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—

আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল ।

ওরাই ভাল বাসতে জানে

দরদ দিয়ে সবল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল,—

ওই যে ছুট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল ।

ওরাই রাখে আলিয়ে শিখা বিশ্ব-বিজ্ঞা-শিক্ষালয়ে,

অন্নহীনে অন্ন দিতে ডিকা মাগে লক্ষী হ'য়ে ;

পুরাতনে অন্ধা রাখে নৃতনেরও আদর জানে  
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক' দ্বিধা ওদের প্রাণে ;  
 ওই আমাদের ছেলেরা সব—যুটিয়ে অপৌরবের সব  
 দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ;  
 মার্কিনে আর অর্থনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,  
 হিবাচীতে আগুন জেলে শিখছে ওরা কজাকল ;  
 হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,  
 জ্ঞানের ঢীকা ওদের ভালে,  
 সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,  
 ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল ।

‘মানুষ হ’লে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে, ’  
 যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্তমুখে গর্ভভরে ;  
 প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্তে পারে,  
 ভগবানের আশীর্বাদে বহিতে পারে সকল ভারে ।  
 ওই আমাদের ছেলেরা সব,—কুটি ওদের অনেক হয়,—  
 মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;  
 মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেকে নিন্দা শুনে অনর্গল,  
 প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;  
 তবু ওরাই আশার ধনি,  
 সবার আগে ওদের গণি,  
 পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ঙ্গব সুমঙ্গল ;  
 আলাদিনের মায়া'র প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল ।

## আমরা

মুক্তবেগীর গঙ্গা যেখায় মুক্তি বিতরে বহে  
 আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীরে—বরদ বহে ;—  
 বাম হাতে ধার কমলার ফুল ; ডাহিনে মধুক-মালা,  
 ডালে কাকন-শৃঙ্গ-মুহূট, কিরণে জ্বলন আলা,

কোল-ভরা যার কনক ধাতু, বুকভরা যার স্নেহ,  
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,  
মাগর বাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঞ্জে,—  
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাহিত ভূমি বঞ্চে ।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাচিয়া আছি,  
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগের মাথায় নাচি ।  
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,  
দশাননভয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে ।  
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লড়া করিয়া জয়  
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌণ্ডীর পরিচয় ।  
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে.  
চাঁদ-প্রতাপের ছকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে ।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্যান্ কপিল সাংখ্যাকার  
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার ।  
বাঙালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুষারে ভরষর,  
জালিল জ্ঞানের দীপ তিরুতে বাঙালী দীপঙ্কর ।  
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'  
বাঙালীর 'ছেলে কিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি' ।  
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে  
করেছে স্রবতি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে ।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরকৃধবের' ভিত্তি,  
ভাম-কাঞ্চোজে 'ঔদার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীৰ্ত্তি ।  
দেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর  
বিটুপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিদম্বর ।  
আমাদের কোন স্পট পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়  
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজস্রায় ।  
কীর্ত্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'  
মনের গোপনে নিহৃত কুবনে ছার ছিল বতগুলি ।

মহন্তেরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,  
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের ঢাকা পরি' ।  
দেবতারে মোরা আশ্রয় জানি, আকাশে প্রদীপ জালি,  
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;  
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বত্বের ছায়া,  
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ।  
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—  
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বুধভে দটাবে নমস্কর !



তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,  
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া ।  
বিষম দাতুর মিলন ঘটায় বাঙালী দিয়েছে বিঘা,  
মোদের নবা রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া ।  
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,  
বিকল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ ।  
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্বানে,  
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আলীকানে ।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,  
জবাব দিয়েছি জগতের কাছে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;  
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সৰ্ব্ব করিয়া পণ,  
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন ।  
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাতে,  
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে,  
অশানের বৃকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী ।  
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি ।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—  
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;  
অতীতে যাহার হ'য়েছে স্মৃচনা সে ঘটনা হবে হবে,  
বিধাতার বরে ভরিবে কুবন বাঙালীর গৌরবে ।



প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,  
লাগিবে না তাহে বাহবল কিবা জাগিবে না ঘোষাঘোষি;  
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—  
মুক্ত হইব দেব-কণ্ঠে মোরা মুক্তবেণীর তীরে ।

### গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—

সে এই আমার দেশের মাটি,  
আমার দেশের পথের ধূলা  
খাটি সোনার চাইতে খাটি !  
চন্দনেরি গন্ধ ভরা,—  
নীতল-করা,—ক্রান্তি-রা,—

যেখানে তার অঙ্গ রাখি  
সেখানটিতেই নীতল-পাটি !  
শিয়রে তার সূর্য এসে  
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,

নিদ্রমহলে জ্যোৎস্না নিতি  
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !  
নাগের বাঘের পাহারাতে  
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,

পাহাড় তারে আড়াল করে,  
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি ।  
মউল ফুলের মালা মাথায়,  
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,

পায়ছোরে তার লবঙ্গ-ফুল  
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি ।  
নারিকেলের গোপন কোষে  
অন্নপানী' জ্যোৎস্নায় গো সে,

কোল ভরা তার কনক ধানে,  
আটুটি শীঘ্র বাধা আ'টি ।

সে যে গো নীল-গন্ধ-আঁধি,  
সেই তো যে নীলকণ্ঠ পাখী,—  
মুক্তি-স্বপ্নের বার্তা আনে  
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

## সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে  
চ'লে যাই, ভাই,  
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ  
দেখিবে সে নাই।  
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানিনা; লকলে  
চাহিয়াছি আমি;  
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের  
ছিহু অচুগামী।  
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে  
কলহ বিবাদ,  
আজ ক্ষমা চাহিতেছি ক্ষমা কর ভাই  
মোর অপরাধ।  
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে  
তুষ্ট রাখিবার,  
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহু বার  
অদৃষ্টে আমার।  
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,  
আজ ক্ষমা চাই;  
স্বচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—  
আমি জানি, ভাই!  
তোমাদের কাছে বাহা পেয়েছি সে মোর  
চির জনমের,

উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কহু  
 চির মরমের ।  
 খেলাধুলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি  
 সারা জীবনের,  
 মেলামেলা, ভালবাসা, কোলাহল, দীতি,  
 আনন্দ মনের,—  
 যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার  
 যবে সে তেমনি,  
 যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত  
 অমূল্য সে গণি ।  
 মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের  
 ভুলিব না হায় !  
 তোমাদের সঙ্গ-হার। সঙ্গী তোমাদেরি  
 বিলায় ! বিলায় !

### নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার  
 আলোকে বসতি যার,—  
 প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়  
 সৃজিল যে বারবার,—  
 অহংকারের তন্ত্রী পীড়িয়া  
 বাজায় যে ওঙ্কার,—  
 অশেষ ছন্দ যার আনন্দ  
 তাহারে নমস্কার ।

ত্রি-রূপে কমলা ছায়া সম যার  
 আদরে ও অনাদরে,—  
 মালা দিল যারে সর্বস্বতী সে  
 আপনি স্বয়ংস্বরে,—

কৌন্তভ আর বন-ফুল-হার  
সমভুল প্রেমে বার,—  
বার বরে তহু পেয়েছে অতহু  
তাহারে নমস্কার ।

ভাবের গঙ্গা শিরে বে ধরেছে  
ভাবনার অটোভার,—  
চির-নবীনতা শিশু-লীলা-রূপে  
অঙ্কিত তালে বার,—  
জগতের মানি-নিন্দা-গরল  
বাহার কর্ণহার,—  
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের  
চরণে নমস্কার ।

সৃজন-ধারার সোনার কমল  
ধরেছে বে জন বুকে,—  
শমীতরু সম ক্রান্ত অনল  
বহিছে শাস্ত্রমুখে,—  
অহুধন যেই করিছে মথন  
অতীতের পারাবার,—  
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি,—  
তাহারে নমস্কার ।

## আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে আর,  
অঙ্গুরীরা আর গো আর ;  
মৌমাছিরে বাহন ক'রে  
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আর !  
পাতার আগায় শিশির-জলে  
হেথায় কত মুক্তা ফলে,

লুতার হৃদয় ছলিয়ে দোলা  
 কুলন খেলা খেল'বি আয় !  
 বাসন্তিকা তজ্রাভরে  
 লুটায় বাসব-শয্যা 'পরে,  
 জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে  
 মুখখানি তার চুমায় ছায় !  
 ফুলের তুরী ফুলের ভেরী  
 বাজিয়ে দে, আর কিসের দেৱী,  
 ভরে দে এই মিহিন্ হাওয়া  
 মোহন হরের হৃদয় !  
 কুমকো ফুলের ছত্রভলে  
 জোনাক-পোকার চুম্বকি জলে,  
 সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,  
 স্বপ্ন-শাসন মেল'বি আয় !  
 অকলের আর অঞ্জলিতে,  
 মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,  
 ফুলের পরাগ কুঁড়ির মোহাগ  
 নিস্ রে বত পরাগ চায় ;  
 আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে  
 গন্ধ রাখিস্ গুহে গুহে,  
 অমল কোমল নিছনি তার  
 রাখিস নিখর চাঁদের ডায় !  
 কান্ত নয়ন পড়'লে চলে  
 কুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,  
 তকতারাটি ডুবলে, না হয়,  
 কিরবি ভোরের আবছায়ায় !

## আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান  
আমি বিষ-বুদ্বুদ,  
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু,  
ধ্বংসের আমি দূত ।  
আমার শিহনে মৃত্যু-জড়িমা  
আফিমের মত কালো,  
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু  
হুখে থাকি, থাকি ভালো !  
কমল গোলাপ যতনের দন  
অঙ্গে মরিয়া বায়,  
আমি টিকে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি  
হেলায় কি প্রকায়ে ।  
গোধূরা সাপের মাথায় যে আছে  
সে এই আফিম ফুল,  
পদ্য বলিয়া অজ্ঞ জনেরা  
ক'রে থাকে তারে ফুল !  
না ডাকিতে আমি নিজেকে সেথা দিই  
রাঙা উকীষ প'রে,  
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার  
বিকায় সে ভরি দরে !  
গোলাপ কিসের গৌরব করে ?  
আমার কাছে সে ফিকে ;  
আমি যে রসের করেছি আধান  
জীবন তাহে না টিকে !



## তোড়া

হৃথের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে

বৈধেছিলাম তোড়া,

বৃন্তগুলি জ্বরির হৃতায় মোড়া !

পরশ কারো লাগলে পরে পাণ্ডি পড়ে ফুলে—

তবুও আগাগোড়া ;

চৌকী দিতে পারলে না চোখ জোড়া ;

হৃথের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে

বৈধেছিলাম তোড়া !

মধুর মত, হৃথের মত, মদের মত হরে

গেয়েছিলাম গান,

প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান !

হাঙ্গা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙে চূরে,

তবুও কেন প্রাণ

ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান !

মধুর মত, মদের মত, হৃথের মত হরে

গেয়েছিলাম গান ।

মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ

বেসেছিলাম ভালো,

অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো !

নিশাসখানি পড়লে জ্বরে হ'তাম গো নিশ্চুপ—

সে প্রেমও ফুরা'ল ।

নিবে গেল নিমেষহারা আলো !

মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ

বেসেছিলাম ভালো ।

## চম্পা

আমারে কুটিতে হ'ল বসন্তের অস্তিম নিখাসে,  
বিবর্ণ যখন বিশ্ব নির্ধম গ্রীষ্মের পদানত ;  
রুদ্র তপস্তার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,  
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অঙ্গরার মত ।



বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,  
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহস্বর ;  
জন্ম-বনিকা-প্রাস্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার  
দেখিলাম জলস্থল,—শূত্র, শুক, বিহ্বল, জর্জর ।

তবু এত বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেগমান,—  
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কতু ঝরিব না মরি' ;  
উগ্র মত্ত সম রৌদ্র,—যাব তেজে বিশ্ব-মুগ্ধমান,—  
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি ।

দীরে এত বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি' ;  
মুর্ছে দেহ, মোহ মন,—মৃতমূর্ছা কবি অতুভব !  
স্বর্ঘ্যের বিকৃতি তবু লাগণো দিতেছে ততু ভরি' ;  
দিনদেবে নগঙ্কার ! আমি চম্পা ! স্বর্ঘ্যের সৌরভ ।

## কিশোরী

তার জলচূড়িটির স্বপন দেখে  
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,  
তার আলতা-পর্য্যাপায়ের লোভে  
কৃষ্ণচূড়া ঝরাই দল !  
করমচা-ভাল আঁচল ধরে,  
ভোমরা তাবে পাগল করে,  
মাছ-রাঙা চায় শীকার কুলে,  
কুহরে পিক অনর্গল ;



- তার গজাজলী ডুরের ডোরা  
বুকে আঁকে দীঘির জল
- তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে  
শিউলি করে লাখে লাখে,  
জুঁয়ের বুকে নিবিড় হুখে  
প্রজ্ঞাপতি কাপ্তে থাকে !  
জলের কোলে ঝোপের তলে  
কাঁচপোকা রং আলোক জলে,  
লুকু করে মুখ ক'রে  
বৌ-কথা-কণ্ড কেবল ডাকে ;
- আর হালুকা-বোঁটা ফুলের বুকে  
প্রজ্ঞাপতি কাপ্তে থাকে ।
- তার সীঁথার রাঙা সিঁদুর দেখে  
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
- তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে  
কুঁচের শাখে জাগল ফুল !  
নীলাবরীর বাহার দেখে  
রঙের ভিড়ান লাগল মেঘে,  
কানে জোড়া ছল দেখে তার  
ঝুমকো-জবা দোলায় ছল ;
- তার সর সীঁথার সিঁদুর মেখে  
রাঙা হ'ল রঙন ফুল !
- সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি  
অন্ধ নুয়ে গাঁকের আগে,
- সেখা পুঁশিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,  
চাঁদ-মালা তার ভাসতে থাকে !  
জলের তলে খবর পেয়ে  
বেগিয়ে আসে বুণাল মেয়ে,

কল্মী-লতা বাড়ায় বাহ  
 বাহর পাশে বাঁধতে তাকে ;  
 তার রূপের স্মৃতি ভড়িয়ে বুকে  
 চাঁদের আলো ভাসতে থাকে !

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,  
 বিনিস্তার হার সে গড়ে,  
 দোলনচাঁপার ননীর গায়ে  
 আলোর সোহাগ গড়িয়ে গড়ে !  
 কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,  
 পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,

তার কাজল দিতে চক্ষে আজো  
 চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;  
 সে বেণীতে দেয় বকুল মালা  
 বিনিস্তার হার সে গড়ে ।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা  
 দিনের আলো কিমিয়ে আসে,  
 সে কাঁদলে পরে মুক্তা করে  
 হাসলে পরে মাণিক হাসে !  
 কেবল কাঠের নৌকাখানি  
 জানে নাক' তুফান পানি,—  
 কুলকুলিয়ে ঢেউগুলি যায়  
 ছুইয়ে মাথা আশে পাশে ;

যদি সেঁউতি 'পরে চরণ গড়ে  
 হয় সে সোনা অনায়াসে !

ওই সওদাগরের বোকাই ডিঙা  
 কিঙার মত চলত উড়ে,  
 তার পরশ-লোভে আজকে সে হয়,  
 ধাড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !

অরাধকের পাগ্লা হাতী  
 পথে পথে কিরুছে মাতি,—  
 তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী  
 শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে !  
 ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী  
 পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে !

### ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়  
 হরষের হিলোল !  
 ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি  
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !  
 উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়  
 অভিনব চন্দন ;—  
 রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে  
 পুলকের ক্রন্দন !  
 সত্ত্ব মধুতে সৌরভ ওঠে,  
 বায়ু বহে উতরোল !  
 ছলে ছলে ওঠে পরাণ-পুতলি,  
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !  
 চাপার বরণ তপনের আলো,  
 চামেলি চাঁদের হাসি,  
 কুলে কুলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে,—  
 অশ্রু-সায়রে ভাসি !  
 কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়  
 হরষের হিলোল !  
 হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,  
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল !  
 জাগিল কী এক ভাব !  
 হৃদয়ের কোবে হ'ল আঁজি কোন্  
 রসের আবির্ভাব !  
 নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি  
 আলোকেরে দেয় কোল !  
 পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে  
 ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

## পারিজাত

এ পারে সে ফুটল নারে ফুটল না—  
 ও পারে বে গন্ধে করে মাত ;—  
 ও পারে যার রূপ কখনো টুটল না,—  
 নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !  
 এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি,—  
 মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;  
 ও পারে তার মালা রচে উরুশী,—  
 স্বপন-মাথা মৌন আঁখিপাত !  
 স্বর্গ-ভুবন মগ্ন গো তার স্বেচ্ছা,  
 ফুটেছে সে মন্দিরেরি সাথ ;  
 ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,  
 অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত !  
 এ পারে তায় হরণ ক'রে আনবে কে ?—  
 মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?  
 তাহার লাগি' বজ্রে কুহুম মানবে কে ?—  
 স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার ?  
 ঐরাবতের মাথায় অসি হানবে কে ?—  
 প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?

পারের পারিজাতের মরম জানবে কে ?

কে বুচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কর্ননাতেই থাকবে সে !—

নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?

সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাকবে সে,—

চির সাধের পারের পারিজাত !

## বিদ্যাপর্ণা

অক্ষর মৌক্তিক !

হাস্তের সূঁচি !

লহরের লীলা ঠিক

লাস্তের মূর্তি !

বিজুলীর আমি জ্যোতি

অতি চকল মতি

গতি বিনা আনুগতি

নাই আনু মুক্তি ।

নন্দনে তাই, হায়,

না পাই আনন্দ ;

পারিজাতে টুটে যায়

মোহ-মোহ গন্ধ !

কে কোথায় গায় গান,—

বিহ্বল মন প্রাণ ;

মর্ত্য-কুলের স্বাণ

ঝোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্য-কুলের বাস,—

মৃত্যুর ছন্দ,—

আকাশে ফেলিয়া খাল

রচে চাক বন্দ !

কোথা ধরলীর তলে  
কি নব স্বপ্নন-চলে,  
ঘন মন-বলে  
ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি  
সাগরের মন,  
অনাদি গরল ঘেরি'  
অমৃত অনন্ত !  
মোরা সাগরের মেঘে  
মন-দিন চেয়ে  
প্রাণের সাগরে নেয়ে  
হই প্রাণবন্ত ।

কে গো তুমি গাও গান  
হে কিশোর চিত্ত  
তোমারে করিব দান  
চূষন-বিত্ত ।  
গাছারে ধর স্বর,—  
ধর স্বর স্রমধুর,  
গাও, গীত-স্থপাতুর  
আমি করি নৃত্য ।

কল্লভকর ফুল  
পড়িল কি খসিয়া,  
কী পুলকে সমাকুল  
ধান-রস-রসিয়া !  
কিসের আভাসখানি  
সে কোন্ স্বপন-বাণী ?  
চেয়ে দেখ, পরী-রানী  
কিরে নিঃসিয়া ।

আমি পরী অপরী  
 বিদ্যাংপরী,—  
 মন্দার কেশে পরি  
 পারিজাত-কর্ণা ;  
 নেমে এহু ধরণীতে  
 ধূলিময় সরণীতে  
 কণিকের ফুল নিতে  
 কাঞ্চন-বর্ণা ।

মোরা খুনী নই তধু  
 দেবতার অর্ঘ্যে,  
 কোনো মতে বই, বঁধু,  
 স্বর্গের বর্গে ।  
 চির-চঞ্চল মন  
 ছল খোঁজে অগণন  
 তাল কাটে অকারণ  
 • খেড়ালের খড়্গে ।

জাগে নৃতনের সূধা,  
 তাই চেয়ে বকে  
 নেমে এহু পীত-সূধা  
 চকোরের চক্রে ;  
 এক ঠাই নাই স্বপ্ন  
 মন তাই উৎসুক,  
 নাচে হয় কুলচুক  
 শাপ দেয় শক্রে ।

নাই তবু নব-খক  
 যন্ত্রের ত্রুটি,—  
 নব-খাতা কৌশিক  
 নব-লোক স্রষ্টা :

নাই রাজা পুরুষবা,—  
তবু ধরা মনোলোভা ;—  
যেচে ত্যজি স্বরসভা,—  
শাপে হই অষ্টা ।

তবু যে ঘুঘনু হিয়া  
ছলভ-লুক,  
আছে আক্সে শ্রামলিয়া  
ধরা ধূলি-সুক ;  
নব নব প্রেরণায়  
দিশি দিশি তারা ধায়  
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়  
দেখি চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর  
কৌতুক-চিত্তে  
নেমে আসি ধরা 'পর  
সাধনার তীর্থে  
অপরূপ এ ধরণী  
কামনা সোনার ধনি  
চিরদিন এ যে ধনী  
নব-আশা বিস্তে ।

কাঁপ দিয়ে অজ্ঞানায়  
তোলে মণি মর্ত্য,  
সঁপি' মন অচেনায়  
প্রেম পবিত্র !  
চির-উৎসুকী তাই  
মাহুকের মুখ চাই  
গোপনের তল পাই  
স্বপনের অর্থ ।



বপনে বপন বাধি  
 অকুলি-পর্শে  
 আলো-ছায়ে হাসি কাদি  
 নির্ঝর-বর্ষে !  
 মোরা পরী অপ্সরী  
 কিত্তি অপ্তেজ ভরি  
 সঞ্চরি যাই সরি  
 নব নব হর্ষে ।

পরশ বুলায়ে যাই  
 শিত্তরে ঘুমন্তে  
 দেয়ালার হাসে তাই  
 দুখে-খোয়া দন্তে ।  
 তরুণ আঁধির ভায়  
 উকি দিই ইশারায়,  
 এ হাসির বিভা ছায়  
 কীর্তির পথে ।

ভাবুকের ভালো বাধি  
 পরশ অদৃষ্ট,  
 মেলে সে নূতন আঁধি  
 হেরে নব বিশ্ব !  
 মনের মানস-রসে  
 নব ভব নিঃশ্বসে  
 নব আলো পড়ে ঝাঁসে  
 মরণ-অধ্যায় ।

ভাব—ভাব-কদম্বের  
 ফুল দিনে রাহে  
 ফুটে ওঠে জগতের  
 বসন গাহে,

মধু তার অকুরান্  
 হুধা হ'তে নহে আন  
 মোরা জানি লঙ্কান  
 ধরি হৃদি-পাত্রে ।

মোরা উঠি পল্লবি'  
 বিদ্যাং-লতিকায় ;  
 নৌহারিকা ছায়াছবি,—  
 মোরা নাচি ঘিরি' তার ।  
 মুকুতায় অবিরাম  
 করি মোরা অভিরাম,  
 জড়াই কুসুম-দাম  
 সাগরের অতিকায় ।

আমরা বীরের লাগি'  
 স-রথ স-ভূষা,  
 বণিকের আগে জাগি'  
 মণি বৈদূষ্য,  
 তাপসের তপ টুটি,  
 হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,  
 কবির হৃদয়ে ফুটি  
 জালাহীন সূৰ্য্য ।

স্বরণে মরতে নিতি  
 করি মোরা যুক্ত,  
 দিই প্রীতি, গাই গীতি  
 চির-নিমুক্ত ।  
 কল্প-পাদপ আর  
 কল্পনা-লতিকার  
 দিই বিয়ে, রচি তার  
 বিবাহের সূক্ত ।

হানি মোরা কিঙ্ক কিঙ্ক  
 উট-জলে যবে,—  
 কিক্মিক্ চিক্মিক্  
 উক্ তরঙ্গে,—  
 ফুল-বনে পরশিয়া,—  
 ঘৌবনে সবসিয়া  
 চুষনে হরষিয়া  
 অঙ্গে অনঙ্গে ।

কান্তনে মরতেব  
 বৃকে রচি নন্দন,  
 বনে বনে হরিতেব  
 ঢালি হরি-চন্দন ;  
 আকাশ-প্রদীপে চাহি  
 মোরা কত গান গাহি,  
 কবি-হৃদে অবগাহি  
 লভি লোক-বন্দন ।

শুক্র শারদ রাতে  
 জোছনার সিক্ত,  
 মেঘের পদ্মপাতে  
 মোরা মগি-বিন্দু ।  
 মেঘের ও পিঠে শুয়ে  
 ধরণীবে দেখি হুয়ে,  
 আবিজ্ঞান পড়ে ভুঁয়ে  
 ছাথে চেয়ে ইন্দু ।

ভালবাসি এ ধরায়ে  
 করি চুমা বৃষ্টি  
 যত্নের অধিকারে  
 অমরতা স্রষ্টি ;

তথের কাদন শিখি  
মরমে লিখন লিখি ;—  
রোদে জলে ঝিকিমিকি  
হেনে যাই দৃষ্টি ।

খেলি খেলা নিশি ভোর  
সারা নিশি বকি,  
চলে যাই হাসি-চোর  
জ্বাখি-লোর মকি,  
তুধু এই আনাগোনা  
মনে মনে জাল বোনা,  
গোপনের জানা শোনা  
তপনে প্রবকি' ।

পিয়ে যাই মস্তুরে  
নৃতনের হর্ষ,  
মপে যাই অস্তুরে  
বিদ্যায়-স্পর্শ !  
দিয়ে যাই চুম্বন  
চলে যাই উন্মন ;  
জীবনের স্পন্দন—  
হয় বা বিমর্ষ !

মিশে যাই ঘোড়া-ধার  
ঝর্ঝর শীকরে,  
হেসে চাই আরবার  
জোনাফীর নিকরে,  
খেয়ালের মত সে  
পান করি সত্ত সে,  
চির-অনবত্ত সে  
হাসি-রাশি ঠিকরে ।

## কাব্য-সংকলন

খেয়াল মোদের প্রভু,  
দেবতা অনন্ত,  
আমরা সহি না তবু  
সত্যের ভঙ্গ :  
আমরা ভাবের লত,  
ভালবাসি ভাবুকতা ;  
নাহি সহি নয়তা,—  
নিলাজের সঙ্গ ।

চির-যুবা শূর বীর  
বিজয়ীর কুণ্ডে  
আমাদের মস্তীর  
মদালসে শুভে :  
ভাবে যারা তন্ময়  
জানে না মরণভয়  
তার লাগি' আনি হয়  
রণ-ধূম-পুণ্ডে ।

ফুটে উঠি হাসি সম  
খড়্গের কলকে,  
মোরা করি মনোরম  
মৃত্যুরে পলকে ।  
উৎসবে দীপাবলী  
সনে মোরা নিবি জলি,  
পুরা সম উচ্ছলি'  
চকল পলকে ।

যুগে যুগে অভিসার  
করি লগ্ন পক্ষে,  
নাই লীলা দেবতার  
অনিমেঘ চক্ষে ;

আকাশের ছই তীর  
হ'তে নাহি দিই থির,  
টিকি নাকো পৃথিবীর  
সীমা-ঘেরা বন্ধে ।

আকাশের ফুল মোরা,  
ছাতি মোরা ছালোকে ;  
স্বপনের ভুল মোরা  
ভুল-ভরা ভলোকে ।  
চরণে হাজার হিয়া  
কৈদে মরে গুমরিয়া  
ধূলি হতে ফুল নিয়া  
মোরা পরি আলকে ।

গাও কবি ! গাও গান  
হে কিশোর-চিত্ত !  
কিশলয়ে কর দান  
চুসন-বিস্ত ।  
বাধ মোরে ছন্দে গো  
বাধ দুজবন্ধে গো,  
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'  
হের করি নৃত্য ॥

## সবুজ পরী

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা ছুলিয়ে যাও,  
এই ধবলীর দূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও ।  
তরুণ-করা সবুজ স্বরে  
স্বর বাধ গো ফিরে ঘুরে,  
পাগল আখির পরে তোমার সুগল আখি ঢুলিয়ে চাও ।

যাসের শীঘে সবুজ ক'রে শিস দিয়েছ, হৃন্দরী !  
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুলবনের বুক ভরি' !

যৌবনেরে যৌবরাজ্য

দেওয়া তোমার নিত্য কার্য,

পাঞ্জা তোমার শ্রামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী ।

যাত্রকরের পান্না জলে তোমার হাতের আংটিতে,

হিয়ার হাসি কারা জাগে সবুজ সুরের গানটিতে ।

কুষ্ঠাহারা তোমার হাসি,—

ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি' ;

যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে ।

এই ধরণীর অস্থি বৃষ্টি সবুজ সুরের আস্থায়ী

কিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই তো পরাণ লয় নাহি' ,

রবির আলোর গৈরিকিতে

সবুজ সূক্ষা অধর পেতে

তাই তো শিরে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপাতী ।

সবুজ হ'রে উঠল যারা কোথাও তাদের আঙতা নেই,

চারদিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চারদিকেই ,

স্ব-ভক্ত সে বহর মধো

পান করে সে কিরণ মৃদে ;

তরুণ বলেই দেয় সে ছায়া গহন ছায়া দেব গো দেই ।

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! তোমার হাতের হেম কারি

সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী !

সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—

দেখতে আমি পাই তোমাকে—

‘ ছাতিম পাতার ছাতার তলে—আখির পাতা বিফারি’ ।

সবুজে তোমার দোব্জাখানি—আলো-ছায়ার সঙ্গমে

জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে !

## পিয়ানোর গান

৫৩

সবুজ শোভার সারেগামা

ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—

শরতে দে বড় জে জাগে, বসন্তে হ্র পঞ্চমে।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,

আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অঙ্ককারের রত্নস-রস।

রামধনুকের রং নিড়াড়ি

রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী;

মরুভূমির সবুজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নতুন স্বরের উদগাতা,

গাথ তুমি ভাবন-বীণার যৌবনেরি জয় গাথা,

ভরা দিনের তীব্র দাহে—

অরণ্যানী যে গান গাহে—

যে গানে হয় সবুজ বনে শ্রমিল মেঘের জাল পাতা!

## পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্

টুক্ টুক্ তুল্ তুল্

কোন্ ফুল তার তুল

তার তুল কোন্ ফুল ?

টুক্ টুক্ রঙ্গন

কিংগুক দুঃ

নয় নয় নিশ্চয়

নয় তার ভূলা।

টুক্ টুক্ পদ্ম

লক্ষীর সন্ম

নয় তার ছুই পা'র

আল্তার মূল্য।



টুক টুক টুক টোট  
 নয় শিউলীর বোট  
 টুক টুক তুল তুল  
 নয় বসরাই গুল।

ঝিল্ ঝিল্ ঝিক্ ঝিক্  
 ঝিক্ ঝিক্ ঝিল্ ঝিল্  
 পুষ্পের মঞ্জীল্  
 তার তন্ তার দিল্।  
 তার তন্ তার মন  
 কাছন্-ফুল-বন  
 কৈশোর-যৌবন  
 সন্ধির পতন।

চোখ তার চকল;—  
 এই চোখ উৎসুক  
 এই চোখ বিহ্বল  
 ঘুম-ঘুম স্বপ্ন-স্বপ্ন!  
 এই চোখ জল-জল  
 টল্ টল্ ঢল্ ঢল্  
 নাই তীর নাই তল,  
 এই চোখ ছল্ ছল্!

জ্যোৎস্নায় নাই বাদ  
 এই চাঁদ উন্মাদ  
 এই মন উন্মন  
 তন্ময় এই চাঁদ।

এই গায় কোন্ স্বর  
 এই ধায় কোন্ দূর  
 কোন্ বায় ফুর ফুর  
 কোন্ স্বপ্নের পুর! /

গান তার শুন্ শুন্  
মঞ্জীর কন্ কন্,  
বোল্ তার কিস্ কিস্  
চুল তার মিশ্ মিশ্ ।

সেই মোর বুলবুল,—  
নাই তার শিঙুর,—  
চঞ্চল চুলবুল  
পাখ্ নায় নির্ভর ।

পাখ্ নায় নাই কঁাস  
মন তার নয় দাস,  
নৌড় তার মোর বুক,—  
এই মোর এই হৃথ ।

প্রেম তার বিশ্বাস  
প্রেম তার বিস্ত  
প্রেম তার নিখাস  
প্রেম তার নিত্য ।

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্  
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্  
তার তুল্ কার মুখ ?  
তার তুল্ কোন্ কুল ?

বিল্কুল্ তুল্ তুল্  
টুক্ টুক্ বিল্কুল্  
এল্-বসবাই গুল্ !  
দেল্-রোশনাই-ফুল !

## দোসর

পিছল পথের পথিক গুণ্গো দীঘল পথের যাত্রী !  
কোথায় যাবে, কোথায় যাবে ? সাম্নে মেঘের রাত্রি ।

বাদলা দিনের উদ্দা স্বামিই ভাসিয়ে দেবে দৃষ্টি ;  
লাগবে উছট ; চাঁটের জলে কাপ্তান হবে দৃষ্টি ।

“পিছল হাতে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে ?  
দোসর হিমার খোজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাহিরে ।  
পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে  
পরস্পরে করব আড়াল কড়-বালনের কাপ্তানে ।”

উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী !  
পাথের পাশে থাকে আদার ভীষণ ভয়ের দাত্রী ;  
সামনে বাকা পালের শাখা ; উদ্দাতিনী পদ্মা,  
কই তোমাদের দৃষ্টি, বন্ধু ! কই তোমাদের কথা ?

“পাদের ধারে আলগা মাটি আমরা চলি রকে,  
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা,—দোসর আছে সঙ্গে ।  
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা যে মন পরপথের কষ্ট,  
পরস্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের দৃষ্টি ।  
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কথা,  
হোক না বাতাস তুমার-স্পর্শ,—উদ্দাতিনী পদ্মা ।  
সহচেষ্টা করব সহজ,—কিসের বা আর শব্দ ?  
সঙ্গে দোসর,—ওই আনন্দের বাজিয়ে দেব উদ্দা ।”

জীবন-পথের পথিক ওগো অসীম পথের যাত্রী ।  
আশিস করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী ;  
পাতা—সে যে বিশ্বধাতা, স্বস্ত্রে বার ক্ষুদ্রি,  
ধাত্রী—সে যে এই বসুধা, স্বদেশ বাহার মূর্তি ।  
আলোক-পথের পথিক ওগো আলিস-পথের যাত্রী,  
শিবতর শিবের লাগি বাপন কর রাত্রি ।  
ভূত হউক পদ্মা ওগো ! এব হউক লক্ষ্য,  
বিশ্বের দ্বিভারিত পক্ষী-মাতার পক্ষ ।

## তাতারসির গান

[ বাউলের হর ]

রসের ভিঘান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;

তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে যেতে ।

মাটির খুরি, পাথর-বাটি

কি নাথকেলের আধ-মালাটি,

বাঁশের চুড়ি পাতার ঠুঙি আনরে ধর পেতে !

রসের ভিঘান্ আন্তকে হর নতুন বা'নেতে ।

জিরেন্ কাটে বে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,

টাটকা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে ;

শুকনো পাতার জাল জলেছে,

কাচা সোনার রঙ ফলেছে,

বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গছ বেটেছে ।

জিরেন্ কাটে রসের দারা জিরিয়ে কেটেছে ।

রসের খোলা থাপ্রা-রাঙা তাপরা লাগে গায়,

কেউ কি তবু মরবে ?—বরং এগিয়ে যেতেই চায় ।

নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,

রসের ফেনা উঠছে বেড়ে,

লহা তাদুর তাড়ার চোটে উপ চে ফেটে যায়,

রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লহা তাদুর গায় ।

মিঠার মিঠা ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি !

বিদাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি

প্রথম শীতের ঘোদের মত

তপ্ত যত মিষ্টি তত,

মিতা তুমি পদ্ম-মধুর,—অমৃত-বৃষ্টি !

লোভের জিনিস ! তাতারসি ! তুমি কি মিষ্টি ! ••

রসের ভিঘান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে ?

—গুড় করেছে গৌড়-বক বনের গাছ থেকে ;

গুড়ের জনম-ঠাই এ ব'লে  
 জগৎ এরে গৌড় বলে,  
 মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে ;  
 রসের ভিমান্ বার করেছি আমরা মন থেকে ।  
 গুড় করেছে গৌড়-বন্ধ—আদিম সভা দেশ,  
 'গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে তাই আদরের একশেষ ;  
 সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে  
 ধস্তা হ'ল মিশর,—ওরে !  
 সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,  
 মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ ।  
 রসের ভিমান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,  
 রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি ।  
 রসের ভিমান্ হেথায় স্বরু  
 মধুর রসের আমরা গুরু,  
 (আজ) তাতারসির জয়দিনে ভাবছি তাই খালি—  
 আমরা আদিম সভা জাতি আমরা বাঙালী ।  
 তাতারসির আর্মোদ নিয়ে আমরা এলাম, তাই !  
 মোমাছিদের চাক না ভেঙে আমরা মধু পাই ।  
 বছর বছর নতুন বা'নে  
 নতুন তাতারসির গানে  
 আমরা গৌড়-বা'লা দেশের যশের গাথা গাই ;  
 তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম তাই ।  
 বইছে হাওয়া তাতারসির স্বগন্ধ মেখে,  
 ক্ষেতের যে ধান পারস-গন্ধ হ'ল তাই থেকে ।  
 মোমাছিরা ভুল ক'রে তাই  
 গন্ধে মেতে ছুটল সবাই ;  
 উঠল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,  
 মোঙা-মিঠাই কচল না আজ রসের রূপ দেখে ।

## তাজ L

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়  
আমি জানি তুমি বল্লির !  
চির-নিরমল তব মূর্তির ভায়  
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !  
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,  
শিরোমণি তুমি ধরণীর ।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর  
মরমীর হিয়ার আরাম,  
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর  
কমল-কোরক অভিরাম !  
তম্ব-সম্পূট তুমি চির-ঘরণীর,  
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

যুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,-  
এমন উজ্জল তুমি তাই,  
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ  
কোনোখানে কিছু জানি নাই ;  
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ  
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই !

যমুনা প্রেমের দ্বারা জানি ছনিয়ায়,—  
তীর তার ঘিরি চিরদিন  
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হাহ,  
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,  
ব্রজ কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়  
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন ।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর  
কাজ-রী-কাক্ষিতে উবাদ—

গোকুলে সে গিয়াইল রসে পরিপূর  
 পিরীতির মহয়া অগাধ ;  
 শাজাহাঁ তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর  
 দম্পতী-প্রেমের সোয়াদ !

জগতে বিতীয় রক্ত রাজা শাজাহান  
 দেবতার মত প্রেম তার,  
 দিয়ে দান আপনার অর্ধেক প্রাণ  
 মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার ।  
 মরণের মাঝে পেল সুখ-সন্ধান,  
 মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—নির নিরলস,  
 কী মমতা হে যোগল-রাজ !  
 পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ—  
 ফল ভরি' পরি' দীন সাজ !  
 কাজের শেষে বিধি পূরান মানস—  
 উদিল ইন্দের ঠান—তাজ ।

ভেবেছিলে শোকাহত ! হারায়ে প্রিয়ায়  
 ভেবেছিলে সব হ'ল ধূলু ;  
 হে প্রেমী ! বেধেছে বিবি একটি তোড়ায়,  
 তবু চামেলি ও আফিমের দুল <sup>হুজু</sup> <sup>৫৫২</sup>  
 আরেছে আফিম-দুল মরণের ঘায়  
 বাচে তবু চামেলি অতুল !

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,  
 বেঁচে আছে চামেলি অমল ;  
 মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম  
 বাতীর চির-সঞ্চল,  
 ক'মনা-মাকুতি-হীন আছে প্রেম, কেম,  
 অমলিন আছে আশিঙ্গল ।

রচিয়াছ রাজা-কবি ! কাহিনী প্রিয়ার,

আখিঞ্জল-জমানো বরফ-

সমতুল মর্ষর—কাগজ তুহার,

ছনিয়ার মাণিক হরফ ;

বিরহী গেঁথেছ এ কি মিলনের হার !

কায়া ধরি' জাগে তব তপ !

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকাহ,—

তার চেয়ে ব্যথা নাই, দায় :

প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার

টুটে যাওয়া ভালো বহুদায় :

নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার

উছলি পরশে অমরায় ।

সে প্রেম অমর করে ধরার মূল্য,

সে প্রেমের রূপ অপরূপ,

সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়

জালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;

সম্রাট ! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়

মরলোকে অমৃত স-রূপ ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্ষর

মর্ষের ভাষা কয় আজ,

কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,

হয় শিলা ফুলময় তাজ !

চামেলি মালতি যুধীময় হৃদয়

ছত্রে বিরাজে মমতাজ !

যে ছিল প্রেমসী, আজি দেবী সে তোমার,

তুমি তার গড়েছ দেউল,

অজলি দেছ রাজা ! মণি-সম্ভার

কাকন-রতনের ফুল ।



ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার  
অশ্রু-মুহূর্তা-সমতুল ।

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,  
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,  
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,  
হলেমানী মণি থরে থর,  
ইরানী গোমেদ, মরকত খাল খাল  
শোখরাজ, বুদ্ধি, গুলনর,  
চারুকো পাহাড়-ভাড়া মসী মশ্বর,  
চীনা তুঁতী, অমল ক্ষটিক,  
সৈশলমীরের শোভা মিশ্র-বদন  
এনেছ চুড়িয়া সব দিক,  
মধুমন্ডলি, মণি ছুঁয়া পাথর  
দেউলে দেওয়ানী মণি-শিখ

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক  
সংগেছ তা সবার উপর,  
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিত্ত  
তাই তো সে চির সুলতান ;  
তাই শিশু দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক  
গায় কানে গান মনোহর ।

তাই তব প্রেমসীর শুভ কামনার  
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,  
মশ্বর গুহজ্জ তরির ধনি ধায়,—  
পরশে সে সপ্ত বিমান,  
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়  
দেবতায় সঁপে সেই তান ।)

সে ছিল বধু ও জায়া, মাতা তনয়ের,  
তবু সে যে উর্ধ্বশীপ্রায়

## তাজ

চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,  
 চির-প্রেম লুটে তার পায় ;  
 চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের  
 চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায় ।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,  
 ভালোবাসা জাগে শুধু আজ,  
 জেগে আছে দম্পতি-প্রেম অবিনাশ,  
 জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ ;  
 জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ  
 প্রিয়স্মৃতি করিছে বিবাজ ।

উজল টুকরা তাজ চন্দ্রলোকের  
 পড়েছে গো প'সে ছুনিয়ায়,  
 এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্বারণের  
 মহাশোক-অকুশ-ঘায়  
 এসেছে বাহিরি'—নিদি সৌন্দর্যের—  
 প্রেমের কিরীটে শোভা পায় ।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের  
 দিল বিয়া রাজা শাহজাহান, } ৫৭  
 পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের  
 কেটে গেল কত দিনমান,  
 দিরঙ্গীর অবসান হ'ল বিরহের  
 যেই ফণে টুটিল পরাণ । ৫৮

সাদক পাইল ফিরে সাধনার ধন,  
 প্রেমিক পাইল প্রেমিকার,  
 হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,  
 ক'ণে মিলিল ক'ণে কায় ;  
 ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন  
 জীবনে,—মরণে পুনরায় ।

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস  
 হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,  
 আকাশের কামধেনু ঢালে দ্বিত হাস  
 ঈশ্বর কীরধারা কীর্ণ ;  
 মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস  
 যযুনা সে শোনে তটলীন ।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,  
 স্বপ্নান—ভীষণ তবু নয়,  
 বিলাস-ভ্রমণে তাজ নহে টলমল  
 রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;  
 (মৃত্যুর অধিকার করিয়া নখল  
 জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময় ।)

ঈশ্বিকে হুয়ারে নাই চাঁদ্রির কবচ—  
 মোতির কবর-পোষ আব,  
 'তবু-বেদী দিদি' নাই কাকুন-ঠাট,  
 বাগিচায় নাহিক বাহার ;  
 তবু এ অশ্রুভেদী জ্যোৎস্না জমাতি  
 রাজাসন প্রেম-দেবতার ।

মধুমল-ঝলমল পড়ে না কনিষ্ঠ  
 শাজাদীরা আসে না কেহই,  
 করে না আঁক-দিনে কেহ পয়রাং  
 শিরুনির তরুণলি বই ;  
 বাদশা ঘুমান হেথা বেগমের সাথ ;—  
 অবাক ! চাহিয়া শুধু রই !

ঝরে গেছে যোগলের আফিমের ফুল—  
 মাপময় ময়ুর আসন,

## কবর-ই-নূরজাহান

৬৫

কবরে জেপেছে তার চামেলি-মুকু

মরণের না যানি শাসন ;

অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল

জড়িয়াছে পুলক-ভাঙ্গণ ।

জিত মরণের বৃকে গাড়িয়া নিশান

জয়ী প্রেম তোলে হের শির,

ধবল বিপুল বাহ মেলি চারিখান

দোষে জয় মৌন গভীর,

চির হৃন্দের তাজ প্রেমে নিরমাণ

শিরোমণি মরণ-কণীর ।

## কবর-ই-নূরজাহান ।

“বর্ষা মাজারেরা গরীবি জঃ চেরাংগে জঃ গুলে

কঃ পরে পরমানি হুজ্ব লঃ কতাত্তে বুলবুলে ।”

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !

মক্কা-গাতের অন্ধকার আজ ছোনাক পোকার স্পন্দমান ।

বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,

ইরান দেশের শকুন্তলা ! কই সে তোমার রূপ অতুল ?

পাষণ-কবর-বোরকা খোলো দেখবো তোমায় হৃন্দেরী !

দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি ।

জগৎ-দেহতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,

জাগ তুমি জাহান-নূরী আলোয় ভর দিক আবাস ;

কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্তন—

কত যুগ আর চলবে অলৌক পরীর রূপের শব-মাধন ?

জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ ;

রক্তির মূরতিতে জাগ, অঙ্ক লুক্ক অন্ধ ।

রূপের গোলাপ রোজ কোটে না বুলবুলে তা জানে গো,

গোলাপ গিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে মাগ্য করছে কত হুঙ্কার,  
 রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বড়  
 খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের হুইখা  
 রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে ।

রূপের আদর জান্ত সেলিম, রূপ-দেবতার মান্ত সে ;  
 সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী লাম জান্ত সে ,  
 বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সজিত তার ভাণ্ডারে  
 তবু কেন ভরল না মন ? হায় কুখিত চার কারে ?  
 তোমার সোনা মুখটি 'সরি' পাগল-সমভূলা সে,  
 রূপের ছটায় বলসেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্ল সে,—  
 রক্ত-সাগর সাঁতরে এসে দখল পেল পদটির  
 রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর ।—  
 টাকশালে সে তকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম  
 “টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নুরজাহাঁর নাম ।”  
 মোহেরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল ভায় লোকের,—  
 “সোনার হ'ল নাম শতগুণ নুরজাহানের নাম যোগে ।”

মরুভূমির শুষ্ক বুকে হয়েছিল ইস্তানা !  
 গুরীব বাপের গরব-মণি মাপের ফণা আস্তানা ।  
 তোমায় ফেলে আসছিল সব, আস্তে ফেলে পারল কই ?  
 দৈন্ত দশায় নির্ধনতা টিকল না হু'দও বই ।  
 ভয়ী হ'ল মায়ের অঙ্গ, টলে গেল বাপের মন,  
 ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল মেহের পুতুল বুকের ধন ।  
 মরুভূমির বেহেরবানী ! তুনি বেহের-উরীলা !  
 তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চির-দিন-নিশা !  
 পথের গ্রন্থন ! তোমার রূপে ছনিয়েতি আকুট—  
 ফুলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদুট !

দিনে দিনে উঠলে কুটে পরীক্ষানের জরীন্ শুল !  
 মলিন করে রূপরাগীদের কুইল তোমার রূপের ফুল ।

রূপে হ'লে অঙ্গরী আর নৃত্যগীতে কিম্বরী,  
 শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী স্বন্দরী,  
 তীর চৌড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,  
 এমন পুরুষ ছিল না যে মুরত বৃকে বইল না।  
 রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,  
 নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা !  
 বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নগরোত্তরে,  
 খুসী দিলে খুস্মোজে তার জীবন মরণ হুই যোঝে।  
 পসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার, সরম-রাঙা মুখখানি  
 এঁকে গেল যুবর বৃকে রূপরানী গো রূপরানী !  
 বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তার বাদী ;  
 শের আকগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাদি।  
 বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,  
 বর্জমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

\* \* \* \*

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,  
 বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল না ;  
 অন্তায়ের সে বৈরী চির ভুল হঠাৎ ধর্ম-স্তায়  
 ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বস্তায় !  
 কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সবল পাঠান মহাপ্রাণ।  
 উদারচেতা সিংহ-জ্ঞেতা সিংহ-তেজা শের আকগান ;  
 সেলিমের দুখ-মায়ের ছেলে স্ববাদারীর তুফাতে  
 মারিতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;  
 তেজস্বী শের শূণ্য কুতব পাশাপাশি ঘুমায় আজ  
 রাতের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ !  
 সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগছে নারী, তোমার জয় !—  
 সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

\* \* \* \*

পাকী এল “আগ্রা চল”—শাহাবুশাহের অঙ্গরে,  
 কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।

মহলে কই বাদশা এলেন ? মোনে বাধা সহিলে গো,  
চৌক আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো ।  
বেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,  
বাঁদী দিয়ে বিক্রি ক'রে হ'ত তোমার দিন-শুভার ;  
সাদা-সিধা হুতির কাপড় আপনি পরে থাকতে গো,  
চাকরাণীদের বাণীর সাথে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো ।  
স্পর্শে তোমার জুই-বুকের শিলায় শিলায় ফুটল ফুল,  
রূপে শুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল ।

\* \* \* \*

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন কিরল শেষ,—  
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখল তোমার মলিন বেশ ;  
দেখল তোমার পুষ্প-কাণ্ডি, দেখল জ্যোতির পুরু চোখ,  
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুলল সে ছদ্ম-ভায়ের শোক ।  
বাদশা স্বধান্ "এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে স্থান !"   
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাক্ষাই যেমন চায় পরাণ ।  
তোমার দাসীর অঙ্গে খামিন্—তোমার খুশীর মতন সাজ ।"  
বাদশা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমার উচিত লাজ,  
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! শুকদৌ !  
চল আমার থাম্‌মহলে মহল-আলো অঙ্গরী ।  
সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,  
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছে তার দিল্‌ দখল ।"

\* \* \* \*

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হাব  
বাদশা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত-সাগরের শোভার সার ।  
বাদশার উপর বাদশা হ'লে, বাদশা হ'লেন তোমার বশ,  
অক্ষুণ্ণ যে ক্ষুধি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস ।  
দুরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পক্ষাতে,  
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে ।  
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহানশা,  
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার ঘোড়া কবি আসফ জা ।

দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—  
 বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব ।  
 নতুন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—  
 ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইথিতে !  
 তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ণে সদা উৎসাহী  
 জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী ;  
 নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ববল,  
 দরবারী সব চটল মনে, উঠল জলে গমরামল ;  
 বাদশাজাদা খরম্ এবং দশহাজারী মহলং  
 বিদম হ'ল বৈদী তোমার তবুও তুমি স্থগাবং  
 দইলে দীপ্ত, দইলে দৃষ্ট করলে নিরোধ সব হানী  
 ধী-ধী-ছটার ছয় মাথায় ছত্রবতী সুলতানা !  
 বাদশা যখন নজর-বন্দী মহলতের কন্দীতে  
 চললে তুমি সিংহী সম চললে স্বয়ং রণ নিতে ;  
 হাতীর পিঠে ছাওয়া এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে  
 ঝাঙা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী বদে ;  
 শত্রু মেয়ে করলে খালি ভীরে-ভরা তিনটে ভূণ,  
 মাঝতি পেয়ে কর্ণে কাঁপে ফুকে তবু চতুর্গণ ;  
 দুঃসমনেরা উচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,  
 তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;  
 হঠাৎ বেকে বসল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়  
 ফিরলে তুমি বাধ্য হরে ফুক বোলের যত্বেণায় ।  
 বন্দী স্বামীর নোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,  
 মহলতের মুঠা শিথিল করলে ঔরাণ-নন্দিনী ;  
 জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিত্তিমাং,  
 তোমার অস্ত্র অমেঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;  
 ককীর-বেশে শত্রু পালায়, তোমার হ'ল অস্ত্র শেষে,—  
 তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহলত-থা বায় ভেসে ।

\* \* \* \*

- আজ লাহোরের মহরতলীর কাঁটাবনের আব'ডালে  
 লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঙ্গলে,



জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার বায় করি,  
 আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !  
 হোথা তোমার স্বামীর সমাধি যত্নে তোমার উজ্জল ভায়  
 বল্মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্পনায় ।  
 গরীব বাশের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—  
 সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !  
 শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাকছে না,  
 তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখছে না ।  
 হুম্ম সোনার হুতায় বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !  
 আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায় ।  
 বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বহনে,  
 গোৱী ! তোমার গোবের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ ।  
 সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-মোহাগ সিঁদুর গো,  
 জীর্ণ তোমার ক্রীহীন কবর বিশ্বনারীর ক্রী-দুর্গ !

\* \* \* \*

শিরেরে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক,—  
 এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—  
 হে সুলতানা ! লিখেছি এ কী আকসোসে সুন্দরী !  
 লিখছি তুমি “গরীব আমি” পড়তে যে চোখ বায় ভরি ।—  
 “গরীব-গোরে দীপ জ্বল না, ফুল দিও না কেউ তুলে—  
 শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে ।”  
 সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বল না, নূরজাহান !  
 সত্যি কাঁটার জজলে আজ পুষ্পলতার নুপু প্রাণ ।  
 নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধুলির অঙ্কেতে,  
 অবহেলার গুহার ভলায় ডুবছে কালের সন্ধেতে ।  
 ডুবছে তোমার অস্থিমাত্র—স্বতি তোমার ডুববে না,  
 রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা ।  
 সেথায় তোমার নাম দিবে ফুল উঠছে ফুটে সর্বদাই,  
 অজুরাগের চেরাগ যত উজ্জল জলে বিদ্যায় নাই,  
 চিত্র-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি’  
 মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের সুন্দরী !

## জাতির পীড়ি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে

সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;

এক পৃথিবীর স্তম্ভে লালিত

একই রবি শশী মোদের সাথী ।

নীতাতপ সূৰ্য্য তুফান জালা

সবাই আমরা সমান বৃক্ষ

কচি কাঁচাগুলি ডাঁটে করে তুলি

বাঁচিবার তরে সমান বৃক্ষ ।

দোদর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,

জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ভাঙা,

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল

ভিতরে সবাবি সমান রাঙা ।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ

ভিতরের রং পলকে কোটে,

বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র,

কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে ।

গায়ে অহরগায়ে নিখিল জাগে

আসল মানুষ প্রকট হয়,

বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ

নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় !

যুগে যুগে মরি কত নির্য্যাক

আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি’

জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাদে

উঠেছি আবার অন্ধ রাড়ি’ ;

উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের

যেন মোরা হ’তে জানিনে জালা,

চলেছি পো’ দুঃ-দুর্গম পথে

রচিয়া মনের পাছশালা ;

কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার

গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি

গং-সবিতা বিশ্বপিতার

চরণে পরাণ ষেতেছে ভিড়ি'।

গং হয়েছে হস্তামলক

জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে

অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—

মানস-আভাস জাগিয়া উঠে !

সেই আভাসের পূণ্য আলোকে

আমরা সবাই নয়ন মার্জি,

সেই অন্তরের দ্বারা পান করি'

অমেয় শক্তি মোনের আজি।

আজি নির্মোক-মোচনের দিন

নিঃশেষে মানি ত্যজিতে চাহি,

আছাড়ি আকুলি আফালি তাই

সারা দেহ মনে স্থিতি নাহি।

পরিবর্তন চলে তিলে তিলে

চলে পলে পলে এমনি ক'রে,

মহাভূজের খোলসে খুলিছে

হাজার হাজার বছর ধরে !

গৌত্র-দেবতা গন্তে পুঁতিয়া

এশিয়া মিলাল শাক্যমনি,

আর দুই মহাদেশের মাহুযে

কোন মহাজন মিলাল শুনি।

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন

চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,

যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম

মহুর ধর্ম বিলীন হবে।

ভোর হ'য়ে এল আর ঘেরি নাই

ভাঁটা স্বরূপ হ'ল তিমির-স্তরে,

জগতের যত তুর্থা-কঠ

মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে !

মহান যুদ্ধ মহান শাস্তি

করিছে সূচনা ক্রময়ে গণি,

রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ

স্থাপিছেন চূপে পদাঘোনি ।

ভোর হ'য়ে এলো গুগো ! আঁধি মেল

পূর্বে ভাতিছে মুকুতাভাতি,

প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ

পাগুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি ।

তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে

মহামানবের গাহ রে জয়—

বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ

নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় ।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ

বনেদী কে আর গব্ব-বনেদী,

হুনিয়ার সাথে গাঁথা হুনিয়ার

হুনিয়া সবাবি জনম-বেদী ।

রাজপুত আর রাজা নয় আজ

আজ তারা শুধু রাজার ভূত,

উগ্রতা নাই উগ্রক্ষেত্রে

বনেদ হয়েছ অম্লজবুত ।

নাপিতের মেয়ে মুরার ছালাল

চক্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,

গোয়ালার ভাতে পুঠি যে কাহ্ন

সকল রখীর সেরা সে রখী ।

বন্ধে ঘরানা কৈবর্তেরা,

বায়ুন নহে গো—কায়েংও নহে,

আজো দেশ কৈবর্ত রাজার

যশের শুভ্র বন্ধে বহে ।

সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ

ভেদের মস্ত ডুবা রে জলে,

সহজ্জ সবল সরস একো

মিলুক মানুষ অবনীতলে ।

(ডকা পড়েছে শকা টুটেছে

দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,)

মনে কুণ্ঠার কুন্ঠ যাদের

তারো সব আজ সরিয়া দাঁড়া ।

তুষার গলিয়া কোরা হরস্ত

চলে তুরস্ত অকূল পানে

কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা

দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;

গঞ্জী ভাঙিয়া বন্ধরা আসে

নাতে রে জন্ম পরাণ মাতে,

গো-হ আঁকড়ি গরুরা থাকুক

মানুষ মিলুক মানুষ সাথে ।

জাতির পাত্তির দিন টলে যায়

সাখী জানি আজ নিখিল জনে,

সাপী বলে জানি বৃকে কোলে টানি

বাহ বাধে বাহ মন সে মনে ।

(মুন্দের বেশে পরমা শাস্তি

এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,

প্রাবন এসেছে প্রাবন এসেছে

এসেছে সহসা গহন রাতে )

(দহিল যত পঘলে আজ

শোনো কল্লোল বজ্রাঙ্কলে !)

জমা হ'য়েছিল যত জহাল

গেল ভেঙ্গে গেল শ্রোতের বলে ।

নিবিড় একো বায় মিলে যার

সকল ভাগ্য সব হৃদয়,

মানুষে মানুষে নাই সে বিশেষ

নিখিল ধরা যে ব্রহ্মবয় ।

## জন্মাপরী

জন্মাপরী ! জন্মাপরী ! হিরণ-জ্বরির শুভনা গায়  
তুপুর বেলার তীক্ রোদে পাখনা মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায় !

স্ব্যমুখী ফুলের বনে স্ব্যকাস্ত মণির ভায় ।”

রূপবতীর রোদের মতন স্বর্ণ শাঝে পূর্ণিমার  
লাবণ্যে কার হয় সোনালী রক্তত অঙ্গ চন্দ্রমার ?

“আবার কার ?—

এই আমার !—

কুছুমেরি অঙ্গে চরণ রাঙায় উৎস ছোয়াংসনার ।”

জন্মাপরী ! জন্মাপরী ! ক্রমটি জ্বরির বোকা গায়  
রোদে এবং বিজ্ঞাতে তুই পাখনা মেলে যাও কোথায় ?

“যাই কোথায় ?—

হায় রে হায়

দরদ দিয়ে বুকতে ভরদ গরদ-গুটির দরদ-দায় ।”

ধনের ঘড়া কঁকে তোমার ছোনাক-পোকার হার চুলে,  
আলেয়া তোমার চক্ষ জলে চাইলে চোখে চোখ চুলে !

“চোখ চুলে ?—

মন ভুলে ?—

কুবের-পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় বাই ঝুলে ।”

জুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেবাস  
জংলাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তার নিরাশ !

“বাস্ রে বাস্ !

সোনায় চাষ—

অমনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস ।”

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আখির ভাষ,  
লোভের কানন আগিয়ে ফিরিস্ দিস্নে ধরা কিরাস্ পায় ।

“কিরাই পায় ?

হার গো হায়—

পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায় ।”

জন্মপরী ! জন্মপরী ! জরির জুতা সোনার পায়  
মাড়িয়ে তুমি চল্ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বায় ।

“সোনার পায়

মাড়াই বায়

আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায় !”

### গন্ধাছদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,

মুক্তিমস্ত মায়ের রেহ ! গন্ধাছদি-বঙ্গভূমি !

তুমি ভগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযুষ দানে,

মমতা তোর মেতুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে ।

পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,

কেন্দ্রাকুলের সিন্ধু গন্ধ—নিশাস সে তোর,—রুদয় বলে ।

নাগরে তোর শঙ্খ বাজে—তুন্তে যে পাই ব্যক্তি দিবা,

হিমাচলের তুষার চিরে চক্ৰ তোমার চলছে কিবা !

দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মুক্তি তোমার প্রাণের মাঝে,

বিদ্রোহে তোর খড়্গ জলে বহ্নে তোমার ডঙ্কা বাজে ।

অরুণা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্ বৈরীকে,

গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিবাছের গৈরিকে !

লক্ষী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গনাগর-মহনে,

পারিজাতের ফল তুমি গো ফুটলে ভারত-নন্দনে ;

চন্দনে তোর অঙ্গ-পদ্ম, হরষ নদী-কল্লোলে,

শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে ।

শিবানী তুই, তুই করালী আলোয়া তোর খপ্পরে !  
 শঙ্ক-ভীতি জলছে চিতা, তুগছে ফণা সর্প রে !  
 বাঘিনী তুই বাঘ-বাঘিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,  
 চক্ৰ অলে—বাড়ক-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-অগ্ন-ভোর ;  
 অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,  
 ভগবতে তোর গর্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,  
 ভৈরবী তুই হুন্দরী তুই কাম্বীমতী রাজরাণী,  
 তুই গো ভীমা, তুই গো জামা, অস্তরে তোর রাজধানী !

\* \* \* \*

ভাটফুলে তোর আঙুন কাঁটায়, জল-ছড়া সেম বুকুল তার,  
 ভাট-শালিকে বন্ধনা গায়, নকীব হৈকে চাতক ধায়,  
 নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোবে সঙ্গীতে,  
 অভিব্যেকের বারি ঝরে নিত্য চেরাপুঞ্জিতে ।  
 তোমার চেলী বনবে ব'লে প্রজ্ঞাপতি হয় তাঁতী,  
 বিনি-পশুর পশম তোমার জোগায় কাশাস দিন রাত্তি,  
 পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিহৃত্যর হার গাঁথে,  
 অশখ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে ।

তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুন্তলা,  
 ইত-বদে কবরী তোর ছয় কানন-কুন্তলা !

ভাঙারে তোর নাইক চাবি, বাইরে সোনা তোর বড,—  
 মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল তোর মত ?  
 তোর সোনা হুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় খিতিয়ে বহ,  
 ছুটবে কে পারশ্র সাগর ? মুক্তা সে তোর বিলেই হয় ;  
 বিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্লা রোজ,  
 তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ ।  
 তুষের ভিতর শীঘ্র তোমার সমুছে দানা বাঁধছে গো,  
 গাছের আগায় জল-কুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো !  
 গুণ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিচ্ছি বেড়,  
 গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সারী তোমার গগন-ভেড় ।



গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাবুঝি শতেক জোর ;  
 ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গলা তোর ।  
 কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিন্মাতে,—  
 তোর কোহিনুর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে  
 তিত্তা তোমার ঝাঁপটা সিঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,  
 ডান কানে তোর বাঁকার ক্লিক, কর্ণফুলী বাম কানে ।

বিশ্ব-বাণীর মোচাকে তোর চুমায় যশের সাক্ষি গো,

দূর অতীতের কবির স্মৃতি তোর হৃদনের সাক্ষী গো ।

নানান ভাষা পূর্ণ আজো, বন্ধ ! তোমার গৌরবে,

ভাঙ্কিল এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে ।

কহলেন তোর শৌধ্য-বাখান, দীর্ঘ মহাবংশময়,

দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্তি তোমার মৃত্যুজয় ।

যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,

জিতলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গঞ্জে ছোর ধ'রে ।

শত্রুজয়ের খেললে গো শত্রুগ' খেলা উল্লাসে,

কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গৌড়-সেনার জয় ভাষে ।

গলাহরি-বন্ধুত্ব ! ছিলে তুমি স্বহৃৎসব,

অহনেরি গিরি তোমার সৈছে সবাই করত ভয় ;

গলাহরি-বন্ধ-দুখো ফোজ আলেকুদান্দারী

ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি ।

তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,

তখনো যে কীতি ব্যাতি জাগছে তোমার আশিংহল,

তখন যে তুই সবল স্ববল স্বাধীন তখন স্ব-তত্ত্ব

সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্ত্র ।

ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গলাহরি-বন্ধদেশ

তিতি আনন্দাশ্রু জলে, কণেক তুলি সকল ক্রেশ ।

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,-

সাতখানি যে তিষ্ঠা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয় ;

রাম বা' স্বয়ং পারেন নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—  
 লক্ষপুত্রীর নাম ভুলিয়ে ছত্রদণ্ড ধরলে সে।  
 দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে স্বীশের রক্ষী গো,  
 বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!  
 'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,  
 'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদকোষে;  
 'ভীকিতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাকছে মেঘের মঞ্চে গো,  
 'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জগছে "মাইভ:" মঞ্চে গো;  
 'বাটের' 'মহুরাকী' তুমি, বঙ্গে 'কপোতাকী' তুই,  
 সাপের ভীতি রমার প্রীতি তুই চোখে তুই সাধিস্ তুই।

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,  
 ঘুচিয়ে দেছে চরিত্রগুণে বেনে নামের অগৌরব;  
 সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠীর নামটি কিন্লে গো,  
 সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্লে গো;  
 সিদ্ধসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি শ্রীমন্ত  
 বঙ্গে আজো আগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।  
 (কামরূপা তুই, কাম্যুখা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,  
 বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা।)

চৌরাস্তা তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভূটান তিব্বতে,  
 'চীন-জাপানে' সিন্ধি বিলায় লজ্জি' সাগর পর্কতে;  
 হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিন্ধি-বটিকা,  
 সত্য ও সিন্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।  
 শিগ্ধ্য সেবক ভরু এদের হৃদয়িক লোপ নিঃশেষে,  
 অনেক দেশের মুক্ত চক্ষু নিবন্ধ সে এই দেশে;  
 যেথাই আশা আশার ভাষা আগছে আবার সেইখানে—  
 যজ্ঞতে কেব পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।  
 জাগছে হুগু জাগছে গুগু জাগছে গো অক্ষয়-বটে,  
 কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।

ইজ্রলোকের যীত এ কি !  
 লুকিয়ে যেতে আসতে হয় !  
 দেবতা হ'য়েও তোর, দেখি,  
 লুকিয়ে ভালোবাসতে হয় !  
 সবুজ পরী এক-ঝোকা  
 নয় সে মোটে ভোর মতন,  
 তাই তো মানা আজ ঢোকা  
 ইজ্রপূরে তার এখন ;  
 সবুজ পরী এক ঝোঁকে  
 মামুষ রাজার পুত্রকে  
 বাসল ভালো কায়মনে  
 মিলতে এল তার সনে ;  
 এই অপরাধ—এই তো পাপ,  
 অমনি হ'ল দৈব শাপ,—  
 থাকতে হবে মর্ত্যে গো।  
 মৃত্যু-কীটের গর্ভে গো।  
 সবুজ পরী টল্‌ল না  
 শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,  
 ভালোবেসেই ধন্য সে  
 চায় না কিছু অন্য সে ;  
 যেখানে তার চিত্ত বে,  
 থাকবে সেথাই নিত্য সে ;  
 চায় না যেতে স্বর্গে আর  
 মামুষ যে প্রেম-পাত্র তার।  
 করবে তারি দাস্ত গো—  
 বে তার আজ উপাস্ত গো !  
 তাই মরতের পথখানি  
 সবুজ ক'রে রইল সে,  
 মর্ত্যে হ'ল চাকরাণী,  
 প্রেমে সবই সইল রে।

তুমি তা নও লাল পরী !  
 লুকিয়ে এস লুকিয়ে বাও,  
 স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'  
 খুকীর গালে গাল বুলাও !  
 আবার বিনা অশোক ফুল  
 তোমার বরে হয় অতুল,  
 থোকা খুকীর হাত পা ঠোট  
 হয় সে শিউলী ফুলের ঝোট ;  
 নাই অছানা কিছু মোর  
 চুমু গোলাপ-পাপড়ি তোর,  
 সঁজের মেঘে মুখ মোছো  
 উষার আলোয় ফুলকুচো ;  
 লুকিয়ে কেন হুন্দরী  
 না দেখতে কেউ যাও সরি ।  
 লাল পরী গো ! লাল পরী !  
 কিশোর-লোকের অপ্সরী !  
 কিশোর কিশলয় পরে  
 তোমার পরশ সঞ্চরে,  
 তোমার চুমায় লাল গুলাল  
 লাল ছলানী লাল হুলাল,  
 ছোঁয় গোপনে তোমার হাত  
 সিঁদুর কোটা আলতা-পাত ।  
 ফিরছ তরুণ কুর্স্তিতে  
 ডালিম-ফুলি কুর্স্তিতে !  
 নববধূর আয়নাতে  
 কচি ছেলের বায়নাতে  
 পড়ছ ধরা পড়ছ গো  
 বাঁড়া ঘোড়ায় চড়ছ গো,  
 ফিরছ মুহু সঞ্চরি'  
 লাল পরী গো ! লাল পরী !

## ইন্শে ও'ডি

ইন্শে ও'ডি!                      ইন্শে ও'ডি!

ইলিশ মাছের ডিম।

ইন্শে ও'ডি                      ইন্শে ও'ডি

দিনের বেলায় হিম।

কেয়াফুলে ফুণ জেগেছে

পড়তে পরাগ মিলিয়ে বেছে,

মেঘের সীমায় বোন জেগেছে,

আলতা-পাটি নিম।

ইন্শে ও'ডি!                      হিমের কুঁড়ি,

রৌদ্রেরে রিম্ কিম্।

হালুকা হাওয়ায়                      মেঘের ছাওয়ায়

ইন্শে ও'ডির নাচ।

ইন্শে ও'ডির                      নাচন দেখে

নাচুছে ইলিশ মাছ।

কেউ বা নাচে জলের তলায়,

ল্যাজ তুলে কেউ ভিগ্‌বাজী খায় ;

নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,

গুরুরে ছিপ গাছ।

উন্শে ও'টে                      বনটা, দেখে

ইন্শে ও'ডির নাচ।

ইন্শে ও'ডি—                      পরীর খুঁড়ি,—

কোথায় চলেছে ?

ঝুমঝুম চলে                      ইন্শে ও'ডি

মুক্কা ফলেছে !

ধানের বনের চিংড়িগুলো

লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে ছলো ;

## ইলশে ও'ড়ি

১৭

বাঁও ভাকে ওই পলাইলো,  
আকাশ গলেছে ;  
বীশের পাতায়            ক্রিমোয় ক্রিকি  
বাকল চলেছে ।

মেঘায় মেঘায়            সূর্য্য ভোবে  
জড়িয়ে মেঘের জাল,  
ঢাকলো মেঘের            খুঁচে-পোয়ে  
তাল-পাটালির খাল !  
লিখছে যারা তালপাতাতে  
বাগের কলম বাগিয়ে হাতে,  
তাল-বহু দাঁও তাদের পাতে -  
টাটকা ভাজা চাল ;  
পাতার বাঁকী            তৈরী ক'রে  
দিয়ে তাদের কাল ।

খেজুর পাতায়            সবুজ টিয়ে  
গড়তে পারে কে ?  
তালের পাতায়            কানাই-ভেঁপু  
না হয় তারে দে !  
ইলশে ও'ড়ি—জলের ফাঁকি—  
করছে কত,—বল্‌ব তা কী ?  
ভিজতে এস বাবুই পাখী  
বাইরে ঘর থেকে ;—  
গড়তে পাখায়            লুকালো জল  
ভিজলো নাকো সে !

ইলশে ও'ড়ি !            ইলশে ও'ড়ি !  
পরীর কানের ছল,  
ইলশে ও'ড়ি !            ইলশে ও'ড়ি !  
ঝুরো কদম ফুল ।

## কাব্য-সংকলন

ইলশে গুড়ির গুনহুড়িতে

কাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,

নেবুফলের

কুণ্ডলিতে

ভুলছে দোহলু হুলু ;

ইলশে গুড়ি

মেঘের খেয়াল

শুম-বাগানের ফুল।

## বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল-বায়ে কুলন কুলাবে ;

কমল-চোখে কোমল চেয়ে কুঞ্জন ভূলাবে।

শীতল হাওয়া—নিতল রসে—

বনের পাখী মনিরে বসে ;

আজ আমাদের এই দোলাতেই হু'জন কুলাবে ;

এস তুমি নুপুর পায়ে কুলন কুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া গ্রহণ কুলাবে

অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর কুলাবে।

কুঞ্জন-ভোলা কুণ্ডে একা

এখন শুধু বাজবে কেকা ;

হালুকা জলে স্বামর হাওয়া চামর কুলাবে !

(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া গ্রহণ কুলাবে।

এস তুমি যুথীর বনে হুকুল কুলাবে ;

কোল দিয়ে ঐ কেনি-কদম্ মুকুল খুলাবে।

বাইরে আজি মলিন ছায়া

মলিনা-রং মেঘের মায়া,

অস্তরে আজ রসের ধারা রঙীন কুলাবে !

এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন কুলাবে।

(ভগে!) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?

কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন কুলাবে ?

## নীল পরী

৮৯

আয় গো নিয়ে সাহস বুকে  
পিছল পথে সহাস মুখে,  
নূতন পাথে নূতন স্বথে ঝুলন ঝুলাবে ;  
(এস) উজ্জল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে ।

## নীল পরী

কানে সুনীল অপ্ৰাজিতা, পাণ্ডি চুলে জাহ্নবানের,  
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ-বাসরের বেশ গানের,  
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,  
নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্ টি নীলা কাঁচ-পোকার,  
মুপের ধোঁয়া পাখনা তোমার, মূল কি তুমি সব দোকার !  
তুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিছনে মেঘ-ভাষরী,  
নীল পরী গো নীল পরী !

তুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় তুলের তুমি তল্ বিধার,  
তজ্জা তোমার স্বর্ষ্য চোখের তজ্জা তোমার আলতা পার,  
নীল গাভী নীল মেঘ ছা'ছে না ও তার বিজুলী শিং ধরি'  
নীল পরী গো নীল পরী !

অগ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্ছা-নিচোল নীলবরণ,  
দুয় সে তোমার আলুগা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,  
বিলায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্রান্ত আখির শরীরী  
নীল পরী গো নীল পরী !



## চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—  
আগনি খেলা কমলা-কোয়ার কমলা-সুলি রোয়ার মত,—  
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের তরে,  
গড়িয়ে যেন পড়ল মদী সোনার লেখা লিপির পরে ।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেখা,  
কে ওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেললে কেয়া !  
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আসছে ভেরে আলোক বিনে,  
অকালে ঘুম নামল কি হয় আজকে অকাল-বোধন দিনে !

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,  
আবছায়াতে মূর্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে .  
শূন্তে তারা নৃত্য করে, শূন্তে মেঘের মৃদং বাজে,  
শাল-ফুলেরি মতন কোঁটা ছড়িয়ে পড়ে শাগল নাচে ।

ভাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,  
সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল স্রবের পারা !  
দীঘির জলে কোন্ পোটে আজ আল কেলে কী নক্সা দেখে,  
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্পনা সে যাচ্ছে এঁকে !

ভালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক-ঘড়ি,  
লক্ষী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি !  
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যখানে নৃত্য খেলা,  
কैसे গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর খেলা ।

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !  
মিশির জমি জমিয়ে চোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে !  
কেশামণি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুকে বা কে !

— কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !

## সমুদ্রাষ্টক ৫

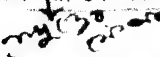
সিদ্ধ তুমি বন্দনীয়, বিষ তুমি মাহেশ্বরী ;  
 দীপ্ত তুমি, মৃত্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি ।  
 অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয় !  
 গহন তুমি, গভীর তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ তুমি স্বয়ং কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—  
 কণ্ঠে তব সিঁদুর করে 'বিরাট-রূপা-সরযতী' ।  
 আধা তুমি বীণে বিভূ, কঙ্কা তব উত্তরীয় ;  
 মন্ত্রভাবী ইন্দু-সুধা, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

সিদ্ধ তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,  
 যত্রে হেম-নিক-মালা পরায় তোমা সজ্জা-উষা !  
 স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ে ;  
 উপপ্লেবে বন্ধ তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের ছাতি,  
 কর্ণে তব তরঙ্গিছে গন্ধা-গোদাবরীর স্তুতি ;  
~~নন্দ~~ নন্দ সুখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ে ।  
 লাস্যগতি, হাস্যগতি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

দিগ্গজেরা তোমার পরে নীলাঙ্কুরি ছত্রধরে,  
 আচ্ছাদিত বিপুল বণু বলদেবের নীলাশ্বরে ;  
 কুক ডেউই লাগল তব মূলধারী হে ক্ষত্রিয় !  
 অঙ্গুরী সে অক-শোভা : সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

  
 উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কন্ঠী তুমি কণ্ঠে হারা ;  
 সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;  
 তোমার ধারা লজ্জা ধারা তাদের কাছে শুষ্ক নিম্নে,  
 শাসন কর, পালন কর, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয় ।

মেঘের তুমি জয়লাভ, প্রাবৃত্ত তব প্রসাদ বাচে,  
 বাড়ক-শিখা তোমার ঢীকা, জগৎ কণী তোমার কাছে,  
 রক্ত ধর গর্ভে তুমি, শস্ত্রে ভর ধরিত্রীও,  
 পদা—পদ-চিহ্ন-হরা; সিদ্ধ তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহনিশি,  
 অস্তরেতে শাস্ত তুমি আয়ত্তি মৌনী কবি।  
 তোমায় কবি বর্ণিবে কি? নও হে তুমি বন্দনীয়।  
 আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিদ্ধ তুমি বন্দনীয়।

## সিদ্ধ-তাণ্ডব

[ গজচামর ছন্দে অমৃতসরণে ]

মহৎ ভয়ের মুরং সাগর  
 বরণ তোমার তমঃস্রামল;  
 মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক  
 শোনাও আমায় শোনাও কেবল।  
 বাজ্রাও পিনাক, বীজ্রাও মাদল,  
 আকাশ পাতাল কাপাও হেলাদ,  
 মেঘের ক্ষয় সাজ্রাও ছালোক,  
 সাজ্রাও ভুলোক তেউয়ের মেলায়।  
 ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার  
 পাগল হাসির আভাস ফেনিল,  
 অলাপ তোমার প্রলাপ তোমার  
 বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল!

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ?  
 কিসের ভূষায় হৃদয় অধীর?  
 পরাণ তোমার জুড়ায় না হয়  
 অধর-সুধায় অযুত নদীর?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্  
 নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—  
 মরম তোমার নিতুই জানাও  
 হে সিদ্ধ ! কোন্ স্বপ্নর আশায় ?

স্বপ্নার আশার চাঁদের শোকেই  
 তোমার কি এই পাগল বরণ ?—  
 মথন-দিনের গভীর ব্যথায়  
 মরণ-সমান স্বাধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীভ,  
 ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;  
 চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,  
 রাহুর তরাস তোমার দাপট !

হাজার যোজন বিধার তোমার,  
 বিপুল তে মার হৃদয় বিজ্ঞন ;  
 তোমার কোভের নিশাস মলিন,  
 ককক প্রাপ্তি মেঘের স্বপ্নন ।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল  
 গোমেদ মাপিক মনঃশিলায়,—  
 মুনাল পাখীর হনোল পাখায়,  
 কুনাল পাখীর আখির নীলায় ।

বিষের নিধান যে নীল-লোভিত  
 নিদান বিষের বিষম মন  
 তাঁহার ছায়ায় রক্তক নিলীন  
 মায়ায় যে জন গভীর গহন ।

সাজাও মাদল, বিভোল পাগল !  
 উঠুক হে জয়জয়ন্তী তান ;  
 বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই  
 শিশুক নবীন মেঘের বিতান ।

টেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,  
 কে হয় জোয়ার-চাতীর মাহত ?  
 ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,  
 পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত ।

প্রাচীন জগৎ শুঁড়াও এবং  
 নূতন ভুবন গড়াও হেলায়, *১৯৩৩*  
 উঠুক কেবল 'ববম্' 'ববম্'  
 চতুঃসীমার বেলায় বেলায় ।

জহুর পুতুল বহুধরায়  
 ও নীল মুঠার জানাও পেষণ !  
 জানাও মোহাগ কী ভীম ভাবায় !  
 প্রেমের ক্ধায় কী অধেষণ !

জগন্নাথের নীতল শয়ান  
 তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?  
 কণায় কণায় মণিক তোমার  
 পাথার-হিয়ায় অতুল মোহাগ ।

তিমির পাজর তুফান তোমার,  
 খেলার জ্বিনিস হাওর মকর,  
 দগর-কুলের স্বখাত সলিল  
 নিমির নিধান হে রক্তাকর !

ভুবন-ক্রণের দোলার শিকল  
 তুমিই দোলাও, নীলাক্ত-নীল !  
 আকাশ একক তোমার দোসর,  
 সোদর তোমার অনল অনিল ।

ঝামর ঢেউয়ের কালর হেলায়  
 অলঙ্ক বেষ্টাল দিনের আলোয়,  
 বরষ তোমার আসব সমান  
 দিবস নিশায় আলোয় কালোয় ।

বাসব বাহায় করেন পীড়ন  
 সহায় শরণ তুমিই তাহার,  
 রাজার রোষের আশকা নেই  
 ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়।

আগম নিগম গোপন তোমার  
 কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?  
 এসেই—“অয়ম্ অহম্ ভো”—এই  
 বলেই তক্ষাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—  
 সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;  
 ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,  
 ভুমার কোলেই তোমার আগুন।

সুধার সাথেই গরল উগার !—  
 পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?  
 জগৎ-জ্বের মূরৎ সাগর !  
 মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ !

## আত্মদায়িক

[ রবীন্দ্রনাথের “নোবেল্-প্রাইজ” পাওয়াতে ]

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ কবিতার প্রতিবাদী,  
 প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সন্ত সাগর মিল্ল আসি'।  
 কোথায় তামল বনভূমি,—কোথায় শুভ্র ভূবার-পূরী,—  
 কি মন্ত্রের মিল্ল ভব্ অস্থরে কে টান্ল ডুরি !  
 কোলাহুলি কালায় গোরায়ে প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,  
 রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।

\* \* \* \*

বাংলা দেশের বৃকের মাঝে সহস্রদল পদ্র ফোটে,  
 পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্তা ছোটে,

জন্ম বাহার শাস্ত্র জলে স্থপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে  
 সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;  
 তুমারে তার রূপ ঠিকরে বা ফলায়ে মেঘের গায়,  
 রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায় ।

\* \* \* \*

‘রাজ্যের পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়’—  
 চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ।  
 পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,  
 গল্ল এবার কঠোর তুমার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;  
 বাতাসে আজ রোল উঠেছে “নিষে ভারত রত্ন রাখে !”  
 সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাকে !

\* \* \* \*

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল ঘা নিম্ননিয়া,—  
 বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি’ কোন্ অমিয়া !  
 মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে—  
 মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।  
 তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,  
 হুজুগ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীণাহীন ।

\* \* \* \*

জাঁহুর মূলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,  
 তাহার কুধা সুধার লাগি, সুধার লাগি তার পিপাসা ।  
 পূর্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,  
 আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে গ্রহর গণি ;  
 অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো  
 অন্তরীক্ষে মন্তোজ্জ্বিত নূতন তারা মছরে গো !

\* \* \* \*

বাংলা দেশের মুখশানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,  
 বন্ধে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !  
 ‘বঙ্গভূমি ! রম্য ভূমি’ বল্ছে হোয়া, শোন্ গো তোরা,  
 “ধন্য ভূমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;

বিশে তুমি বন্ধে বীধ, শক্তি তোমার অন্ন নয়,  
ঋণতারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যাস।”

অন্ধকার এই ভারত উজ্জল রবি তোমার রশ্মি যেবে,  
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মূলুক থেকে ;  
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী  
সোনার বরণ অর্ণা করায় গলিয়ে শুহার বরফ-সুরি ;  
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,  
পুষ্ট তোমার স্বকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু ।

ধন্ত কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্ত তুমি,  
ধন্ত তুমি, ধন্ত তোমার জননী ও জন্মভূমি ।  
বন্ধভূমি ধন্ত হ’ল তোমায় ধরি’ অন্ধে কবি !  
ধন্ত ভারত, ধন্ত জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি ।  
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাঙ্গালীক ও ব্যাসের ধারা,  
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা !

## মনীষি-মঙ্গল

[ বিজ্ঞানচর্চা ডাক্তার ঈশ্বরকৃষ্ণদীপঙ্কর বহু মহাপ্রবন্ধের সংবর্ধনা  
উপলক্ষে রচিত ]

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে  
হেরিছ এক প্রাণের লীলা অন্ধ-অড়-জগমে ।  
অন্ধকারে নিত্য নব পঙ্খ কর আবিষ্কার,  
সত্য-পথ-বাহী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

দাস্ত-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে  
বিশ্বেরও নমস্ত আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;  
গুরুড় তুমি গগনাক্রুত বিনতা-নীড়-সমুদ্র,  
দেবতা সম ললাটে তব ক্ষুরে কী আধি অধুত !



দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,  
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;  
দুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কি গো তব ইচ্ছাকাল  
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,  
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;  
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি  
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোয়ালে এ কি হেমকাটি ।

হিম যা' ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মুচ্ছিত  
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চচ্চিত !  
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,  
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে ।

দম্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !  
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !  
‘কুবন ভরি’ বিরাজ করে অনন্ত অথও প্রাণ—  
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্ত জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,  
বহুমণি ছিন্ন করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী !  
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে !  
সত্য-মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অগুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের  
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্লবের কি শূন্যের ;  
স্বন্দহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার  
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার ।

## বৈকালী

( ১ )

অকূল আকাশে  
অগাধ আলোক হাসে,  
আমারি নয়নে—  
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে !  
পরান ভরিছে আসে ।

( ২ )

নিম্প্রভ আঁধি  
নিমিলে নিবধে কালি,  
মন রে আমার  
সাজা তুই বৈকালী,—  
সন্ধ্যামণির ডালি ।

( ৩ )

দিনে ছ'পহরে  
সৃষ্টি যেতেছে মুছি' ;  
দৃষ্টির সাথে  
অজ্ঞ কি যায় ঘুচি' ?  
হায় গো কাহারে পুছি !

( ৪ )

একা একা আছি  
কুদিয়া জানালা দ্বার,—  
কাজের মাহুষ  
সবাই যে ছুনিয়ার,—  
সঙ্গ কে দিবে আর ?

( ৫ )

অরি একা একা  
পুরাণো দিনের কথা

( ১৫ )

দুঃখ-সাগর  
মহন-করা মণি  
অভয়-শরণ  
এসেছ চিন্তামণি !  
জনম ধন্ত গণি ।

( ১৬ )

বাহিরে ভিমির  
ঘনাক এখন তবে  
আজ হ'তে তুমি  
রবে মোর প্রাণে রবে,—  
হবে গো দোসর হবে ।

( ১৭ )

বাহিরে যা' খুসী  
হোক গো অতঃপর  
মনের ভুবনে  
তুমি ভুবনেশ্বর  
নির্ভয়-নির্ভর ।

( ১৮ )

এমনি যদি গো  
কাছে কাছে তুমি থাক  
অভয় হস্ত  
মস্তকে যদি রাখ  
কিছু আমি ভাবিনাক ।

( ১৯ )

আপি নিয়ে যদি  
ফুটাও মনের আঁখি  
তাই হোক ওগো  
কিছুই বেধ না বাকী,  
উদ্বেল চিতে ডাকি ।

( ২০ )

ছুটি হাত দিয়ে  
চাক যদি ছ'নয়ন,  
তবুও তোমায়  
চিনে নেবে মোর মন,  
জীবন-সাধন-ধন !

( ২১ )

পদ্যের মত  
নয় গো এ আশি নয়  
তবু যদি নাও  
নিতে যদি সাধ হয়  
দিতে করিব না ভয় ।

( ২২ )

আজ আমি জানি  
দিয়েও যে হব ধনী—  
চোখের বদলে  
পাব চকের মনি  
দৃষ্টি চিরস্থনী ।

( ২৩ )

জয় ! জয় ! জয় !  
তব জয় প্রেমময় !  
তোমার অভয়  
হোক প্রাণে অক্ষয়  
জয় ! জয় ! তব জয় !

( ২৪ )

প্রাণের তরাস  
মরে যেন নিঃশেষে,  
দাঁড়াও চিন্তে  
মৃত্যু-হরণ বেশে,  
দাঁড়াও মধুর হেসে ।

( ২৫ )

আমি তুলে যাই  
তুমি ভোলো নাকো করু,  
কল্পা-নিরাশ-  
জনে কৃপা কর তবু  
জয় ! জয় ! জয় প্রভু !

### মহাসরস্বতী

বিষ-মহাপদ্ম-লীনা ! চিত্তময়ী ! অগ্নি জ্যোতির্মতী !  
মহীয়সী মহাসরস্বতী !

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;  
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা !  
স্বর্গো-স্বপ্ত ভগদেব ময় সদা তোমারি স্বপনে ;  
সবিতৃ-সমুদ্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্ডিত মনে  
বক্ষে ও চরণে ।

ছিন্ন-মেঘ অশ্বরের নিফল চন্দ্রমা  
তুমি নিকুপমা ।

\* উদ্ভাসিছে সত্যলোক নিনিমেষ ও তব নয়ন ;  
তপোলোক করিছে চয়ন

নক্ষত্র-নৃপ-চ্যুত জ্যোতির্ময় পদবেরু তব ;  
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব  
পুরাতনে নবীমান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !  
মহীয়ান্ মহর্লোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—  
ব্যাপ্ত-পরিবেশ ।

স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-স্বপ্নে জাগ' তুমি গীতে  
দেবতার চিতে ।

ভুলোকে অমর-গর্ত তত্ত-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;  
হংসাকৃচ্ছা—ময়ূর-আসনা !

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !  
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খধ্বনি,—  
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ধরাণ ;  
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—

পুলকি' পরাণ !—

সর্ব-বিজ্ঞা-বার্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে

গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসম্মতির রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ

মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—

তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব  
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষী লাভ ।

দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রক্ত তালে  
জাগো তুমি স্বতন্ত্রা ! রক্ত-রশ্মি কষ্ট তারা ডালে

যুগ-সন্ধ্যা-কালে ।

কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা

পুণ্য-পুণী-পারা ।

দেবানুর-বন্দে দেবী ! সচোজ্ঞাত যজ্ঞের গর্জনে

তব সাড়া পেয়েছি গগনে ।

সিদ্ধ হতে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্রুত-সহল,—

বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল ।

তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;

গোত্রমাতা মুদ্রালানী ঋগ্বেদ বাথানে বীর্ঘ্য যাব,—

ইট তুমি তার ।

সূর্য্যে রাপি' যন্ত্র 'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—

তুমি তার মতি ।

(পার্শ্বে তুমি স্পর্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে

ধ্বংসরূপী মহেশের সনে ।)

তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিজ্ঞা-রূপিণী ;

উবরে উর্ধ্বর কর, জয়-মৃত্যু-রহস্ত-গুহিণী !

অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বস্তু নির্নিমেষ  
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুর্কহ, দুস্তর, দুশ্রবশ  
সিদ্ধির উদ্দেশ ;  
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—  
দৈবী অসন্তোষ ।

কব্জের দুহিতা দেবী ! কর মোর চিন্তে অধিষ্ঠান,  
সর্ব্ব কুঠা হোক অবসান ।  
বিদ্যাতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দু্যলোক  
এস কৃত কবি-চিন্তে ; দিকে দিকে নিষোধিত হোক  
তব আগমন-বার্তা ; কঠে মোর দাও মহাগান,  
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান  
উদ্ধাসি' বিমান ।  
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ একা-স্বরে  
স্বপ্ন চিস্তাপুরে ।

দুর্লভের গুচ-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,  
অগ্নি দেবী মহতী করনা !  
নকত্র-অক্ষরে লেখ 'কৃত ত্রাণ' 'কৃতি অবসান' ;  
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক স্পন্দমান ।  
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ  
কর তুমি মহাবাগী ! হোক বিশ্বের পূর্ণ পরকাশ  
দীপ্ত তব হাস ।  
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !  
হে অপরাধিতা ।

লক্ষ কোটি চিন্তে প্রাণে অলঙ্কিতে বিহর' আপনি  
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি ।  
সমুদ্র মূৰ্ছনা আর হিমাত্রি 'অচল ঠাট' যার  
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;  
এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ ।

বীণাধরনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক মূর্ত্ত কহ-রোষ

শব্দের নির্যোষ ;

পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছিন্নমতি ;

মহাসরস্বতী !

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—

মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধুমি' ।

এস ভবা-অমুকুল ! ইবাদাতা আশ্রানে তোমারে

বাক্স-সত্বেয় অগ্নি বজ্রিল যে হিমালয় পারে ।

ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;

রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তস্থ ! আশ্বাস আরাম !

কর পূর্ণকাম ।

ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অগ্নি গায়ত্রী শান্তী !

বিশ্ব-বিশ্ববতী !

## রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোট্টা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'

লোপ !

উড়ি' উড়ি' আরহুলা দেয় তুড়ি লাক্ !

সাক্ !

পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে

তুড়ে !

আধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা

ছুঁচা !

পাহাৰা'জা চুলে আলা, দিতে আসে রোদ্

খোদ্ !

বেতলা মাতালঙলা ঝায় হাল্ফিল্

কিল্ !

তক্ষাবশে তক্তপোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত

চিং ।



হুং পেয়ে করে চুরি টিকির বিহাং

ভূত !

নিবু-গোফের নাকে চড়ে ইছুর চৌ-গৌকা

তোকা !

গণেশ কচালে আঁধি, করে হুড়হুড়

তুঁড় !

অগ্নে দেখে ভক্তিভরে ঝুলেছে শাহেব

জীব !

পূজ্য হনু গজানন তেড়ে তুঁড় নেড়ে

বেড়ে !

\* \* \*

ত্রিশুলে ঝুলিয়া ময়্র জপিছে জাদুর,

বাহুড় !

ছেঁচা-বোঁচা-কালপেঁচা টেঁচায় খিঁচায়,

কি চায় ?

সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্দের গোর

চোর !

আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অস্ত্রে

লঙ্কে !

জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকজাঁক

নাক !

অপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়-মিড়

বিড়-বিড়-বিড় !

### অশ্বল-সম্রাট কাব্য

অশ্বলে সম্রাট বসে দিলা লজ্জামালী

গুজ-কুলোদ্ধব মহামতি, বঙ্গধামে

নিম্বশিখি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা !

তিস্তিড়ী পলাপু লহা সন্ধে সবতনে

উচ্ছে আর ইস্কু গুড় করি বিড়ম্বিত  
 অপূৰ্ণ ব্যঞ্জন, মরি, রাঙ্কিয়া স্ফুৰ্ত্তি  
 প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;  
 আশা করি' পুনঃ ঢালিলা জাখাটি ভরি'  
 খাব বলি' ; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী !  
 কোন্ জাম্বুবান নৈল মুখ তার ত্রাণে  
 আচম্বিতে ? জম্বুবীপ হৈল হরষিত !  
 কন্থরবে অশ্বনিধি মহাতম্বী করি'  
 আইলা অশ্বল-লোভে লোভী ; শম্বকেরা  
 কৈল হড়াহড়ি জলতলে, জম্বকেরা  
 হকা-চয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে  
 দিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত  
 শুভ-নিশ্চেষ্টের কাটা-মুণ্ডে শুক স্মিভে  
 এল জল ; জগদম্বা বাজিল দেউলে ।  
 সম্রাসী কহলাসনে চোখাইলা মুখ !  
 বোম্বায়েব আঁঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা !  
 স্মদ্র শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে  
 হাসিল গ্রাম্বারি যত জজ ! লম্বোদরী  
 হাচিলা হিড়িমা বনে ; শাম্ব বারকায় ।  
 গোপাম্বনা জুলিলা দম্বল দিতে দৈ-এ !  
 অম্বলের গন্ধে দই জম্বিল আপনি !  
 কদম্বা লম্বরাম্বরে না করি' বম্বাড  
 দম্বোলি নিকম্বপি' ইস্কু সে অম্বল-লোভে  
 দাম্বাল উলঙ্গ দুখো চাম্বা-ছেলে সাম্বি'  
 আইলা শম্বুর বারম্বেশে ! গোষ্ঠে গাভী  
 কৈল হাম্বারব । হাম্বীর ডাম্বিল শুণী  
 মনোভূলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাহু !  
 কিম্বদম্বী কয়, চুম্বনে অকুচি হৈল  
 নবদম্বাভীর সে অম্বল-গন্ধে মম্ব-  
 মন । হৈল ভিনিগার বোতলে জাম্বেন

দ্রবীষনে । হিংসাভরে রক্তা হৈল বীচে ।  
 কলধোর কুন্তকর্ণ জাগিল ; কবরে  
 মোলা দোপিয়ারা দিল্লীধামে, ফুলমন  
 সম্বরা-সৌরভে ! কৈলাসে স্বনামধন্য  
 শূলী শঙ্কু বাজাইলা আনন্দে ডব্বর  
 মালী শঙ্কুরূত অথলের গন্ধামোদে  
 দিগম্বর ববধম্ব বাজাইলা গাল !  
 পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাধরে—জগদন্ধু-  
 স্থপকার উড়িয়ার রক্তন-গৌরবে !  
 গেরদারি শঙ্কুমালী কিন্তু নিজ মনে  
 কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃকপাত  
 জামাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে ॥

### রাজা ভড়ং

[ স্বর—“I am a marvellous Eastern king” ]

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,  
 অধুনা ত্রিভী—ত্রিমহারাজ—হম্ !

রাজা ভড়ং !

গদি পাণ্ডয়াবধি খুব কড়া,  
 নিছি নিজ হাতে—গড়গড়া—হম্ !

রাজা ভড়ং !

মম কুল বৃদ্ধি সূর্যাকুল—  
 তাই তো গোলালো—নাইক তুল—ভম্ !

রাজা ভড়ং !

ঘোমটা-পুটুলি রাণীরা মোর  
 চলে দাপটিয়া কম্ কময়—কম্ !

রাজা ভড়ং ।

বিষম-সমর-জবর-জং

ইদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্ !

রাজা ভড়ং !

তাকিয়াটি ভারি দরকারী

আমি চেড়সের তলকারির—যম !

রাজা ভড়ং !

সফরে যখনি চলি স্বয়ং

ফটাফট ফোটে পটকা চম্—চম্ !

রাজা ভড়ং !

হাতী চড়ে ফিরি পাই খাতির,—

আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং !

রাজা ভড়ং !

জঙ্গলে থাকি জংলী নই,

চান্দা সহ করে দিতে না হই—গম্ !

রাজা ভড়ং !

বাজাতে জানি মাদল অহং

হাকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্ !

রাজা ভড়ং !

বিষ্মে “কুড়ো বা লিজ্যো” গো,

হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম ?

রাজা ভড়ং !

ভূঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু,—

পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্ !

রাজা ভড়ং !

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,

বাড়িয়া চলেছি গুজনেই—হম্ !

রাজা ভড়ং !

মির্জা ছাত্তুতে কচরকুট,

শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং !

রাজা ভড়ং !

ভাংচিলে ফুলে ছাড়িনি ভাং,  
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান—নম্ !  
রাজা ভড়ং !

আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,  
ভাড়াটে ভড়ৎ ও ভাঙেতে ভম্,  
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি  
বেশকই পোশাকী—রাজা ভড়ং !

## সর্বশী ।

[ নিরামিষ নিমন্ত্রণে মাতিবীৰ্য্য দীৰ্ঘনিবাস ]

নহ খেজ, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,  
হে দাম্ভাজ-চারিণী সর্বশী !  
ওষ্ট ববে আর্দ্র হয়, জিহ্বা সহ তোমারে বাধানি'  
তুমি কোনো হাড়ী-প্রাঙ্কে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,  
অবায় অড়িত গলে লক্ষশূন্য সুমন গতিতে,  
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে  
দুষ্ট অষ্টমীতে ।  
গ্রাম্য দাগা-ঘাড় সম সম্মানে যণ্ডিতা  
তুমি অখণ্ডিতা !  
বাওয়া ভিষ-সম আশা ! আপনাতে আপনি বিকশি'  
কবে তুমি উদিলে সর্বশী !  
বকের স্বর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে  
কুরে কুরে কুখা-খণ্ড তুষা-পিও ল'য়ে শূক পরে !  
খুলনা লহনা পোহে বাখিতগা বন্ধ করি স্বতঃ  
পড়েছিল পদপ্রাঙ্কে উচ্ছ্বসিত বুদ্ধক্ষা নিয়ত  
করিয়া আগ্রত ।  
পূজ কৃষ্ণ লোমাচ্ছমা বোকেপ্র-গঙ্কিতা  
তুমি অনিন্দিতা ।

ওই দেখ, হারা হ'য়ে তোমা ধনে রাখে না রক্ষণী,  
 হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্বশী !  
 ভোজনের সেই যুগ এ জগতে কিরিয়ে কি আর ?  
 বাসে-ভরা বাসে-ভরা হাড়ি হতে উঠিবে আবার  
 কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,  
 সর্বদা কাদিবে তব নিখিলের লংশন-জ্বালাতে  
 তন্তু ঝোল-পাতে !  
 অকস্মাৎ জঠরাগ্নি স্ফুটয়া সহিতে  
 রবে পাক দিতে ।

কিরিয়ে না কিরিয়ে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শলী,  
 পাকস্থলী-বাসিনী সর্বশী !  
 তাই আজি নিরামিব-নিমন্ত্রণ আনন্দ-উজ্জ্বলে  
 কার মহাবিরহের তন্তু খাম মিশে বহে আসে,—  
 পূর্ণ হবে পংক্তিচয় দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি  
 ব্যা-ব্যা ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাণী  
 হায় সর্বনাশী !  
 তবু দ্বিতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি'  
 অমাংসী সর্বশী !

## সিগার-সঙ্গীত

“ধাতে চাপিয়া ঢুকট জোতা—  
 আমি বেবেছি বেবেছি তোমারি ধোঁয়া !”

১

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের টিগার !  
 ভাবি শুধু কেন তুমি হ'লে না bigger ?  
 তা' হলে একটিবার জালি দেশলাই  
 বেলাস্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই ।

তোমার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,  
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,  
লীলায়িত নীলে নীলে হতাম নিলীন,  
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন ।

২

হে সিগার ঈজিস্মীয় ! ঈঙ্গিত ! স্বন্দর !  
ক্রিয়োপেক্ষা-প্রেরিতনীর ছায়া-কলেবর  
নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,  
ধোঁয়ায় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,  
তাই তো মন্দির তুমি ; ওগো অপরূপ !  
ও eager চুমা পেলে হব আমি চূপ ;—  
মুখ হৃদে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,  
মগজে ডাকিবে ঝাঁঝি—বিশ্ব ধর্ম্মম্ ।

৩

হে সিগার ! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,  
চক্রে ধায় তব ধোঁয়া looping the loop !  
মগজের অলিগলি গরম করিয়া  
কুণ্ডলিয়া তব ধোঁয়া বেড়ায় চরিয়া ।  
গুপ্তো-সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,  
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট-আত্মীয় ;  
পরহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—  
নিত্য কর আত্মদান হাতানার মেয়ে !

৪

(হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের সবিতা,  
ভস্ম-শেষ হয়ে তুমি প্রসব' করিতা !—  
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে  
রেখে যাও কৃষ্ণ-রেখা অতীত সহজে !  
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,  
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই !

সিগার ! ফিনিক্স-পাখী ! মরিয়া অমর !  
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে ধর ধর ।

৫

হে সিগার ! অবসরে তুমি মোর গতি,  
তোমাতে জ্বালায়ে করি তন্ত্রার আরতি ;  
তোমারি ধোঁয়ায় নীল সাগরের ঢেউ,—  
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ ।  
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল,  
যে সাগর-পারে আঁহা রয়েছে নোবেল !  
ও বেল পাকিলে, বলো, কিবা আসে যায় ?  
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায় ।

৬

হে সিগার ! কুফুসের হে Grave-digger  
তোমাতে আরাধ্য বলে করেছি স্বীকার ।  
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেবী !  
সংহত আপনা-মাঝে বালবিলা-বেশী !  
দিগদশনা দিগব্রজনাগণের নগ্নতা  
হরিছ হরির মত ! এ কি কম কথা ?—  
ধোঁয়ায় দ্রৌপদীশাড়ী বুনিয়া বুনিয়া  
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া !

৭

হে সিগার ! নিরাধার ! তুমি দিগম্বর !  
কক্ষে-বাহনেতে তুমি কর না নির্ভর ;  
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,  
তোমার সামুজ্যালে হ'কা নয় সেতু ;  
আপনি পাইপ তুমি, নিজে আলবোলা,  
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা ।  
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমাতে ধোঁয়ান,  
কক্ষেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান !



হে সিগার ! সেবি যে তোমায়ে দিনযানি,  
তোমার বিয়হে কতু বাচিব না আবি ।  
চেয়ে চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোৎসার,  
অনন্তের দ্বার যেন লভি হে সিগার !  
Beleaguered আশ্রয় ! মোর বন্দী লম্ব, হাব,  
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোঁয়ায় ।  
যতদিন যমে ফাঁক না-করে দু'ঠোট,  
ঠোটে ও চুষোটে মোর রবে এক-জোট ।

২

হে সিগার ! তুমি মোর হরিষাছ ধূম,  
আরামকেন্দ্রাঘা ঘিরি কুণ্ডলিত ধূম  
বাসুকির মত কণা বিস্তারিছে তব ;  
আমি যেন শেব-শায়ী নারায়ণ নব  
তোমার প্রসাদে হৈহু, নব বৃন্দাবনে  
কলির গোবুলে, আহা ! হেন লম্ব মনে !  
চোখে ধূম নাই তাই কি দিবা রজনী,  
সদা ভাবি হুঁড়ি হুঁড়ি ওঠে পদ্মযোনি ।

১০

হে সিগার ! প্রেমাগার ! হে সখা সিগার !  
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre  
তব গুণ ভুলনায় ; হে অনন্তরূপ !  
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চূপ্  
এ দাস তোমার প্রভো ! ভোঁতা হয় নিব —  
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে ঢিপ্ ঢিপ্ !  
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি,  
স্বরগের স্বপনের ধোঁয়া-ধাপ সিঁড়ি !

## কেরানী-হানের জাতীয় সঙ্গীত

[ হর—“খাও খাও সবরক্ষেরে” ]

খাও খাও, চাহুরি-ক্ষেত্রে

খাও—অর্থ্য গিলে নাও যা-তা,

রক্ষা করিতে পৈতৃক কঠে

শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।

কে বলো কাদিবে মানেরি কান্না

যখন মুক্কির চ'কী বই চান্ না!

সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে,

শোনো ঢঙ-ঢঙাঢঙ্ ঘড়ি বাজে কানে।

চলো অফিসে মুখে মাখিতে কালি,

জয় টাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

সাজে কখনো কি হীন দোকানে

পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা ?

পল্লীগ্রামে—বাবা !—পদ্মার পারে

হয়ে যেন চাষা-ভূষা মাঝি মাঝা !

ডেক্স-নিবন্ধ হবে দরখাস্ত !—

যখন বেরুলেই কিছু কিছু আস্ত !

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে

শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্—ইত্যাদি।...

অফিসে নাহি দেখাইব দস্ত,

মোন মুখে শুধু মারিব মাছি ;

ভরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,

বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।

টিকিয়া থাকিব, হব না স্ক্রু,

ছুরি, ফিতা, পেঙ্গিল ও পেঙ্গল্-লুহ ;

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে

শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্—ইত্যাদি।...

ধাও ধাও চাকুরি-ক্ষেত্রে

চেপে ধাও বাহিরের বস্ত্র মরখাত্ত,

পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে

উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত !

সে মরখাত্তে করি' জুতা সাফ,

উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ !

সাজ সাজ সকলে চাপকানে

শোনো ঢঙ-ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে ।

চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,

জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

## রেজুকী

অজ্ঞ যদি বাগ্মী সাজে মৌন হ'য়ে বসি ।

নিখণ্ডী ধরিলে ধনু অস্ত্র না পরশি ॥

•

হাধারবে বণ্ড কয় লাজুল তুলিয়া ।

তদ্ব করো গলাজল গোবর গুলিয়া ॥

•

বাঁড়ে তব পূজা-ভাগ থায়, বিশ্বেশ্বর !

সেই বাঁড় কী প্রসবে ?—বাঁড়ের গোবর ॥

•

ছুঁচো কয়, “শোনো মোর কুলজীর পাতি,

গণেশের বাহনের আমি হই জাতি ।

বিধাতা অজ্ঞাতশত্রু কৈল এ জনায়,

অজগরও জন্ম হয় বাঁটালে আমার ॥”

•

হুড়মুড়ি ঐরাবত ত্রি ঐতিহাসিক  
কবিতা-কমল-বন ভাঙিছে, হা ধিক !  
কাও দেখি' হেটমুও ভাবি দিবারাতি  
কমলে কামিনী কবে গিলিবেন হাতী ।

## করাদু

[ দিতি ও কস্তুরের পুত্র অশ্বর-সম্রাট হিরণ্যকশিপুর পত্নী  
করাদু । ইনি অস্ত্রাহরের কস্তা ও মহিষাহরের ভগিনী ।  
ইহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অশ্বহ্লাদ । ]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?  
হাতীর দাঁতের পালকে মোর দে রে আগুন দে ।  
পুত্র বাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,  
ঘুম বাবে সে দুধের-কেনা ফুলের-বিছানায় ?  
কুমার বাহার উচিত ক'য়ে নয় অকথা ক্লেশ,  
সে কি রাজার মন ভোলাতে পবুবে ফুলের বেশ ?  
দুলাল বাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জর,  
জন্তলিকা ! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর !  
পারব না আর করুতে শিড়ার রাখতে রাজার মন,  
জজ্বলে ডাল্ জজ্বাল-জাল রাণীর আভরণ !  
ফণীর মত রাজার দেওয়া কংশে মণিহার,  
যম-যাতনা এখন এ মোর যমা অলঙ্কার !  
কেয়ুর-কাঁকন শিখ্লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,  
শিখ্লে দে এই মোতির সিঁখি শচীর আঁখিজল !  
রাণীষে আর নাই বে কচি—নাই কিছুই সাধ,  
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাহিত প্রহ্লাদ !  
যে দিকে চাই মলিন অশ্বর, উপবাসীর চোখ,  
যে দিকে চাই গগন-ছোয়া নীরব অভিবোধ,  
যে দিকে চাই ব্রতীর মুক্তি নিগ্রহে অটল,  
শাপের সাথে শিক্তর খেলা,—মন করে বিহ্বল ।

হারন-পট্ট মাথছে বট—মাকছে বাছায়ে,  
 নবশাপি দিচ্ছে হান্য বালক বাছায়ে,  
 কাঁটার পড়া মাথছে কড়া ছুঁয়ের ছেলের পায়,  
 ভাব্ রে হাতা বাস্‌ভাতে ভাব্, আমার দেহ ছায় !  
 প্রাণের কণ্ঠে লোহের ধারা কব্‌ছে লক ধার,  
 আর চোখে নিহ্ আসবে তাবিস্ পালকে রাজার ?  
 শুবে শুবে পুড়ে বেন মাছের শরীর মন,  
 কান্ড আঁখি মুহলে দেখি কেবল কুবচন ;  
 পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—  
 প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে হৈলে সাপের চাতুরে ।  
 জগদ্বলন পামণ বৃকে ফেলছে তরঙ্গে,  
 চোবের সাজে সাজিয়ে সাজা চোবেরি সঙ্গে ।  
 নির্দোষেরে খুনীর বাড়ি দিচ্ছে রে দণ্ড  
 কালনেমি, কবছ, রাহ দৈত্য পায়ণ ।  
 কভু দেখি ফেল্ছে বাছার পাগ্‌লা হাতীর পায়,—  
 বিদ্রোহীদের প্রাণ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !  
 চর্মচোখে রক্ত ঝরে দাক্ষিণ সে দৃশ্যে,  
 মর্মচোখে কেবল দেখি...নৃসিংহ বিধে !

হায় ক্রমতার অপপ্রয়োগ !...হাহা রে আক্সোস,  
 অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,...জাগায় বিদ্রির রোষ !  
 কি দোষ বাছার বৃক্‌তে নারি, অবাচ্‌ চোখে চাই,  
 ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অস্ত্র কোথাও যাই—  
 অস্ত্র কোথাও—অস্ত্র কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,  
 ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়,  
 চোখের আগে কেবল আগে ছেলের মলিন মুখ,  
 খড়্গে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ ।  
 বৃক্‌তে নারি কী দোষ বাছার,...তাবি অহনিশ,  
 বণ্ড গুরু শিলা পেয়েও বণ্ডামি তার বিধ,...

এই কি করুণ অপাণ শিভর ? হায় রে কে জানে,  
 বিহ্বলতায় বিকল করে এ ঘোর পর্যাণে ।...  
 ফিরে এস শিখা-শেষে শিশু পূলক-মন,  
 ভীষণ দাপের আবর্তে হায় এই সমাবর্তন !  
 প্রশ্ন হ'ল—“কি শিখেছ ?” রাজার সভা-মাঝে  
 কয় শিশু—“তীর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;  
 হার আদি নাই, অস্থগু নাই, যে-জন চিরজন,  
 সত্য-মুষ্টি স্বতঃস্ফূর্তি অরূপ নিরঞ্জন,  
 তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,  
 শিখেছি নাম জপ তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে ।”  
 ছেলের বোলে কষ্টে রাজা দেব-লোভী,  
 ছেলের দেব-প্রেমে আছেন বিহ্বল-চবি ।  
 বিধির বরে দেবতা-মাতৃ-পুত্র অবধ্য  
 মাতন পিয়ে অহকারের অপাণ মন্ত !  
 ভাবেন মনে “হুইছি অমর” অবধ্য ব'লেট !  
 পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !  
 দেবতা-মাতৃ-পুত্র বাইরে কেউ যেন নেই আর  
 বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এমনি ব্যবহার !  
 দাবী করেন দেবের প্রাণ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,  
 ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উহার রাগ !  
 উনিই যেন কল, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,  
 অগ্নিহোত্রী রাজানন্দে দণ্ডধারী যম ।  
 ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিহ্বু,  
 একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু ।  
 ছেলের বোলে কোণোন্নত দৈত্য ধুমঙ্কর,  
 “আমার আগে অস্ত্রে বলে জিকুবনের !  
 রাজাষ্মী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?  
 ভূবিষে দেব নির্ঘাতনের নরক স্থজিয়ে ।  
 খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ'ব না মাথা,  
 দণ্ডবিধান কর'ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা ।”

বাঁকা ভনে বাঁক বনে দিনর বচনে—  
 “কবর আমার নিবৃত্ত ধার অর্থা-বচনে,  
 শিতাও শিতা হাতার হাতা বাঁকার হাতা সেই,  
 সত্য তিনি, মিথ্যা তিনি, তাঁর কুলনা নেই ;  
 শিতা শুক, ... হাত করি ... জ্ঞান দিই কুপে, ...  
 তাই ব'লে হার কুলতে নারি সত্য-বচনে ।  
 আস্থা ... আপন বিশিষ্টতা ... কবর না কুর, ...  
 স্বরণে যাব মরণ মরে, ... কীৰ্ত্তনে পুণ্য, ...  
 সে নাম আমি ছাড়ব নাহো, ছাড়ব না নিশ্চয় ;  
 অগ্নে যিনি, অগ্নে তিনি, — শাস্তিতে কি ভয় ?”  
 কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধলে ক'সে তার,  
 শাস্ত শিল্প হাসল শুধু শিটে উপেক্ষায় ।  
 চ'লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—  
 আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহসদা !  
 মিনতি-বোল্ বলতে গেলাম দৈত্যপতির, ...  
 বিমুখ হ'য়ে ... আঁকড়ে বৃকে নিলাম ক্ষতিরে,  
 ছেড়ে এলাম সত্যগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়  
 সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,  
 ভাব-দেহে যেই লাগল আঘাত, হার রে কয়ালু,  
 স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিকল না যাহ ।  
 চ'লে এলাম রাজ্য রাজ্য ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—  
 সত্য বেধা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তার ।  
 আমার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—  
 বিধিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন ।  
 ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,  
 মশানে স্ব-মুণ্ডে লাখি ঝাড়ছে কবন্ধ !  
 ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেখায় দেখি হায়,  
 রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকার,  
 অগ্নে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,  
 সিংহনখে ছিন্ন অস্ত্র চৌদিকে রখির ।

হুঁহাঙে চোখ ঢেকে এলায় অন্ধ আলফার  
 ভিত্তি-পরে কপাল হুঁকে কেবল প্রতি পায় ।  
 সেই অবধি তুমি কেবল অন্ধরে শুষ্ক  
 বিসর্জনের বাজনা বাজায় বিপর্যয়ের সুর,  
 টলছে মাটি নাগ বাহুকী অধর্মেরি ভার  
 হাজার কণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার ।  
 যে বিধি নয় ধর্ম, বুকি, তার আজি রোখ-শোধ ;  
 বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ ।  
 বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মানবে না কেউ আর,  
 এই শোনা যায়, জন্তলিকা ! নৃসিং-হৃদয় !  
 রেখে দে তার শয্যা-রচন রাণীর পালকে,  
 হুম্মীকেশের শাপ হুঁদে শোন্ হৃদে—আতঙ্কে !  
 ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রক্ত আনন্দে,  
 সূতের বাসায় সূতের আশায় দে রে আগুন দে ।  
 দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,  
 সেই দুখে আজ আঁকড়ে বুকে চন্ করি জয়নাদ ।  
 আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য বাহা তার,—  
 বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ক্রায়া অদিকার ।  
 উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,  
 উচিত ক'রে পরতে হবে চোর-ডাকাতের মাজ,  
 চিত্র-বলের লড়াই শুরু পশু-বলের সাথ,  
 বজ্রা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তরুর বাধ !  
 প্রলয়-জলে বটের পাতা ! চিত্ত-চমৎকার !  
 তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার ।  
 খেদ কিছু নাই, আর না ভরাই, চিন্তে মাইতঃ রব ;  
 উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব !  
 কদাধু তোম জনম সাধু, মোছ্ রে চোখের জল,  
 রাজ-রোষেরি বোশ্নায়ে তোম মুখ হ'ল উজ্জল ।



## একটি চামেলির প্রতি

চামেলি তুই বল,—  
অধরে তোরা কোন্ কপালীর  
রূপের পরিচল !  
কোন্ বহনীর কালোকেনে  
লুকিয়েছিলি ভারার বেশ  
কখন ধ'সে পড়লি এসে  
ধুলির ধরাতল !

কোন্ সে পরীর গলার হারে  
রেখেছিল কাল তোমাতে,  
কোন্ প্রমদার স্বপ্নার ভারে  
টুপটুপে তোরা দল !

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে  
জাগলি রে কোন্ পরম জগে,  
বাইরে এলি বল কেমনে  
সন্ধ্যায়ে বিজল !

সুন্দরী কোন্ বাদশাজাদীর  
কামনা তুই মৌন-মন্দির  
বান্ধা-হাটের কোন্ সে বাদীর  
তুই রে আবিজল !

ছোয়াংগা-জলের তুই নলিনী  
পাল্লে তোরে কোন্ মালিনী  
কোন্ হাটে তোরা বিকিকিনি  
জানতে কুতূহল !

সবজ্ঞে ঝোপের পাগা কাঁপি,  
বাগ্মতে নাবে তোমায় ছাপি' ;

বাতাস দেছে ছুঁয়ে চাষি  
আলুগা মনের কল !

সৌরভে তোর স্বপন বুলে,  
বুলবুলে ছায় কণ্ঠ বুলে,  
পাশিয়া মাভাল মনের তুলে  
বন্ধুছে অনর্গল !

তোর নিশালের মুসকরে  
মুসাফিরের মগজ ভরে,  
ছুটায় মনে কি মস্তুরে  
খুলীর শতদল !  
অখরে তোর কোন্ রূপসীর  
হাসির পরিমল !  
চামেলি তুই বল !

## বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম ! অনির্কচনীয় ।  
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ !  
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,  
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান !  
সন্দেশী সে ভাবুছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি দ্বারা  
বন্ধুরতায় বিফল নবলোকে,  
চর্খচোখের আশি হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'বে পারা,  
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে ।  
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-জগদ উঠছে মুক্ত কৈপে,  
হাসুছে ঘেন ভৈরবী-ভৈরবে ;  
ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,  
সে ভয় প্রকৃ ! হরো 'মাইভঃ' রবে ।

শ্রীতি-নীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হ'ব বাসের উপহাসে,  
কত-রূপ তাদের কর নত ;

দস্তাহরের বহু কাড়ো, মুখে-মুখে কৈতবে—কৈটবে—  
বাটির তলে পাঠাও কীটের হত ।

• • •

রাজ-বিকৃতি তোমার ভণ্ড, বিশ্বাসাতা ! তিন কুবনের রাজা !  
ইকিত্তে যার ভগৎ যবে বাচে ;

মৃত্যু বাদের কবুবে ধুলো, বিদ্রবনা তাদের রাজা সাজা,  
পোকার-খোরাক তোমার আসন বাচে !

মাহুব সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,  
স্পর্ধাভরে পূজার করে দাবী ।

জীঘন্-কাঠির খোজ বাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,  
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি ।

যায় তুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আফ্রিকা,  
খাল্দি, ভাতার, রোম সে কোথায় আজ,  
কই বাবিলন, আরব, ইরান ? কই মাসিডন, বয় কি না বয় জীঘা  
বখ-পাবীদের জয়দগবের সাজ !

কই ভারতের বরুণ-ছত্র—নিবিজয়ীর সাগর-জয়ের স্বতি ?

• মহাসেনা স্তম্ভিতা আজ কার ?

যব, ত্রিবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় শ্রীতি ?

সিংহলে কার জয়ের অহংকার ?

প'ড়ে আছে অচিন্ স্বাশে হিম্মানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—

স্বাভাৱ্য জাহাজ তিমির পাজর হেন,

পৰ্জ্ব সীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আদ-গোলা  
ফিলিপিনায় শিন্ পুতে ঠিক যেন ।

কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-শেফালিকা-মিশর জোড়া

ছায়ার দেশে বৃষ্টি স্বপন-রূপে ?

হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিঁচুচারী ঘোড়া

বাড়ব-শিপায় নিশাস কেলে চূলে ।

• • •

আজ বরষের নতুন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—

ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !—

প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্তনা,

জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নারি' ।

সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;

জগৎ জয়ের যাক খেমে তাণ্ডব,

যুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মাছুষ জাতির মাছুষ-পেষণ পেশা

চিরতরে হোক সে অসম্ভব ।

দেশ-বিদেশে তুন্হি কেবল রাজ্য রাজ্যসন পড়ছে খালি হ'য়ে,

সে-সব আসন দখল কর তুমি,

মালিক ! তোমার রাজধানী হোক সকল মূলুক এ বিশ্বনিলয়ে,

সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্যভূমি ।

তোমার নামে চুইরে মাথা, অভয়-দাতা ! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা

ঝড় হ'য়ে তোমার আশীর্বাদে,

তোমার যাবা নকল, রাজা ! তাদের লাজা আসছে নেমে সোজা

যুগান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে ।

অমরালের ভুজগ-কণায় মজলেরি জল্ছে মহামণি

কর মোরে এই বিভাত-বেলায় বিভা ;

বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বাদু বল্ছে মুকুল গণি'—

কমল-বনে আসছে নবীন দিবা ।

## বড়-দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্ছে অগুটান,

ভগবানের ভক্ত ছেলে ! ঋষির ঋষি ! গুট মহাপ্রাণ !

শাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো বাণাল ! ওগো দীনের দীন !

জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ ।

• হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্লে বিধাতারে,

পিতা ব'লে ডাক্লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে ।

চক্ষু কে যেন উঠল জগৎ নৃতনতর তোমার সম্মুখনে ;  
 শত্রুশাসী উঠল রবে, শত্রুতানয়ে কবী আঁটে মনে ;  
 টিঁকারী ভাব সম্বোধীরা, ভাবে বুদ্ধি বাধী তোমার কাঁকা,  
 ক্রুসের পরে কীবন গিয়ে হঠকে আপন জ্বলে মিলিল পাকা ।  
 যুত্মপারের অন্ধকারে ফুটল আলো, উঠল বে জয়গান,  
 আপনি ম'রে বিশ্ব-নয়ে দিলে তুমি নবজীবন দান ।  
 স্বর্গে মর্ত্যে বাধ্লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে ।  
 মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জয়জয় অটল লাভালাভে ।

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,  
 স্বরণে বার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীদান্ চিত্ত স্বাধীনীন ;  
 আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অপুষ্ঠান ;  
 তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এশিয়ার, আছে নাড়ীর টান ;  
 মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক হ'য়ে,  
 অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারা জীবন ম'য়ে ।  
 রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,  
 যতই ব্যাধায় পাশু ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই গুঠে বেজে !  
 কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,  
 যোগাত্মক জববদারি ফেলছে চম্বে অগন্তটা শিং নেড়ে !  
 নৃশংসতার ছুন অতিহীন টেকা দিয়ে চলেছে পরম্পরে,  
 শত্রুতানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে ।  
 গির্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারের গর্জনে হায় ধ্বংস গেল তল,  
 মাংস হ'য়ে যায় মনুষ্যের, 'কিন্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল ।  
 নিরীহ জন লাঞ্ছনা নয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,  
 নিত্য নূতন ক্রুসের কাঁটে তোমায় ওরা বিধ্বংসে পেরেক ঠুকে ;

তোমার 'পরে জ্বলুম ক'রে ক্ষুদ্র ক'রে মনুষ্যত্ব ধারা  
 রোমের হুসুম মহকুমা গুড়িয়ে গেল, ধূলায় হ'ল হারা ।  
 আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে কলছে মানুষ কলছে কালের বাণী,  
 তাসের পরে তাস লাঞ্ছিয়ে ভাবছে হ'ল অটল বা রাজধানী ।

মাড়িয়ে মাড়ব উড়িয়ে ধুলো অন্ধ বেগে কবন্ধ বধ চলে,  
 ওঠবাণী খুঁট-ভক্তি ডুবছে নিতি নীটশেবাদের তলে !  
 তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োয়োশের মাটির ক্ষুধা দেখে,  
 ভাবাতা সে ভিম্বি গেছে ভেপ'সে-ওঠা টাকার গেঁজের থেকে,  
 উবে গেছে ভক্তি শ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,  
 জড়বাদের স্বর্কে চ'ড়ে খিঁচি-পারা জিন্দো-ছুজ্ নাচে !  
 তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োয়োপের শ্মশান-পারা বুকে  
 লড়াই-লালচ, বড়াই-লালচ, কটির লালচ,—নাচ'ছে বিষম রূপে ।  
 ওখানে ঠাই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ার দাড়াও স'রে এসে—  
 বৃদ্ধ-জনক-ববীন্দ্র-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক মনকের দেশে ;  
 ভাব-সাদনার এই কুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,  
 বিরাজ করো ভারত-হিম্মার ভক্তমাগে নূতন মণি হ'য়ে ;  
 ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক বাধা তুলবে তোমার হেরি ;  
 সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী ;  
 দৈবাগুচ বীথা তোমার জাগ্রক, প্রাণের সব ভীকতা দহি,  
 সহিষ্ণুতায় জিফু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী !  
 নিগ্রহে কি নিধাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল ।  
 নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগ্রক তোমার মূর্তি অচকল !  
 পরের মরম বুঝতে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,  
 কুট-ক্লেশের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্বসহা প্রেমে ;  
 মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে নাও তুমি,  
 ম'রে অমর হবার মতন দাও শক্তি দীনের শরণভূমি !  
 সবল কর পঙ্ক ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,  
 হাত ধ'রে নাও, পৌছিয়ে দাও সত্য-বাচ্যের নিত্য-সুপ্রভাতে ।  
 বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,  
 অভয়-দাতা ! পৌছিয়ে দাও পরম-অরুণাতার চরণ-মূলে !  
 ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—  
 "না গো আমার ত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না,

পিতা ! আমার পিতা !"

## চরকার গান

ভোম্ভায় গান গায় চরকার, শোন, ভাই !  
 পেই নাও, পাঁজ নাও, আয়রাও গান গাই !  
 ঘর-বা'র করবার দরকার নেই আর,  
 নন নাও চরকার আপ্নার আপ্নার !  
 চরকার ঘর পড়'লীর ঘর ঘর !  
 ঘর-ঘর কীর-সর,—আপনায় নির্ভর !  
 পড়'লীর কণ্ঠে জাগল সাড়া,—  
 দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

• • • • •  
 অরকার খুবখুব ফুরফুর বইছে !  
 চরকার বুলবুল কোন বোল্ কইছে ?—  
 কোন দন দরকার চরকার আজ গো ?—  
 ক্রিউড়ির পেই আর বউড়ির পাঁজ গো !  
 চরকার ঘর পল্লীর ঘর-ঘর !  
 ঘর-ঘর ঘির দীপ,—আপ্নায় নির্ভর !  
 পল্লীর উল্লাস জাগল সাড়া,—  
 দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

• • • • •  
 আর নয় আইটাই টিস্-টিস্ দিন-ভর,  
 শোন বিল্-করার বিশ্বয়-মন্তর !  
 চরকার চর্যায় সন্তোষ মন্টায়,  
 রোজ্গার রোজ্জদিন ঘন্টায় ঘন্টায় !  
 চরকার ঘর বস্তির ঘর-ঘর !  
 ঘর-ঘর মজল,—আপনায় নির্ভর !  
 বন্দর-পতন-গঞ্জে সাড়া—  
 দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

• • • • •

চরকার সম্পদ, চরকার অন্ন,  
বাংলার চরকার ঝলকার স্বপ্ন !  
বাংলার মসলিন বোগলান্দ রোম চীন  
কাকন-তোলেই কিন্তেন একদিন !

চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর !  
ঘর-ঘর সম্পদ—আপ্নায় নির্ভর !  
স্বপ্নের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—  
দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

চরকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র !  
চরকাই দৈত্যের সাহার-অস্ত্র !  
চরকাই সম্মান ! চরকাই সম্মান !  
চরকার দুঃখীর দুঃখের শেষ ভাগ !

চরকার ঘর্ঘর বকের ঘর-ঘর !  
ঘর-ঘর সম্বন্ধ—আপ্নায় নির্ভর !  
প্রত্যাশ ছাড়বার জাগল সাড়া,—  
দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !

চরকাই সার্থক করবার ভেলুকি !  
উসখুস হাত ! বিশ্বেশ্বরের খেলুকি !  
তাক্সার হুকোয় একলার দোকলা !  
চরকাই একজাই পয়সার টোকলা !

চরকার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর !  
ঘর-ঘর হুকমৎ,—আপ্নায় নির্ভর !  
লাখ লাখ চিত্তে জাগল সাড়া,—  
দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া !



জাগাও নিখা—সদীরা সব মশাল জেলে নিক,  
 এক প্রদীপের প্রবর্তনার হোক আলোঃ মননিক ।  
 এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,  
 একটি ধারা মকতূবির বরষা গলাবে ।

\* \* \*

সত্যসাধক ! এগিয়ে এস জানের পূজারী,  
 অস্ত্র বনের অস্ত্র শুভায় আলোক বিধারি' ।  
 শিরী ! কড়ি ! সন্মহেরি জাগাও সূর্যমা,—  
 অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না ভয়া ।  
 কন্মী ! আনো সুধার কলস সিদ্ধ মধিয়া,  
 দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া ।  
 সুখী ! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হতে দাও,  
 দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরম যদি চাও ।  
 নইলে মিছে স্থানে আর বাজিয়ে না বাঁশি,  
 হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি ।  
 এস গুরা ! ভূতের বোকা নামাও এবারে,  
 নিজের কণ্ঠ অস্ত্র জেনে রোগীর সেবা রে !  
 জীবনে হোক সফল নব দিবিকা-সাধন,—  
 সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিন্তা প্রসাধন ।

\* \* \*

বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস,—  
 তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ ।  
 এক বিনা দুই জানে নাকো একের উপাসক,  
 সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক ।  
 নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,  
 হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা ।  
 সবার সাথে যুক্ত আছি চিন্তে জেনেছি,  
 শ্রীতির রঙে সেবার রাখী বাঁড়িয়ে এনেছি—

কাজ পেয়েছি, কাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,  
 চিন্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান ।  
 বেঁচে ম'রে থাকব না আর আলগ্ন—আলগোছে ;  
 লগ্ন শুভ, রাখ'ব না আজ লকা-লকোচে ।  
 বাড়িয়ে বাহু ধর'ব বুকে, রাখ'ব মমত,  
 মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুক মহব ।  
 মোদের তপে কৌকড়া কুঁড়ির কুণ্ডা হ'বে দূর,—  
 শতদলের সকল দলের ক্ষুধা পরিপূর ।  
 জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয়বব,  
 উষোদিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব ।

## দূরের পাল্লা

ছিপ পান্ তিন-পাড—  
 তিনজন মায়া  
 চৌপদ দিন-ভোর  
 দায় দূর-পাল্লা ।

পাড়ময় কোপকাড  
 জকল,—জতান,  
 জলময় শৈবাল  
 পাল্লার টাকশাল ।

ককির তীর-ঘর  
 ত্রৈ চর জাগ'ছে,  
 বন-হাস ভিম তার  
 শ্রাওলায় ঢাক'ছে ।

চূপ চূপ—ওই ডুব  
 ছায় পান্‌কৌটি,  
 ছায় ডুব চূপ চূপ  
 ঘোমটার বউটি ।

বকবক কলসীর  
বকবক শোন্ গো  
ঘোম্টায় ফাঁক বয়  
মন উন্ন গো ।

তিন-দাঁড় ছিপঝান্  
মহর বাজে,  
তিন জন মান্নায়  
কোন গান গাচ্ছে ?

রূপশালি ধান বুঝি  
এই দেশে নুহি,  
ধূপছায়া যার লাড়ী  
তার হাসি মিষ্টি ।

মুখখানি মিষ্টি রে  
চোখ দুটি ভোমরা  
ভাব-কলমের—ভরা  
রূপ ছাপো তোমরা ।

মদনামতীর ছুটি  
ওর নামই টগরী,  
ওর নামে ঢেউ ভেঙে  
জল হ'ল গোখরী !

ডাক-পাখী ওর লাগি'  
ডাক ভেকে হৃদ,  
ওর তরে সোঁত-জলে  
ফুল কোটে পদ ।

ওর তরে মন্থরে  
নদ হেথা চলছে,  
জলপিপি ওর মুহু  
বোল বুঝি বোলুছে ।

হুই ভীয়ে গ্রামগুলি  
ওর জয়ই পাইছে,  
গল্পে যে নোকো সে  
ওর মুখই চাইছে ।

(আটকেছে বেই ডিঙা  
চাইছে সে পদ,  
সবটে শক্তি ও  
সংসারে হব ।)

পান বিনে ঠোট রাঙা  
চোখ কালো ভোমরা,  
রূপশালি-মান-ভানা  
রূপ ছাধো তোমরা ।

পান হুপারি ! পান হুপারি !  
এইখানেতে শব্দ ভাবি,  
পাচ পীরেরই শীর্ষি মেনে  
চল্ যে টেনে বইঠা হেনে ;  
বাঁক সমুখে, সাম্নে কুঁকে,  
বাঁয় বাঁচিয়ে ভাইনে কপে  
বুক দে টানো, বইঠা হানো—  
সাত সতেরো কোপ কোপানো ।  
হাড়-বেকনো খেজুরগুলো  
ভাইনী যেন কামর-চুলো  
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে  
লোক দেখে কি থমকে গেল ।  
জম্জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে  
বাজি এল, বাজি এল  
আপনা আলোয় চরের ভিত্তে  
ফিরছে কারা যাচ্ছের পাছে,

পীর বদবেব কুহরতিভে  
নোকো বাধা হিঙ্গল-গাছে ।

আর জোর দেড় কোণ—  
জোর দেড় ঘণ্টা,  
টান্ ভাই টান্ সব—  
নেই উৎকর্ষা ।

চাপ্ চাপ্ শ্রাওলার  
ছীপ সব সার সার,—  
নৈঠার ঘায় সেই  
ছীপ সব নড়ছে,  
ভিল্ভিলে ইম তায়  
জল-গায় চড়ছে ।

ওই মেঘ জ্বলে,  
চল্ ভাই সম্মুখে,  
গাও গ্রান, দাও শিশু,—  
বক্শিশ্! বক্শিশ্!

দুব জোর ডুব-জল,  
বয় শ্রোত কিবুকির,  
নেই ডেউ কলোল,  
নয় দূর নয় তীর ।

নেই নেই শকা,  
চল্ সব ফুষ্টি,—  
বক্শিশ্ টকা,  
বক্শিশ্ ফুষ্টি ।

ঘোর-ঘোর সক্ষায়,  
ঝাউ-গাছ ঢুলছে,  
টোল-কন্দীর ফুল  
তজ্রায় ঢুলছে ।

লকলক শব্দ-বন  
বক্ তায় মগ্ন,  
চুপ্‌চাপ্‌ চারদিক্  
সজ্জায় লগ্ন ।

চারদিক্ নিঃসাড়,  
ঘোর-ঘোর রাত্রি,  
ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়,  
চারজন যাত্রী ।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,  
কাউয়ের বীথি হাওয়ায় কুঁকে  
ঝিমায় বুঝি ঝিঝির গানে—  
স্বপন পানে পরাণ টানে ।

তারায় ভরা আকাশ ও কি  
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর পরে  
লুটিয়ে প'ল আচহিতে  
দুহক-মোহ-মহ-ভরে !

কেবল তারা ! কেবল তারা !  
শেষের শিরে মানিক পারা,  
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি  
কেবল তারা যেথায় চাহি ।

কোথায় এল নৌকোখানা  
তারার কড়ে হই রে কাপা,  
পথ ভুলে কি এই তিমিরে  
নৌকো চলে আকাশ চিরে !

অপ্‌ছে তারা, নিব্‌ছে তারা—  
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,  
বাঞ্ছে ভেসে বাঞ্ছে কোথায়  
জোনাক যেন পড়া-দারা ।

ভাষার আঁজি কামর হাওয়া—  
কামর আঁজি আঁধার রাত্তি,  
অগুন্তি অকুরান্ তারা  
জ্বালায় বেন জোনাক-বাতি ।

কালো নদীর দুই কিনারে  
কল্লভকর কুণ্ড কি রে ?—  
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—  
ফুল ফুটেছে মানিক হীরে ।

বিনা হাওয়ায় কিল্মিলিরে  
পাপড়ি মেলে মানিক-মালা;  
বিনি নাড়ায় ফুল করিছে  
ফুল পড়িছে জোনাক-জালা ।

চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা—  
লাগছে বেন কেমন পারা,  
ভাবাগুলোই জোনাক হ'ল  
কিছা জোনাক হ'ল তারা ।

নিখর জলে নিজের ছায়া  
দেখছে আকাশ-ভরা তারায়,  
ছায়া জোনাক আলিঙ্গিতে  
জলে জোনাক দিশে হারায় ।

দিশে হারায়, যার ভেসে যায়  
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—  
মরা গ্যুৎ আর হুয়-সরিং  
এক হয়ে যেথায় মেশে রে !

কোথায় তারা কুরিয়েছে, আর  
জোনাক কোথা হয় হুক বে  
নেই কিছুকই ঠিক ঠিকানা  
চোখ বে আলা রতন উছে ।

আলোয়ালো দপ্পনিয়ে  
 | অলছে নিবে, নিব্ছে অলে,  
 উকোমুখী জিব মেলিয়ে  
 চাইছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলোয়ালো-হেন ডাক-পেয়াদা  
 ) আলোয়ালো হতে ধায় জেয়াদা,  
 একলা ছোটে বন-বাদাদে  
 ল্যাম্পো-হাতে লকড়ি-ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,  
 ভূতগুলো তার সবাই চেনা,  
 ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে  
 বন্থনিয়ে হন্থনিয়ে ।

বাণের ঝোপে জাগছে সাড়া,  
 কোল-কুঁজো বাণ হুজে খাড়া,  
 জাগছে হাওয়া জলের ধারে,  
 চান ওঠেনি আজ আধারে ।

তুক তারটি আজ নিশীথে  
 দিলে আলো পিচ্কিরিতে,  
 রাস্তা এঁকে সেই আলোতে  
 ছিপ্ চলছে নিম্নম স্রোতে ।

ফিরছে হাওয়া গায় সু'-দেওয়া,  
 মালা মাঝি পড়ছে থকৈ ;  
 রাস্তা আলোর লোভ দেখিয়ে  
 ধরছে কারা মাছগুলোকে ।

চলছে তরী, চলছে তরী—  
 আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?  
 এই যে জিড়াই, ওই যে বাড়ী,  
 ওই যে অন্ধকারের কাড়ি—



ওই বাবা-বউ গর শিঙনে  
 দেখেছ আলো ? এই তো কুটি,  
 ইখানেতে পৌছে দিলেই  
 বাতের বতন আজকে ছুটি ।

কপ্ কপ্ তিনখান্  
 পাড় জোর চপুছে,  
 তিনজন মালার  
 হাত সব জলছে ।

গুড়গুড় মেঘ সব  
 গায় মেঘ-মল্লার,  
 দূর-পাল্লার শেষ  
 হাল্কা মালার ।

### গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,  
 চোখের জলে তকু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?  
 শরৎ-ঠান্ডের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,  
 জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;  
 উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলায় রোদে,  
 দেখতে দেখতে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !  
 উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,  
 শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের বড়ে ।  
 বরষ-ভালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;  
 বোধন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে ব্যথায় চাপে ।  
 উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,  
 হাসির আভাস যায় ভুবে হয় নয়ন-জলের বানে ।  
 বছর পরে আসছে উমা বাজল না ঘোর শাঁপ,  
 উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?

কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,  
 অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদ্ধারব্রতী ;  
 কাটতে পাখা পারেনি তার বহু তীক্ষ্ণদার,  
 পাখীনা মেলে মায়ের কোলে আসবে না সে আর ?  
 বিধির দত্ত বিকৃতি যে রাখলে অটুট একা,—  
 নির্দাসনে করলে বরণ,—পাব না তার দেখা ?  
 সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,  
 ছিন্নপাখা শৈলকূলের কই সে পক্ষধর ?  
 আজকে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,  
 মাথার পরে আট পহরে কী তার তুকান চলে !  
 হারিয়েছে সে শৈবরগতি, অব্যাহতি নাই,  
 স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একটাই ।  
 কল্যা দিয়ে দেবতা জামাই বৈদেছিলাম আমি,  
 কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী ।  
 'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব,'—  
 তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরজীব !  
 ঘম-ঘাতনা হ'ল স্বাধী শিবকে জামাই পেয়ে,  
 সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে ;  
 ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?  
 হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই ।  
 উমার বিয়ের রাত থেকে আর শোয়াস্তি নেই মনে,  
 রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর ছ'নয়নে ।

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে স্রিয়মাণ ;  
 বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কীদে আমার শ্রাণ ।  
 কত দিনের কত কথা মনের আগে আসে,  
 জলে-ছাওয়া কাপসা চোখে স্বপ্ন সমান ভাসে ।  
 মনে পড়ে মোর অভিনায় বর-বিদায়ের বথ,  
 সার দিয়ে গান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পক্ষত ।

ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—

‘হেম-স্বমেকর হৈমচড়া ইজ্ঞ হরণ করে !’

উঠল কবে বহুলগাটি শৈল কুলাচল,

পড়ল ডকা মুক্ত লাগি, তিন কোটি ঢকল !

বিদায় ক’রে গৌরী-হরে মন্থণা সব করে

বাঙ্গল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল হয়ে ।

“বিধাতারে জানাও নাশিল,” স্বাবর গিরি কর,

কেউ বলে “বৈকুণ্ঠে জানাও ।” লাখ বলে “নয়, নয়,

কান্ডে মানের কান্না যেতে চাইনে কাক কাছে,

ইচ্ছতে ভাই বাপ তে বজায় বল বাহুতেই আছে ।

কবু বুদ্ধ, নেইক প্রজা আর বাসবের পরে,

পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অস্থরে ।”

হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুতপায়,

যুদ্ধ সুসাব্যস্ত হ’ল মুনির মন্থণায় !

\* \* \*

আজ্ঞা যেন শুন্ছি কাণে হাজার গলার মধো থেকে,

মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠছে জেগে ।

বলছে তেজী “কিসের শাস্তি ? চাইনে শাস্তি স্পষ্ট কহি,

দেবতা হ’লে দহ্য কি চোর আমরা হব দেবহোতী ।

স্বমেক কোন্ দোষের দোষী ? সৰ্ব্বভূতের হিতৈষী সে ।

ইজ্ঞ যে তার নিলেন সোনা—দ্রাঘ আচরণ বলব কিসে ?

দেবতা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,

‘বৃহৎ চৌর্য প্রায় সে শৌর্য’—এমন কথা চোরেই বলে,

কিনা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—

চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে প্রজা-ভরে ।

প্রজের যে নথকো জানি আমরা প্রজা করব না তার,

স্বর্গপতির বহুভয়ে মাথা নত করব না পায় ;

হেম-স্বমেকর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ’তে,

পাহাড় ঘেরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিতে ।”

\* \* \*

আকাশ ভূঁড়ে বিপুলবনু উড়ল পাহাড় কোর—  
 ধরার উপগ্রহের মালা উজ্জ্বল হেন ধোর ।  
 অন্ধ ক'রে স্বর্ষ্য ওড়ে বিজ্ঞা বহুমান,  
 ধবল-গিরির ধবলিমায় চক্ৰমা সে মান,  
 তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,  
 নীল-গিরি নীলকান্তমণির নির্মিত ঠিক চাঁদ ;  
 উদয়গিরি অস্তগিরি উড়ল একতর,  
 মাল্যবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর ;  
 চক্ৰপেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্বত—  
 লোমকূপে লাগ্ন্য ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ !  
 সবার আগে চলল বেগে শৈল যুবরাজ  
 মৈনাক নোর :—ফেন্তে দুছে শৈলকূলের লাজ ।

আজ্ঞা আমি দেখছি যেন দেখছি চোখের 'পর  
 দিকে দিকে দিকপালেরা লড়ছে ভয়কর !  
 মেঘের বরণ মহিব-বাহন যুদ্ধ করেন যম,  
 অগ্নি বোঝেন রক্তচক্ষু নিঃশ্রেহ নির্দম ।  
 চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—  
 শাঁভোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধতুক তীর ।  
 পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলা অন্ধ ক'রে চোখ,  
 নিকৃতি নীল বিব প্রাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক ।  
 সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ষ চবাচয়,  
 আচরিতে দিগ্-বারণে আসেন পুরন্দর ।  
 হৈকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহত মাতলি—  
 "প্রলয়-বাদী তোমরা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই ।  
 বিধির সৃষ্টি করবে নষ্ট ? এই কি মনের আশ ?  
 বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ? করবে সর্কনাশ ?  
 ইন্দ্রদেবের শাসন প্রথার করবে অমান্ত ?—  
 প্রতিষ্ঠা দায় বজ্জে,—ও বা পরম প্রামাণ্য ?"

কইভাবে কর আকাশে যহেন্ত পৰ্কত,—

“চোবের উকিল ! আমরা যম, তোমরা সবাই নং !

লোভাচ্চ ওই ইন্ত তোমার হবেন পরের ধন,

পরের সোনা হজম ক’রে করেন আক্ষালন ।

বৃহৎ চোবের আক্ষালনে টলছে না পাহাড়,

ধর্মনাশা ধর্ম শোনাও যায় জ’লে যায় হাড় !

পরম নিষ্ঠুর মনে, ইন্ত, কর ভোগ,

তার প্রতিবাদ করুলে ঘোষণা—এ বে বিধম রোগ !

যার ধন তার ভারি কনর, কিয়িয়ে নিতে চায়,

বিপ্লবের আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায় ।

আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো, বীর !

তাড়সে সাম্রাজ্য-পদের গর্কে বীকা শির !

বিধান-কর্তা ! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ !

তোমার কনর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ ।

নেই মোটে জায়ধর্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,

বলছি শাই, ইন্ত নষ্ট, ইন্ত সবল চোর !”

হঠাৎ গর্জে উঠল বজ্র ঝগুসিয়ে ব্যোম্শপ,

পড়ল মর্ন্তো ছিন্নশাখা যহেন্ত-পর্কত ।

পড়ল বিদ্যা বোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্জন,

হারিয়ে গতি পঙ্ক পাহাড় পড়ল অগণন,

গ্রহতারার মতন বারা ফিরত গো স্বাধীন

গরুড়-সম অসম্বোধে ফিরত নিশিদিন

অচল হ’তে দেখল তাদের, আমার দু’নয়ন ;

দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ’ল দর্শন—

হর্ষ-বিসাদ-মাথা ছবি—বীরর পুত্রের—

উজ্জত বজ্রাশি-আগে দীপ্তি সেই মুখের ।

ঐরামতে মাথায় হেনে পাষণ করবাল

স্তেনের বেগে ডুবল জলে আমার সে দুলাল !

বজ্র নাগাল গেলে না তার,—ঝিলিয়ে গেল কোথা,  
সূৰ্জা-শেষে দেখে'ছ কেবল বয় সাগরের সোঁতা ।

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;  
পাখীনা ছটো যায়নি কাটা এই বা স্তব্ধবর ।  
স্নায়-ধরনের মৰ্যাদা মান রাখতে গেল যাত্রা  
হার কেনে হয় লাজনা নয়, হেঁটমুখে বয় তারা !  
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই কবরের কলে  
আমার মাসিক হারিয়ে গেল অতল সিঁদুললে ।  
কৃষ্ণে কার হয় কুমতি বোয় সে বিয়ের লতা,  
ফল খেয়ে তার পান্থপাখী লোটায় বখা তথা ।  
কোথায় পালের সূত্র হ'ল—উঠ'ল ঝড়ো হাওয়া,—  
দিন-মজুরের উড়'ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া ।  
কোথায় লোভের স্তূপা শোলুই জয়াল কার মনে,—  
সাপ হয়ে সে অড়িয়ে দিল লোকসানে কোন্ জনে !  
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,  
নয়নজলের ছন-পাখারে তলিয়ে দিবস-রাত্রী ।

সবে আমার একটি মেয়ে, স্থানে তার ঘর ;  
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,  
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে ।  
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আমার ক'য়ে ?  
হাওয়ার মুখেও বার্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;  
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে ।  
যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,  
আছ'ড়ে কীদে পাবাণ হিয়া, হয় না সে চুম্বার ।  
ভাবনাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার শাদা,  
উমার আগমনেও হৃদয় শূন্য যে বয় আধা ।

প্রবেশ কারা দেব আমারে আসন্নীয় নানে ?  
 যে এলো না তারি কথাই কাব্যর আমার প্রানে ।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কড়ালে কাল শিকল গাঁথে,  
 চোরাই সোনার তৈরী পুরী ভোগ করে স্বাক্ষরের জাতে  
 বন্ধকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে  
 তাও দেখেছি চক্ষে ; তবু সাবনা হয় কই সে মেলে ;  
 দেখেছি মেঘনাদের শোখা,—হেট বাসরের উচ্চ মাথা !  
 হারিয়ে পূজা শত্রু ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !  
 লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,  
 হয়নি তবু দেখার অস্ত্র দেখ'ব বুঝি আরেক ছবি ।—  
 ব'লে আছি শৈল-গেহ একলা আমার বিজন বাসে  
 জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের স্তম্ভর আশে ।  
 ব্যর্থ কতু হবে না এই অর্ধ হিয়ার তৌর শাপ—  
 তার তুহানল—মনস্তাপে, জায় যে ব্যথা মনস্তাপ ।  
 মাতৃহিয়ায় কুশে দিলে জলতে হবে—জলতে হবে,  
 স্বর্গে মর্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টলতে হবে ।  
 অভিষাপের ভয়-পুতুল বিব্রাজ কর সিংহাসনে,  
 নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিলবে হঠাৎ স্বপ্ন সনে ।

### অর্ণা

অর্ণা ! অর্ণা ! সুন্দরী অর্ণা !  
 তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-অর্ণা !  
 অকল সিক্ত গৈরিক স্বর্ণে,  
 গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,  
 তহু ভরি' যৌবন, তাপসী অর্ণা !  
 অর্ণা !

পাখানের জেহুয়ারা ! তুবারের বিন্দু !  
ডাকে তোরে চিত-লোল উত্তরোল সিদ্ধ ।

মেঘ হানে জুইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,  
চুমা-চুম্বকীর হারে চাঁদ থেয়ে রঙ্গে,  
ধূলা-ডরা জায় ধরা তোম লাগি ধর্ণা !

কর্ণা !

এস তুফার দেশে এস কলহাস্তে—  
গিরি-দরী-বিহারিনী হরিণীর লাস্তে,  
ধূসরের উষরের কর তুমি অস্ত,  
জামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;  
ভরা হুট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা !

কর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তলুগাত্তী !  
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্তী !  
পান্নার অঙ্কলি দিতে দিতে আয় গো,  
হরিচরণ-চাতা গদ্যায় প্রায় গো,  
অর্গের সুধা আনো মস্ত্যে স্বর্ণা !

কর্ণা !

মজুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওরাজে  
ওলো চকলা ! তোম পথ হ'ল ছাওয়া যে !  
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে ;  
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু বলকে !  
তুমি স্বপ্নের সখী বিভ্রাম্বর্ণা !

কর্ণা !



## জৈষ্ঠী-কথ

- আহা, ঠুকিয়ে মধু-কুলকুলি  
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—  
চুলচুলে তাজা ফলের নিচোলে  
চাটকা কুটিয়ে ঘুলঘুলি !
- হের, কুল কুল কুল বাস-ভবা  
রুক হ'য়ে গেছে বস করা,  
তোমরার ভিড়ে ভীষকুলগুলো  
মউ খুঁজে কেবে বিলকুলই !
- তারা কাক বেঁধে কেবে চাক ছেড়ে  
ছপরের স্বরে ডাক ভেড়ে,  
আত্ম-বোলানো বাতাসের কোলে  
কেবে ঘোরে খালি চুলবুলি ।
- কত বোলতা সোনেলা রোদ পিয়ে  
বুঁদ হ'য়ে কেবে রোদ দিয়ে ;  
ফলসা-বনের জলসা ফুল্লো,  
মোমাছি এলো বোল তুলি' !
- ওই নিরুপ নিখর রোদ খা খা  
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাথা,  
চুলচুলে কার চোখ দুটি কালো  
রাঙা দুটি হাতে লাল কলি !
- আজ বড়ে-হানা ডাঁটো ফজলী সে,  
মেনে কাচা-মিঠে মজলিসে ;  
'বং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—  
কুহ কুহ পুছে কার বুলি !
- ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে  
বলবুলি-খোজা চোখ মেনে,

কামুকি-মিটে টোট ছটি কাশে,  
তাশে কাশে তহু জুইফুলী !

মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাশে,—  
হাওয়া ক'রে দুটো পাখ্যাকে  
ফলের মধুর মধুময় বাশে  
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

## সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে ।

বিজুলি-ছটা ! বহিষ্কটা সিংহ পরে পা বেধে !

নিখিল পাপ নিধন তরে

মৃণাল-করে কুপাণ ধরে,

ঈশ্ব হাশে শকা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে !

তরুণ-ভাস্ক-অরুণ-খটা নয়ন-তট ভূষিছে !

নন্দ-দুব দৈত্যাসুর ভাঙ্গা নিজ হুযিছে !

শাস্ত-জন-শকা-হরা

অভয়-করা ঝাড়া-ধরা

আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাইভেঃ বাণী ঘোষিছে !

নমন হয় শমন নামে শমিত বয়-বহুণা !

ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !

ইজিতে যে সৃষ্টি করে,

গগনে তারা বৃষ্টি করে,

প্রলয়-মাকৈ মত্ত-রূপা ! মৃত্যুঞ্জয়ী ময়ূপা !

শক্তিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !

জিকিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে !

আচ্ছা ! আদি-রাত্রি-রূপা !

অমর-নয়-খাদ্রী-রূপা !

অশেষরূপা ! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে !

## মুষ্টি-মেখলা ১

বিশ্বদেবের মেউল ঘিরিয়া  
মুষ্টি-মেখলা বাজে—  
কত ভয়তে কত না লীলায়  
কত রূপে কত মাজে,  
দিকে দিকে আছে পাপড়ি খুলিয়া  
সোনার মৃণাল-মাজে !

বিশ্ববাহুর শত করোখায়  
আলোর শতেক ধারা,  
শতেক রঙের অঙ্গে ও কাছে  
রঙীন হয়েছে তারা,  
গর্ভগৃহেতে তব আলোক  
জলিছে সূর্য-শারা ।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ  
আকাশ-পাতাল জুড়ি'  
অনাদি কালের অক্ষয়-বটে  
কত ফুল কত কুঁড়ি,  
উক্টে উঠেছে লাখ লাখ শাখা  
নিম্নে নেমেছে বুরি ।

বিশ্ববীণায় শত তার তব  
একটি রাগিণী বাজে,  
একটি প্রেরণা করিছে যোজন  
শত বিচিত্র কাজে,  
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'  
মুষ্টি-মেখলা বাজে ।

## প্রণাম

অতল আকাশে ধীর বিহার,  
ধীর প্রকাশ চিত্তে ভায়,  
সবিতা বারতা বয় বীহার,  
আজ প্রণাম তাঁর ছ' পায় ।

সাগরে সরিতে মূৰ্ছনায়  
হয় নিতুই ধীর বোধন,—  
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়  
অর্ঘ্য ধীর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—  
প্রাণ-পুটের প্রেম অহুপ ;—  
প্রেমে প্রেমে যিনি হন উজ্জল,—  
রূপ ধারীর বাক অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,  
ধীর পূজায় নিতা দিন,  
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ  
বন্দি তাঁয় জাগ্ রে, দীন !

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস,  
গাও নবীন ছন্দে গান,  
নব হুরে ওরে ! আজ বীধিস  
তোব তানেই বিশ্বপ্রাণ ।

তাজা তাজা আজি ফুল কোটায়  
এই আলোয় এই হাওয়ায় !  
কচি কিশলয়ে কুজ ছায়—  
সব তরুণ আজ ধরায় !

তরুণী আশারে লকী কর

আজ আবার, মন রে মন !

চির নৃতনেরি যেই নিকর

ব্যক্ত আজ সেই গোপন ।

প্রাণে প্রাণে শুধু ধীর প্রকাশ,

ধীর আভাষ মন-পবন,

গানে গানে নিতি ধীর বিলাস

বন্ধি আজ তাঁর চরণ !

## ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, হুল্লল উষার ফুল-লোলা !

আনন্দে আলোয় যায় ভাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !

জাগল লাড়া নিদ্রাহলে,

অ-খই নিখর পাখার-জলে—

আল্পনা ভায় আলতো বাতাস, ভোরাই হুরে মন তোলা !

ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে !

সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে ।

আলোয় বাঠের কোল ডয়েছে,

অপ-রাজিতায় রং ধরেছে—

নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্মানে চোখ ডুবিয়েছে ।

করনা আজ চলছে উড়ে হালকা হাওয়ায় খেল খেলে !

পান্ডি-ওজন পান্দি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !

মোতিয়া মেঘের চামর পিঁছে

পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে

পদ্মফুলের অঙ্কলি বে আকাশ-পাড়ে যায় ঢেলে !

পূর্ব-গগনে থির নীলিমা ফুলিয়েছে মন ফুলিয়েছে !

পশ্চিমে বেঘ মেলেছে জটা—নিঃহ কেশর ফুলিয়েছে !

হাস চলছে আকাশ-পথে,

হাসছে কারা পুষ্প-রথে,—

রামধনু-রং আঁচলা তাদের আলো-পাখার ফুলিয়েছে !

নিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দুর্কায়ালে দীপ জ্বলে !  
 ঈতল শিখিল শিউলী-বোটার হুগু শিক্তর ঘুম টলে !  
 আলোর জোয়ার উঠছে বেড়ে      গছ ফুলের স্বপন কেড়ে,  
 বহু চোখের আগল ঠেলে রঙের কিলিক কলমলে !  
 নীলের বিধার নীলার পাখার দরাজ এ যে দিল-খোলা !  
 আজ কি উচিত ভঙ্গা দিয়ে কাণ্ড নিয়ে কাড় তোলা ?  
 কিবুছে কিঙে তুলিয়ে কিতে,      বোল ধরেছে বুলবুলিতে !  
 শুধুনে আর কুজন-গীতে হর্ষে কুবন হুব্বোলা !

## রাজা-কারিগর

[ গান ]

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !  
 ছনিয়ার আদি মিত্তিরি !  
 তোমার হকুমে হাভুড়ি হাকাই,  
 করাতের দাঁতে শাল চিরি !  
 ঘাঁটা পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি  
 গড়িছ কত কি কৌশলে !  
 কামার-শালের গনুগনে বাঙা  
 আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !  
 হালবে তোমার নিখাল পড়ে  
 খুব আনি মোরা খুব চিনি,  
 মাকু-ইছরের গণেশ তুমি হে  
 ছুটোছুটি চৌশর দিনই !  
 সিক্তি তোমার দাঁতে-হাতিয়াবে,  
 সোনা কয়ে তুমি থাক নিয়ে,  
 ছনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার  
 গলে আঙুলের কীক দিয়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

ছনিদার সেবা মিত্তিরি !

তোমার হকুম্বে লোহা হ'ল নিম্ন,

পদানত যত গজ্জিরি ।

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ

মধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,

এহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে

ফুলিয়ে আগুন-বুড়ুদে !

অগ্নির তুমি জ্বর দিয়েছ

কাঠে কাঠে টুকে চকমকি,

সূর্যের শান-বয়ে চড়ায়ে

গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি !

ছিন্ন ভাঙ্গুর জালায় মালায়

গড়িলে শিবের শূল তুমি,

যমের জাভাল গড়িতে গড়িতে

রেখে দিলে কেন মূলতুবি !

তারার বিলান রয়েছে যে তার

আদখানা আসমান জুড়ে,

কীৰ্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে

অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

স্বৰ্গলোকের মিত্তিরি !

তোমার হকুম্বে যত কারিগরে

ঘরে ঘরে নব স্তায় ছিরি !

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,

নথ-দর্পণে শিল্প-বেদ,

সকল কর্ষে নিবহন্ত

বজ্র করিয়া সর্বমেধ ।

অষ্ট বহর কুলের ছলাল

হনর তোমার সাত বুড়ি,

হাজার হাতের হাড়ুড়ি তোমার

তুড়-তুড়া-তুড় ছায় তুড়ি !

তুঙ্গুন্ন হ'ল তান্‌পুরা তব,—

নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,

উল্লাস-ভরে হরোড় কহু,

গুন-গুন গান গুন্তে পাই ।

তোমার ভরু সেবক যে তার

বুকে পিঠে যেন ঢাল বাধা,

দরুকা-মারা জোয়ান চেহারা

কোচ্‌কানো তুফ, মন শালা !

• • •

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !

অর্গে মস্তো মিস্তিরি !

তোমার প্রসাদে অমেও আমোদ,

ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি ।

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি

আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;

ধলধলে মাটি, ঠৈঠৈনে লোহা

অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে ।

মণি-কাফনে আমরা মিলাই,

মণি-মালকে হার গাঁথি,

বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া

টানা দিই তাঁতে দিন রাতি ।

কুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই

বাটালির ঘারে বশ করি,



কবিক, ছেনি, হাতুড়ি ঢালাই,  
 তুহুপুন্ বাহু বা'শ ধরি ।  
 তোমার প্রসাদে প্রবে অকাতর  
 মোরা নড় বিন-কর্ষেতে,  
 দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হকুমে  
 পদিশ্রমেব ধর্ষেতে ।

• • •

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !  
 সকল কাজের মিত্তিরি !  
 তোমার হকুমে হীরা কাটি মোরা,  
 অনায়াসে ইন্দ্র্যাত চিরি ।

• • •

তোমার প্রসাদে-শ্রোত বাধি মোরা,  
 পুল বেধে করি জয় জলে,  
 হাওয়া করি জয় গরুড়-বয়ে  
 কৌলিক-প্রয়োগ-কৌশলে ।  
 বিদ্যুতে বাধি তামার বেড়ীতে  
 দস্তার দিখে হাতকড়ি,  
 বে-চপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে  
 প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি,  
 অষ্ট বহুর যজমান মোরা,  
 যষ্টা কবির সম্ভতি ;  
 লঙ্কর মোরা সূর্য্যদেবের ;  
 স্বাস্থ্য মোদের সম্ভতি ।  
 রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা !  
 বুনিয়াদি আদি-মিত্তিরি !  
 তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে  
 হাসি-মুখে জিহুবন ফিরি ।

## নীকাই

সাঁকে আজ কিসের আলো,  
ভুলালো মন ভুলালো ।  
কাণ্ডয়ার কাগ মিলালো  
শরতের মেঘের মেলায় ।

আলোতে ডুবিয়ে আঁধি  
পুলকে ডুবতে থাকি ।  
হবহ সোনার ফাঁকি  
কুকসুয় হাওয়ার খেলায় ।

মরি, কার পরশ-মণি  
গগনে ফলায় সোনা ।  
হৃদয়ে নুপুর-ধ্বনি—  
অজ্ঞানার আনাগোনায় ।

সোনালি জুঁজু চেলি  
দিয়ে কে শূঁছে মেলি'  
নিখরের পক্ষা ঠেলি'  
উলসে আঁচল হেলায় ।

ধ'রে রূপ জুঁজু আলোর  
ঝরে কার রূপের আভর ।  
নয়নের কার্কা যে মোর  
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায় ।

নলিনীর ক্লাস্ত ঠোটে  
অবেলায় হাসি কোটে ।  
গহনে স্বপন-কোটে  
শেফালি চোখ মেলে চায় ।

অলকার রত্নাগারে

চুকেছি হঠাৎ যেন ।

ডুবে যাই চমৎকারে !

সায়রে শিশির হেন ।

আঙুলে হিঙুল নিয়ে

ফেরে কে মেঘ বাড়িয়ে ।

গোপনের কিনার দিয়ে

পারিজাত-ফুল ফেলে যায় ।

বলি, ও স্বর্গনন্দী !

বিলালে স্বর্ণ যদি,

তবে কি এই অবধি ?

এসো আর একটু নেমে ;

থেক না আধেক পথে,

এস গো এই মরতে,

অতীত এই প্রগতে

প্রতিমার কপোল খেমে ।

মরতের কুঙ্গসেছে

ক'রে রে যায় গো চাপা,

তারি বয় তোমার দেহে,

সে বরণ বয় কি ছাপা ?

ধরণী সাজল ক'নে

যে আলোর সূচন্দনে

সে আলোর আলোক-লতা

থেক না শূন্নে খেমে ।

ফুলেরা তোমায় সাধে,

স্বাসের শোলোক বাধে,

নিরালায় উদীর কাঁদে,

থেক না বধির হয়ে,

এস গো অরূপ হ'তে  
 যুগতির এই মরতে,  
 দেখা দাও আলোর বথে,—  
 তাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে।

থেক না আবছায়াতে  
 কিরণের হিরণ-মায়া ?  
 প্রদোষের পদপাতে  
 থেক না লুকিয়ে কামা,

তোমারি মুক আরতির  
 কাপে দীপ প্রজাপতির,  
 দ্যালোকের মৌন দু' তীর  
 উঠেছে মদির হ'য়ে।

## যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পান্নার !  
 বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার  
 কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !  
 কার বৃকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !  
 ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খর রবি মুরছায় কার শ্রাম অঙ্গে !  
 তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !  
 নীল মাণিকের মালা শোভে কার বেণীতে !  
 কে সেজেছে ফেনময় ধুতুরার শ্রেণীতে !  
 মাধব-বধূটি কে গো হর-অরধঙ্গা !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীয় নাগের কালো নির্মোক পরে কে !  
 হর-জটা ভুজগেরে ভুজতটে ধরে কে !  
 ঐখি হায় কে ভুলায় তরলিত তজ্জা !  
 সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চজ্জা !  
 শরীরিনী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্জা !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শাস্তি !  
 কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্রান্তি !  
 এ যে ঐখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্তি !  
 ও যে চির-উত্তরোল কল্লোল-মূর্তি !  
 স্বপ্নে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডকা !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণ !  
 কোলাকুলি করে এ কি তৃপ্তি ও তৃষ্ণ !  
 কালোচূলে পিকলে এ কি বেণীবন্ধ !  
 ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় হৃন্দ !  
 স্বপ্ন-স্বপ্নে মুখে মুখে হুঁই নিঃসঙ্গ !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খলে যায় মূহুঃ আজ অশ্রুর-দৃষ্টি ! -  
 অবচন এ কি শ্লোক ! অপকৃপ সৃষ্টি !  
 সাম্যের এ কি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !  
 নিত্যের ইকিত—এ মিলন-তীর্থ !  
 টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জজ্জা !  
 জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধিকৃত সংহিতা ! হের দেখ নেত্র !  
 আখ্য অনাখ্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !  
 গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আধারে !  
 ডেউ-এ ডেউ গের্গে গের্গে চলে মেতে পাথারে !

আতুলে আতুলে বাঁধা ভেদ-বাদা-লজ্জা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !

অমা চুমে পুণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !

চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ঙ্গ গন্ধ !

চির চুপে চাপে বৃকে শতরূপা-ছন্দ !

অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-মল্লী !

অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !

অবময় দর্পণে হরিহর-মূর্তি !

অপরূপ ! অব-দুপ অব-দীপে আরতি !

মন হবে ! জয় করে সকলো চন্দা !

জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

## ছন্দ-হিন্দোল

মেঘলা গম্ভীর সূর্য্য-ইন্দু

ডুবল বাদলায়, ছলল সিকু !

হেম-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে

কুটিল হস্তের অশ্রুবিन्दু !

মৌন নৃত্যে মগ্ন যজ্ঞন,

মেঘ-সমুদ্রে চল্ছে মহান !

দম্ব-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির

মুগ্ধ নেত্রে অস্তিত্ব অস্থান !

গ্রীষ্ম নিঃশেষ ! জাগ্ছে আশ্বাস !

লাগছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস !

চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন

অহুতে, বিথের ভাস্ছে দিশ্ পাশ !

ভাসছে বিল খাল ভাসছে বিস্কুল  
কাপসা কাপটায় হাসছে জুঁইফুল !  
ধান্ত নীম তার করছে বিস্তার—  
তলিয়ে বজায় জাগছে জুলজুল !

বাজছে শূণ্ডে অম্র-কণ্ঠ ;  
কাপছে অম্বর কাপছে অধু ;  
লক্ষ স্বর্ণায় উঠছে স্বর্কার  
“ওম্ স্বয়ম্ !” “ওম্ স্বয়ম্ !”

করছে স্বর্কার, করছে কুম্ভকম,  
বজ্র গর্জায়, স্বর্গা গম্গম,  
লিখছে সিংহাসন অধুত,  
বলছে তিন লোক “বম্ ববম্ বম্ !”

‘বম্ ববম্ বম্’ শব্দ গভীর !  
বৃশ্চ ছম্ছম্ শুক জহীর !  
মেঘ-মদকে প্রাণ সারসে  
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাযীর !

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল !  
ঝিল্লী-গুঞ্জন মজ্জা হিল্লোল !  
মূর্ছে বীণ আর মূর্ছে বীণকার—  
মূর্ছে বর্ষার চন্দ্র হিন্দোল !

## বুদ্ধ-পূর্ণিমা \*

মৈত্র-করণার মন্ত্র দিতে দান  
জাগ হে মহীমান্ ! মরতে মহিমায় ;  
স্বজ্বিছে অভিচার নিষ্ঠুর অবিচার  
বোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায় ।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ  
ভাসিছে সংসার, ক্রময় মোহ পায়,  
হে বোধিসত্ত্ব হে ! মাগিছে মর্ত্য যে  
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায় ॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব  
বিরাজে বাণীকূপে অমর ছাতিমান ;  
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতারি'  
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান ।

জগত বাধা ভরে জাগিছে জোড়-করে  
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,  
এস হে এস শ্রেয় ! এস হে মৈত্রেয় !  
করতা-মুক্তার কর হে অবদান ॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী ! বিমল তব হাসি  
ঘুচাক মানি তাপ কলুষ সমুদায় ;  
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,  
চিত্ত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায় ;  
নিখিলে নিরবদি বিতর 'সম্বোধি'  
মরমী হোক লোক তোমারি করুণায় ;  
দুবন-সায়বের হে মহা-শতদল !  
জাগ হে ভারতের মুণালে গরিমায় ॥

চাঁদের করে গড়া করভ স্বকুমার,  
দুবন-মরুভূমে মুরতি চারুতার ;  
বিরাজে চারু হাতে অমিত জোছনাতে  
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার !

তোমারি অকুরাগে অযুত তারা জাগে,  
তুষিত আঁধি মাগে দরশ আর-বার,  
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,  
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বহুধার ॥



মুনির শিরোমণি ! হৃদয়-ধনে ধনী !  
 চিন্তা-মণি-মালা তোমায়ে ঘিরি ভায়,  
 বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে  
 আজ্ঞা কি শতধারা কমল-আঁখি ছায় ?  
 মমতাময় ছবি ! তোমায়ে কোলে লভি'  
 ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুখময়,  
 করুণা-সিক্ত হে ! ভুবন-ইন্দু হে !  
 ভিখারী জগজয়ী ! প্রণতি তপ পায ॥

## নমস্কার ।

নমস্কার ! করি নমস্কার !  
 কবিতা-কমল-কুণ্ড উল্লসিত আবির্ভাবে যার,  
 আনন্দের ইন্দ্রপ্লব মোহে মন যাহার ইন্দ্রিতে,  
 আত্মার সৌরভে যার স্বর্ণনদী রহে তরঙ্গিতে,  
 কুঞ্জে গুঞ্জে গানে মর্ত্য হ'ল ক্ষুদ্রিত-পারাবার,  
 অস্তরের মুণ্ডিমস্ত স্বত্বরাজ বসন্ত সাকার,—  
 নমস্কার ! করি নমস্কার !

কটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক অগাইল প্রাণে,  
 অমর করিল বন্ধে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে,  
 ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—  
 করিল যে করাল যে জনে জনে চক্ৰ-সুধা পান ;  
 তবের নিথরে যেবা বিথারিল বসের পাথর,—  
 নমস্কার ! করি নমস্কার !

চন্দন-তরুর বনে বাধিল যে বাগীর বসতি,  
 দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাধা শিখেছে সম্প্রতি—  
 অকিঞ্চন কবিজন গোড়ে বন্ধে আশীর্বাদে যার,  
 বেণু বীণা জিনি মিঠা বাগী যাব খনি সুখমার,

চিত্তপ্রসাদনী পরী দিল যারে নিজ কর্ণদ্বার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,  
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মহুদ্রষ্টা স্বপ্নি,  
ভীকৃতার চিরশত্রু, ভিকৃতার আজন্ম-অরাতি,  
শোণিত-নিযেক-শূন্য নৈযুক্ত্যের নিত্য-পক্ষপাতী,  
বক্তের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাক্ষনার মৌনী-অমারাতে  
নিহয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাক্কন্ড হাতে  
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জনে ছাপারে  
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাপারে  
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে দিক্কার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !

দাঁড়ারে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সভা কথা,—

“জগন্নাথ জঙ্ঘর যোগ্য পশ্চিমের দঙ্ঘর সভাতা !”

ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্লাহৃত-পারা—  
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—  
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শাস্তিবারি-বার —

নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্কপূজা, বিদেশে যে রাজ্যরও অধিক,  
মুণরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক,—  
বিশ্বকবি-ছন্দপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,  
বিতরে যে বিব্রে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,  
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—

নমস্কার ! তারে নমস্কার !

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরষাক্তা যার,

নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেয়ার,

ওলন্দাজ ভুলি' ডাক বার লাগি কাতারে কাতার  
নীতে হিমে বাজপথে ছাড়াইয়া ছবি প্রতীকার,  
হুম্ব ভুলি' 'হুম্ব' 'গল্' বার লাগি' রচে অখ্যাতার,  
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শাস্তির কাস্তি, হাত্ত বার স্বর্গের মন্দির,  
পক্ককেশে যে লভিল বরমালা রম্যা অরোরার ;  
বুদ্ধের মতন বার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,  
সকল ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা ঘাহার অস্তর,  
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমুক্তি স্বদেশ-আত্মার"—  
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ বার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,  
গুরু বলি' প্রজ্ঞা রূপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,  
ভাবের ভুবনে বার চারি যুগে আসন অক্ষয়,  
বার দেহে মূর্ত্তি ধরে স্বর্ষিদের অমূল্য অভয়,  
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নিঃস্বন্দ-সাধনার—  
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

## গান্ধিজী

দিনে দীপ জালি' ওরে ও থেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?  
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'  
বাতায়নে দেখ' কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !  
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !  
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,  
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নয়নারী !  
রূষাণের বেশে কে ও কুল-তন্তু—কৃশাচ পুণ্যছবি,—  
জগতের বাগে সত্যগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !  
কৌতুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,  
কার মুহুবাণী ছাপাইয়া ওঠে সকল গোরার ভেরী !

কোর টাকা কার তিকা-কুলিতে, অপক্লপ অবদান,  
 আঙুলিয়া করে করে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !  
 আশ্বাস বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝি  
 কে রে ও খর্ব্ব সর্বপূজ্য ?—‘গাঙ্গী !’ ‘গাঙ্গী !’

মংগীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,  
 ধনী-নিধনে এক ক’রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;  
 আচরণ যার কোটি কবিতার নিকর মনোরম,  
 কর্ষে যে মহাকাব্য মুঠ, চরিতে যে অচ্যুতম ;  
 দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি’  
 ‘গড়া’ যে পরে গো, করে খালি পায়ে, শোয় কখন পাড়ি’ ;  
 তপস্বী যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর সাথে,  
 দিন-মজুরের পোরাক যে খুসী তিন আনা পরসাতে ;  
 যেচ্ছায় নিয়ে দৈন্ত যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,  
 ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অশ্রুভূতি-বোগে,  
 অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,  
 আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,  
 দীনতম জনে যে শিখায় গুট আশ্বাস মথাদা,  
 চিত্তের বলে লজ্জিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,  
 বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু-তেজোতে উজল যে-জন ভিঁজি’  
 ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গাঙ্গী !

কাক্সির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,  
 বারে বারে ক্রেশ সফিল যে বীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,  
 উপনিবেশের অপ-তত্ত্বের না মানি’ জিজ্ঞাসা-কর,  
 মুদি-মাকালিরে আশ্বাস বলে শিখাল যে নিতর,  
 বারণ যাদের ওঠা ফুটপাথে তাদের স্বজাতি হ’য়ে  
 ফুটপাথে হাঁটা পণ যে করিল গোবর চাবুক স’য়ে,  
 মার খেয়ে পথে মুচ্ছা গিয়েছে, পণ যে চাড়েনি তবু,  
 বারে বারে যারে জরিমানা ক’রে হার মেনে গোরা প্রভু

**‘‘বৈষ্ণব কামি চমকে যেহাট্ট পেয়েছে তবে !’’**

**ধীরভায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই ছোড়া নাই জবে !**

মেগের মাঝনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবাত্রস্ত,  
বুঝার-লড়াইয়ে জলুর বৃক্ষে অশ্রমী বহিল কত,  
কৌশলি-কুলি-মুচি-মগাঙনে পল্টনে গ’ড়ে নিয়ে  
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,  
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী বলে,  
কাজ ফুরাইলে পাঞ্জী হ’ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে !  
কথা রাখিল না যবে হীন মনা কথার কাপেনেরা,  
কাহ্নম রাখিল বকেরা যুগের চিহ্নিয়া—কোন্ডের ডেবা,  
তখন যে-জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃষ্টি’  
ধৈর্য-বীৰ্য্যে মোহিল জগৎ, এই সেই গান্ধিজী !

মাগরের পায়ে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,  
গোরা-চামা-দেশে নিগ্রহ সহি’ নিগ্রো-কুলের সনে,  
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ-হাতে  
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাঁধাব-আওতাতে,  
ভারত-প্রজাবৈ চোবের মতন থানায় থানায় গিয়ে  
নাম লেখাইতে হবে স্তনে, হায় আড়লের টিপ দিয়ে,  
যে বিধি অবিধি তারে নিষ্পুল করিবারে বিধি সেলে  
দেশ-আত্মায় অলমান হ’তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,  
গেল চ’লে জেলে জালাইয়া বেথে পুণ্য-জ্যোতির জালা  
ভয়-তরণের কৃধা-করণের উদাহরণের মালা !  
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিওয়াল না শোনে কাহারো মানা,  
দেশিতে দেশিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,  
মর্দি-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,  
স্বচ্ছায় ধনী হ’ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ !  
স্বথিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে  
ইঙ্গিতে বার কষ্টের কারা বরণ করেছিলে দেয়ে,

নীলার বার নিবন্ধেরও সঁতারে ছুখ-নদী,  
 বুকে আঁকড়িয়া লম্ব-লম্ব মৰ্যাদা-সম্বোধি !  
 ভামিল যুবক মরিয়া অমর যে পরশমণি-ছুঁয়ে,  
 চিরশদানত মাথা তোলে বার ময়-গৰ্ত্ত ছুঁয়ে,  
 পুলকে পোলকু মিতালি করিল বার চারিহা-গুণে,  
 ভারতে বিলাতে আগুন জলিল বার সে দীপক স্তনে,  
 বাধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীর রাবী-মৃত্যু—  
 ভেট খারে দিল প্রেমী আনন্ডু জ অবাচিত বকুতা,  
 আপনার জন বলি' বারে জানে টান্ডাল হ'তে ফিজি,  
 জীব খাচার গগড় মহান্—এই সেই গান্ধিজী !

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,  
 কুলিতে জাগায়ে মহানানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—  
 দৈবা ও প্রেমে শিখল যে সবে কাদ-মনে হ'তে খাঁটি,  
 সত্য পালিতে খেল যে সবল পাঠান-চেলার লাঠি,  
 বিশ্বদাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,  
 "সত্য" বাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম,"  
 সত্যগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,  
 দেশের সেবার সাথে চলে বার সত্যের আরাধনা,  
 অমৃত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি,'  
 শবরমতীর বরণীয় তীরে দানের আসন করি,'  
 অর্জন বার ব্রহ্মচর্য তপের বুকি কাজে,  
 উজ্জল বার প্রাণের প্রদীপ তরু-আধার-মাঝে,  
 মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোয়ে, অশুচি না মানে কিছু,  
 চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,  
 ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আশ্বাস চির-জ্ঞোতি ;  
 দাস হ'তে, দাস বাধিতে যে মানে চিন্তের অধোগতি,  
 প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,  
 অন্তরে বৈকুণ্ঠ বাহার,—এই সেই গান্ধিজী !

দণ্ডীতাপন ভারত-পাশন এই সে বেণের ছেলে,  
 শুনি মহিমায় বিজকুলে মান করিল যে অবহেলে,—  
 কুষ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,  
 রাজা নিতে নয় কুষ্ঠিত কর্তব্যের আবাহনে,  
 নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কামা শুনি'  
 ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি,'  
 কাছরা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ষিতা,  
 নিজে যুঁকি নিয়া খাজনা কথিয়া রায়তের চির মিতা ;  
 রাজা-গিরি নয় কেবলি হকুম কেবলি ডিক্রিজারী,  
 হাল গোরু ফোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,  
 এ যে অনাচার এর ঠাই আর নাই নাই ভূভারতে,  
 রাজায় প্রজায় এ কথা প্রথম বুঝাল যে বিদ্যমতে,  
 সাত শত গায়ে বাজায় অমোঘ সত্যগ্রহ-ভেদী,  
 প্রচার নাশিল বোকাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেহি,  
 অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শব্দা যে-জন হরে,  
 বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;  
 আদর্শ যার সুধা আঁর প্রলোদ মহীয়ান,  
 পিতার হকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,  
 পুত্ৰনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—  
 রাজারও হকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণি ;  
 জপমালা যার সারা দুনিয়ার সত্য প্রেমীর মেল,  
 গ্রীসের শহীদ সফ্রেটিস আর টেচদীর দানিয়েল,  
 যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,  
 তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয় ।

এশিয়ার হক্, হাকুণের স্বত্তি, ইসলাম-সন্মান,—  
 মর্ষ-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাদাল প্রাণ,  
 দরাজ বুকেতে সারা এশিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,  
 সব হিন্দুর হ'য়ে যে খোলসা খেলাফতে দিল সহি,

চিত্র-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,  
 সত্যগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েইে ছন্দ-ছাড়া,  
 ক্রীতির রাখী যে বেধে দিল দু'হু হিন্দু-মুসলমানে,  
 পঙ্কনদের আলিয়ার জালা সদা জাগে তার প্রাণে,  
 ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার  
 নৈযুক্ত্যের হ'ল সেনাপতি যে রাখী দুনিবার,  
 বিধাতার দেওয়া ধর্মরোষের তলোয়ার যার হাতে  
 সোনা হ'য়ে গেছে সত্যগ্রহ-রশ্ময়ন-সম্পাতে ;  
 ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-দয়্য আমলা তব্ব সহ  
 অভয়-ময় দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;  
 মহাবলী যার শক্তি-আধার, অতদার করু নহে,  
 লুকানো ছাপানো কিছু নাই তার, হাটের মাঝে যে কহে—  
 “স্বরাজপ্রদাসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিত হবে,  
 ভাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়ম করিব তপে ।  
 যা' কিছু স্বরাজে সেই তো স্বরাজ, সেই তো স্বপ্নের স্বনি,  
 আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গনি ;  
 স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,  
 স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,  
 স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,  
 স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের দু'পায়ে দলা ;  
 স্বরাজ—স্বয়ং তুল ক'রে তারে শোধরানো নিজ হাতে,  
 স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার দুনিয়াতে ।  
 সেই অধিকারে দেয় যারা হাত প্রেষ্টিজ-অজুহাতে,—  
 স্বরাজ—সে নৈযুক্ত্য তেমন আমলাতব্ব সাথে ।  
 হাতে হাতিলারে শিক্কা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,  
 স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজের স্বদেশী পঞ্চায়তে,  
 চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,  
 কর-গত তার সারা দুনিয়ার সব দৌলখালা,  
 হাতেরি নাগালে আছে এর চাষি, আদ্যাস যে করে লভে,  
 অক্ষম ভেবে আপনারে তুল কোরো না ।” কহে যে সব ;



আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত যে প্রত্যয়,  
পরাভয় আজো জানেনি যে, সেই গাছির গাহ জয় ।

হেস না হেস না হৃষদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,  
মূর্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,  
অবিশ্বাসের বিশ্ব-নিঃশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,  
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিক্রমে কত নয় ।

বাক্সমা ! তোর বাক্স এবং বঙ্গ-বাগান রাখ,  
গুঞ্জে শোন্ ভরি' ভরি' গুঠে ভারতের মৌচাক,  
ভীমকলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে  
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল, মন দোলে কুতূহলে,  
জানিস্ তো বল মোহনদাসেরে মহাদুযমন গণি'  
কি কিকির আঁটে স্তব্ধ-বাক্সমী পূতনা বোতল-স্তনী,  
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন্ তেলি কারাগারে,  
কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইতহারে !  
জানিস্ তো বল কি যে হ'ল কল আবকারী-যুদ্ধের,  
ময়-ভাতকের অভিনয় স্তব্ধ হ'ল কি মগধে ফের !  
করে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্নে চল খুঁজে,  
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উত্তোর বুকে,  
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে  
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে ।  
পারিস্ যদি তো শুচি হ'য়ে নে রে স্নান ক'রে গুই জলে,  
চিনে নে চিনে নে, মহান্-আত্মা মহাত্মা পারে বলে ।  
এতপানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস কোন দিন ?  
দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন ?  
দূরবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে  
আছে মসী লেখা !" আলোর তাহে কি হয় কমি এক ছিটে ?  
সেই মসী নিয়ে হাতে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,  
রশ্মির ঋণ বাড়িয়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি ।

কুটীরে কুটীরে মহাজীবনের ছেলেছে যে হোমশিখা,  
 দিন-মজুরের জনে জনে শপি' মধ্যাহ্ন-ভুটি চাঁকা,  
 পৌছে দেছে যে পৌকম নব চাষাদের ঘরে ঘরে,  
 যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,  
 যার আস্থানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,  
 দেশের খেতেনে যশের অঙ্ক লেগে সাধারণ জন,  
 'আত্মবিলোপী কশ্মি-সজ্জ যার বাণী শিরে ধরি'  
 নীরবে করিছে ত্রাতের পালন হুসুহ দুখ বরি';  
 ছাত্তের তাগে স্বাত্তের তাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,  
 রাজ-ভূত্যের বৃত্তির তাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,  
 যারে মাঝে পেয়ে তাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোসলেম,  
 'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,  
 মহম্মদের দক্ষ-শৌখা যাহার জীবন-মাঝে  
 বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্মরিছে নবীন সাজে;  
 সারাটা জীবন পৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাখে,  
 বিকৃত-পদে কষ্টক-পথে 'সত্য'-ত্রত যে মাঝে;  
 যার কল্যাণে কুড়িমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে,  
 ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে';  
 যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্রমহলের খিল,  
 পূরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,  
 তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গোড়বন্ধময়  
 গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

## শ্রদ্ধা-হোম

[ কবিত্তক-প্রণতি । গোড়ী গায়ত্রী ছন্দ ]

জয় কবি ! জয় জগৎপ্রিয়

বরেণ্য হে বন্দনীয় !

অগম শ্রুতির প্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !

প্রাণ-প্রণবের ত্রষ্টা নব !

গান সে অসম্পন্ন তব,—  
 অমৃত-সমুদ্ভব ! জয় ! জয় !  
 যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—  
 যে প্রাণ বনে বনম্পতি,  
 নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !  
 বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—  
 নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—  
 চিত্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !  
 পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি !  
 পাবীরবীর গায়ন রবি !  
 পুণ্য পাবকজ্জবি ! জয় ! জয় !  
 জয় কবি ! জয় হৃদয়-জ্যোতি !  
 ষিথিভয়দীপিকের নেতা !  
 চিন্-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !  
 শ্রদ্ধা-হোমের লও আহতি,—  
 মানস-হবি এই আকুতি ;  
 কবি ! সবিতা-জ্যোতি ! জয় ! জয় !  
 প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,  
 মান ঠেলে পায় কুলির সহ  
 অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !  
 তোমায় দেখে প্রাণ উধলে,  
 হাসি-উজ্জল চোখের জলে  
 অক্ষুট বোলে দেশ বলে—‘জয় ! জয় !’  
 তোমার স্বব্রহ্মণ্যা বাণী  
 তারার ফুলের মালাখানি  
 কর্ত্তে কবি দ্বান্ আনি ! জয় ! জয় !

## আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,  
 মজাগত গোলাম-সময় শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে ।  
 কেউ কারো দাস নয় হুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে ;  
 মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দেখে তুচ্ছ করে !  
 দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় করতে খাটো,  
 হাম্বড়াই-এর সংহিতা কোড্ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো ।  
 সবাই সমান এট জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,  
 কার কাছে তুই নোয়াম্ মাথা, তন্ত চোখে কম্পদেহে ?  
 সবাই সমান জাঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,  
 সবাই সমান শশান-ধূলে, বড়াই-দুয়া মিছাই ধরা ।  
 মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের, মিথ্যা গরব রঙ বা ডগের,  
 ভেদেব তিলক-তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের ।  
 মরদ ব'লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দল্‌তে পায়ের,  
 তৈমুর ও যার স্ত্রো মাতুষ মরদ সে কি ? আয় স্খায়ে ।  
 চেক্কিজ ও যার পীযুষ-কাডাল পুরুষ সে কি ? জিজ্ঞাসা কর ;  
 মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয় না মহৎ হয় না ভাগব ।

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে  
 দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রদব-ঘরে শশান-ধূলে ।  
 মিছের সূলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্‌ছে কালি,  
 পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাঙ্গাল দুই হাতে দুই মশাল জালি' ।  
 পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,  
 লোভের চিঠা ভয়ের বোকা জালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে ;  
 মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মত্মা মন্তুর পুঁথি  
 স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক যুগ্মা বহুকুণ্ডে দে আহতি ।  
 আর্থ্যামি আর বিকোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেবী,  
 ছাই হ'য়ে থাক মর্দ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী ।

প্রণাম দাবী করছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?  
 স্পষ্ট বলি শৈতানুলায় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে ।  
 খাউকো দরে আদর ক'রে অমাত্যের দল বেড়েছে,  
 থাক-বাধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে ।  
 হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া কের কিবুছে দেশে,  
 ভয় ভেগেছে উষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে !  
 দেশ জেগেছে অবিচারের বস্তুতে বাধ দেবার আশে,  
 পাইকারী প্রেম খাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অটুহাসে ।  
 প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,  
 দ্বীচ মুনি মহং ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?  
 ঘুম খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙলা অন্ধকারে,  
 বামুন ব'লেই পূজ্ব কি সেই ঘরের কুমার মজুমদার ?  
 বামুন ব'লেই কর্ব ভক্তি চান্দ-কেদারের পুরোহিতে,—  
 অন্নদাতার কথাকে যে মুদলমানে পারুল দিতে ?  
 বামুন ব'লেই কর্ব খাতির স্তন্যশেফের ঘণা পিতায়—  
 হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাধতে রাজী, ধন যদি পায় !  
 ঘুরেব রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে  
 পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পূজ্ব কি সেই খণ্ডহালে ?  
 বামুন ব'লেই পূজ্ব বে হিন্দু ভণ্ডুলের মন্ত হাতী ?  
 কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্ব বে তাদের কৃষ্ণে যারা দেখায় লাথি ?  
 ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিলল ব'লে  
 হর্ষেরে খুন করুতে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ভলে ?  
 গুজরাটেতে আব্রু নিয়ে দাত খিঁচিয়ে পরম্পরে  
 স্বদেশ যে জন পরকে দিলে পূজ্ব কি সেই বিগ্রহবরে ?  
 রাজপুত্রনার গড় দিবে যে, মুদলমানের অভিযানে,  
 বাধতে গরু যুক্তি দিলে পূজ্ব কি সেই বুদ্ধিমান ?  
 “দুর্গপথে তুলসী ছড়াও, মাড়াতে তায় নারবে মোগল”  
 এমন যুক্তি বাদের তারাও ভক্তিভাজন ? হায় রে পাগল !  
 হিন্দুচুড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি  
 গলায় ন'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?

তুচ্ছ যার শান্‌লোনাকো, আন্তে হ'ল গিলোটিনে  
মহা হ'তে বহুভূমে, সেও বেধেছে বিপ্র-ধনে ?  
পুলিস টাউট নেশায় আউট গলাজলী-সাক্য দড়  
বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামন ব'লেই মানব বড় ?  
কালিদাসের কাব্য অমর, তার শুনে দেশ আছেই কেনা,  
তাই ব'লে পাউরুটি ওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না ।

\* \* \* \*

জাতের খাতায় সাক স্বকৃতি দেগিয়ে শুধুই মন্ত হবে ?  
তকৃতি যে ছেউলে' ক'রে দেয় তলিয়ে অগোরবে :—  
তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেবী,  
প্রণাম দাবী চাড়াতে হবে নাইক দেবী, আজ আখেরী ।  
শ্রদ্ধা ভাজন সতি যে জন তারেই দাখিল শ্রদ্ধা দেবে,  
রাহাজানি করলে ভক্তি বিজমানব হিসাব নেবে ।  
পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাপায় এঁটে,  
সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে ।  
সেক্সপীয়ারের স্বকৃতি ব'লে পুড়বে না কেউ কিপ্লিংডের,  
চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আসছে সেবে ।  
বার্ক-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পুঙ্খ বে কেবা ?  
হেয়ার-বেথুন অরণ ক'রে হোংকা গোরার চরণ-সেবা ?  
কঙ্কনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিংয়ের প্রাণ্য কড়,—  
লর্ড লাহোরের ময়াদা কি লুটবে জিজ্ঞা পাদবী প্রভু ?  
ইমবতী উমার অগা কাড়বে ওলাইচণ্ডী কি হায় ?  
বেসান্ট সে নৈবেদ্য নেবে অপিত যা' নিবেদিতায় ?  
বা' দেখিয়েই ভড়কে দেবে ? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,  
ভিক্টোরিয়ার প্রাণ্য নেবে ডায়ের প্রেমী হিট্রিখা ?  
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাহাত্ম্য ত্বকে ?  
ফদা ব'লেই করুব খাতির চম্ব-গুচ মহত্বকে ?  
দোকানী যে রেজুকী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কায়দা করে,  
তাবেও কি রাজভক্তি দেব ? রাখব কী দন রাজার তরে ?

অভয় যে রেলগাড়ীতে, অভয়া যে খেলার মাঠে,  
তারেও নাকি করুব খাতির অকথা যে রাস্তাঘাটে ?  
নিশীথে যার হরিণ শীকার, ফকির শীকার দিন-দুপুরে,  
যার পরশে কুলির প্রীতি বিধুরকের মতন ক্ষুরে,  
রাস্তাতে যে বৃকে ইটায়, নিরপ্নে যে খাওয়ায় খাবি,  
ঘোমটা খুলে দেয় যে ধৃত, রাজ-পূজা সেও করবে দাবী ?  
সাহেব ব'লেই করুব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছ'বো নাকো ?  
অজ্ঞানে যে করবে কায়ম, বলব তারে স্থখে থাকো ?  
খুনীরে যে দেয় খোলসা, আইন গ'ড়ে রাতারাতি  
প্রশস্তি তার পড়'ব কি হয়, প্রকাশ ক'রে দম্পতী ?  
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রুতি মুড়ে ?  
বামুন ব'লেই নাকি প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে ?  
মরদ ব'লেই মর্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি ?  
আত্মলাভের প্রসাদ-পবন জাগ'ছে রে দেখ' নাইক রাতি ।  
সঙ্কচিত চিত্ত জাগে—দেখিন্ কি আর চিত্তার ঢেঁরি,  
হিসাবনিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী ।

বন্ধ-সম্বন্ধের বইছে হাওয়া, গোলাম-সম্বন্ধ খাচ্ছে টুটে,  
সাবালকীয় করছে দাবী সব ছুনিয়া দাড়িয়ে উঠে !  
মুকুন্দিদের করছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,  
মাহুষ ব'লেই সকল মাহুষ ইচ্ছাভেরি করছে দাবী ।  
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রক্ত তিনি অবজ্ঞাতে,  
নিখিল লয়ে বন নারায়ণ পুণ্য পাকজন্ত হাতে ।  
তাঁর শাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ ছাতি নিঃশেষে ।  
বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে যুগের শেষে ।  
চিনি ব'লে চুন যে খাওয়ায় চলবে না তার সওদাগরী,  
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখো না ভুল খাতায় ভরি' ।  
খাদ ক'বে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,

মন খুলে বল্ মনের কথা, জম্ভে বকে দিস্ না ঘৃণা,  
 মন্দকে বল্ মন্দ সোজা, পালিস্ বিনা—বসান্ বিনা ।  
 দাম-নিরূপণ পাল্টিয়ে কর—রদ্দি যে তায় ফেল্ রে ছুঁড়ে,  
 মদুফলে মিল্লে পোকা ঠাই হবে তার আন্তাকুড়ে ।  
 সত্য কথা বল্ খোলসা—করিসনে ভয় নিন্দা গালি,  
 মিথ্যাবাদী নাম যারা দেয় তাদের মুখে দে চুনকালি ।  
 পাশনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্-গোলামীর নিকাশ ক'রে,  
 মাতৃয় আবার মাতৃয় হবে বিখে বিশ্বনাথের বরে ।  
 কজ্জু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো—  
 জাক্স-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক দিয়ে ঠিক তৈরী থাকো ।  
 নতুন পাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—  
 তৈরী থাকো : অকণ উষায় নতুন ভীষন আসবে নেবে ।

## বিদ্যাৎ-বিলাস

[ শাক্-ল-বিকীড়িত জন্মের অনুসরণে ]

সিঁদুর রোল

মেগে ভিড়ল আজ,

গরজে বাজ,

বিদ্যাৎ বিলোল—

বকু চোপ !

কজ্জার দোল

সারা সন্নিময়,—

জাগে প্রলয় ;

তা ওব বিভোল—

ছায় ছালোক ।

বৃষ্টির শোভ

করে বিশ্ব লোপ ;



নিষ্কৃপ কপোত

নিষ্কপল ;

পর্জন্তের

চলে শূন্তে রথ,—

ধ্বনি মহৎ ;

নির্জন্ নীশের

কুণ্ডল ।

সূর্যের নাম

হ'ল শব্দ-শেষ,

প্রতি নিমেষ—

তজ্জার দ্বিধাম

অন্ধকার !

মেঘমল্লার

শত ঝিলি গায়,

বৃথী-লতায়

চূষন বিধার

অপরাধ !

দেব-বর্গার

জলে জলমা আঁচ

ধবলী-মাত

কিরুর দীপার

উঠে তান ,

অন্তঃ-মেঘ

চলে ইদ্যাবৎ

জুড়ি' জগৎ,

কজার আবেগ

ইজের ঘন  
 হের পৃথীছায়—  
 সোনা বিছায়,  
 বর্ষার স্বজন  
 দিক্ ছাপায় !  
 অকুর তার  
 তাজে গর্তবাস  
 ফেলে নিশাস—  
 ভুই-ভাগ আবার  
 ভুইচাপায় ।

কাপ্পার রূপ  
 শু পট আজ  
 তুলাল কাজ  
 মৌনের অরূপ  
 মুর্ছনায়  
 শব্দের গান  
 ভ'রে তুলছে মন  
 সারাটি ক্ষণ  
 বাষ্পের বিতান  
 বস ঘনায় ।

বিদ্যাৎ-ঠোট  
 হানে ধ্বংস-চুড়  
 কড়-গড়,  
 পাখসাট আচোট  
 বন লোটায় ,  
 গজ্জন, গান,  
 মেগে হর্ষ, খেদ,—

বজ্রের বিধান

ফুল ফোটায় !

বজ্রের বীজ

ফেঁদে রাত্রি দিন

করে নবীন,

মৃত্যুর কিরীচ,

প্রাণ বিলায় !

বিশ্বয়, ভয়,

মেশে হবে, আজ,

রাজ্যধিরাজ

কালের সদয়

দান-লীলায় !

ଅନୁବାଦ



## মাস্তলিক

এ গৃহে শাস্তি করুক বিরাজ মন-বচন-বলে,  
 পবন ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা থাকে দূরে চ'লে ;  
 পুত্রে পিতায়, মাতা ছহিতায় বিরোধ হউক দূর,  
 পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো স্তম্ভুর ;  
 ভা'য়ে ভা'য়ে যদি স্বন্দ থাকে তা' হোক আজি অবসান,  
 ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;  
 জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,  
 নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান ।

অবসর বেলা

## শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,  
 বাড়া গোলাপের বৃকতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !  
 ভক্তটি কি যে ভাবিয়া না পান,  
 অঙ্গুলি তার পাখায় চাপান  
 সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল তলের চিন্ !  
 অমনি আঙুল উঠিল অলিয়া,  
 নয়নের জল পড়িল গলিয়া,  
 কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শব্দায় বিমলিন :  
 জননী তাহার ছিলেন দেখায়,  
 লুটায়ে সেথায় পড়িল বাধায়,  
 “আই—আই—মা গো মরেছি, মরেছি,” কাঁদিয়া কহিল লীন,  
 “ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,  
 ওগো মা মাপের বিষেতে জ্বরেছি,

জননী হাসিয়া কহেন "বালক !

মধুপের হল যদি ভয়নাক,

তবে বারে বারে বাধা কেন দাও বাণ হানি' নিশি দিন ?"

আনন্দকবিতা

## যৌবন-যুদ্ধা

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন 'পরে,

পাতুর হয় গোলাপগুলি টিধা ভরে ;

বিজ্ঞ তাদের বক্ষ হ'তে কণে কণে,

ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ করে !

কিষ্কা, যদি স্তম্ভি কেশ আচম্বিতে

এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,

চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষয় মনে,

গন্ধটি তা'র লুকায় চুলের স্তম্ভিতে !

যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,

এমনি শোভাশ্রয় যে, তখন অমনি বাজে,

শতেক জামা পাখীর কণ্ঠে কলসনে

বন্দনা গান, 'স্মলন তুলি' কুঞ্জ মাঝে !

জৈবুদ্দিন

## পথের পথিক

পথের পথিক ! তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;

তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !

কবে এক সাপে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,

মুখ দেখে আজ মনে পড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !

সাথে পেয়ে-শুয়ে মাতুল যেন গো, পুরাণো যেন এ পরিচয়,

ও তবু কেবল তোমারি নহেক এ তবু শুধুই আমারি নয় !

চোখের মূর্ধের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,

কথা ত' কহিতে পারিব না আমি মৃগতি তোমার ভাবিব একা,  
পথ 'পরে আঁধি রাখিব আমার ফিরে বত দিন না পাই দেখা।  
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,  
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন 'দার তোমা' ধনে না হারাই।

হইটম্যান

## বালিকার অনুরাগ

- ( তার )      রূপ দেখে তায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?  
( সে যে )      পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীকায় !  
( সে যে )      মিথো এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায়।  
পথের 'আনাগোনা'র মাঝে কতই মাহুয় যায়,  
( আমি )      কখনো ত' চক্ক অমন রূপ দেখিনি, হায় ;  
( তারে )      দেখতে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায়।  
ওড়নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাগার 'পর,  
তোমরা সবাই তেনে থাক, আসবে আমার বর !  
( আমি )      বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কণ্ঠে বরের ঘর।  
ওড়নাখানি উড়ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,  
ঘোড়ার সুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,  
( আমি )      পরের ঘরে কর্কস আপন, আমায় দাও বিদায়।

চীন দেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ

## গোপিকার গান

ছি, ছি, কি লাজ, রাখাল ! রাখাল !  
লজা সরম নাই ;  
চুমা দিয়ে পালিয়ে যাবে



## কাব্য-সকল

গোলাপ কত ফুটেছে আবার,  
 বকুল হেসে লুটেছে আবার,  
 তুমি এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই !  
 রাখাল এসে পিছন থেকে  
 চুমা দিয়েই পালাল ভাই,  
 ধুব্ব তাতে কেমন ক'রে  
 দুইতে দুইতে গাই ;  
 পাখরা কত উড়ছে আবার,  
 কোকিলে গান জুড়ছে আবার,  
 রাখাল এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই ।  
 এস ফিরে রাখাল ! রাখাল !  
 চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,  
 এড়ানো কি যায় কখনো  
 দুইতে দুইতে গাই ;  
 পাপিয়া গানে মগন আবার,  
 আজকে যে গো মিলন সবার,  
 পিছন হ'তে চুমা দে যাও, দুইতে দুইতে গাই !

টেনিসন

## প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীলবন্ধন আপনি খসিছে, ফুরিছে গুণধর,  
 মনে মায়াবীজ বপন করেছে ;—সখী, সে কি বাত্বর ?  
 যখন আমার মদনগোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,  
 তখন পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায় !  
 শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি' উল্লাস,  
 এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জানু ত' ।  
 কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল লাগল করে ;

সখীয়ে সে শুধু চুবন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,  
তোদের দেখিয়া মদনগোপাল চলে গেছে রোষভরে ;  
বেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,  
হায় সখি, মোর মদনগোপাল না জানি কি গুণ জানে ।

তামিল কবিতা

## জোবেদীর প্রতি হুমায়ূন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য তোমার,  
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;  
পাপিয়ার কলসনে তোমারি মাধুরী,  
মরালের শুভ্রতা বরণে !  
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,  
চক্রে সম নিশীথে তন্ত্রায় ;  
আত্ম কর, দ্বন্দ্ব কর, যুগনাভি সম,  
দুঃ কর বাগিণীর প্রায় ।  
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত  
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;  
বল তুমি "রহি অবগুঠনের মাঝে,  
এ রূপ দেখাতে নারি হয় !"   
তুষা আর তুলি মাঝে রবে বাবধান—  
অর্থহীন এ অবগুঠন ?  
আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য তোমার  
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?  
এ কি গো সময়-লীলা তোমায় আমায় ?  
কমা দাও, মাগি পরিহার ;  
মরমের(ও) মন্ড যাহা তাই তুমি মোর,  
জীবনের জীবন আমার !

## মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-স্থখে জাগিয়া উঠি,  
কাচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' ;  
মুহু নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,  
রশ্মি-উজ্জল তারা আধারে জলে,  
তোমারি স্বপন-স্থখে জাগিয়া উঠি,  
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি' ;  
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি'  
কে জানে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !  
নিখর নিবিড় কালো নদীর 'পরে  
চলিতে চলিতে বায়ু মূরতি' পড়ে,—  
মিলায় চাপার বাস—নিবিয়া আসে,  
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে ;  
পাপিয়ার অহুযোগ কুটিতে নারি'  
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তারি,  
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,  
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !  
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলা আমারে,  
মরি গো, মূরছি, ডুবে যাই আধারে !  
পাত্ত অধরে আর নয়ন-পাতে,  
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুম্বন সাথে !  
কপোল হয়েছে হিম, হায় গো প্রিয়ার,  
ক্ষত তালে দুক দুক কাপিছে হিয়া ;  
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি  
তোমারি বুকের 'পরে বাক সে টুটি' ।

শেলি

## প্রিয়া যবে পাশে

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—  
কে বা হুল্তানু ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে ।  
ব'লে দাও বাতি না জালায় আজি আমাদের নাহি সীমা,  
আজ প্রেমসীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা !  
আমাদের দলে সরাব বা' চলে তাহে কারো নাহি রোষ,  
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে নোষ ।  
আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,  
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই ।  
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি',  
আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুনন্দী !  
শরুকা মিঠা আমারে ব'ল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,  
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি ।  
অখ্যাতি হবে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,  
নাম যাবে ? থাক, নামই আমার সব লজ্জার দাম ;  
মত্ত, মাতাল, বাসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,  
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর ।  
মোস্তার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ে না অহুযোগ,  
তীর আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ !  
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড় না পেয়ালা লাল,  
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসবকাল !

হাফেজ

## সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,  
বল, এখন কোথায় যাব আর ?  
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হবে ?  
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?

নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,  
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,  
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তার,  
এখন বল, কোথায় বাব আর ?

চুনার চাপে যে ছুখ গেছে মরি,—  
অন্ত স্বপ্নের শেষ নিশাসে ভরি,—  
প্রসাদ পবন মোদের হবে সে ;  
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান,  
পদ্মা মোদের জানেন ভগবান,  
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে !  
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়,  
এখন বল, বাব আর কোথায় ?

মাকি মোদের প্রণয়-গাথা যত,  
ধরজে দু'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,  
সোনার পাটা, সোনার হবে ছই,  
রশ্মিরাশি বুসিক জনের হাসি,  
নয়ন কোণে রবে রসদ রাশি,  
রসদ হবে অধর প্রান্তে সই !  
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !  
এখন বল, বাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল, তোরে,—  
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?  
কিহা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—  
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?  
কিহা যেথায় তুমার বৃকে সাজে ?  
কিহা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?  
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !  
এখন বল,—বাব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে “নারিও ঘোরে সেখা,  
শ্রমেব পাখী একটি মাত্র বেথা ;—

একটি শয়, একটি মাত্র হিয়া !”

ভেমন পুরী বেথায় আছে, হায়,  
নবের তরী যায় না গো সেথায় ;

নারী সেথায় নানুতে নাবে, প্রিয়া !

ভেদোচ্ছিন্ন নতিয়ে

## নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি বাণী তোমার ওহে সৈনিক,

কেন ভ্রম একা শ্রিয়মাণ ?

ভুকায়ে শেহালা ভূরে ভূদে, পাখী

গাহে না গান ।

সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?

কেন বা শ্রীহীন ? কেন ভ্রান ?

শাখা-মৃষিকের পূর্ণ কোটর,

মরাইয়ে ধান ।

কমলের মত ধবল ললাটে

কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?

কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে,—

নাহি বিরাম ।

“নাঠে নাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—

সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—

দীঘল চিকুর, লঘু গতি, আঁখি

উদাস তারি ।

“গাখি’ মালা দিহু শিরে পরাইয়া,

কাঁকন, মেখলা কুহুমে গড়ি’;

চাহি মোর পানে আবেগে যেন সে

উঠে গুমরি ।

“চপল বোড়ায় লইছ তুলিয়া,  
 অনিষিধ সাঝা বিনয়ান ;  
 পাশে হেলি’ সে যে গাহিল কেবলি  
 পরীর গান !  
 “আনি’ দিল মোরে কত ফলমূল,  
 দিল বনমধু. সুধাবাসি গো ;  
 কহিল কি এক অপরূপ ভাবে,—  
 ‘ভালবাসি গো !’  
 “অপ্সর-বনে ল’য়ে গেল মোরে,  
 নিবাসি কত কাঁদিল হায় ;  
 মুদিছ তাহার তন্ত নয়ন  
 চারি চুমায় ।  
 “সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি,  
 স্বপন দেখিছ কত হায় ;  
 চরম স্বপন—তা’ও দেখেছি এ  
 গিরির গায় ।  
 “মরণ-পাণ্ড কত বখী, বীর,  
 কত রাজা মোরে দিগিয়া ঘোরে,  
 কহে তারা ‘হায়, নির্দরা রূপসী  
 মজাল তোরে !’  
 “দেখিছ তাদের ক্ষুদিত অধর,  
 লেখা যেন তাহে ‘সাবধান’  
 জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া,  
 গিরি শয়ান ।  
 “সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,  
 তাই আমি একা দ্রিয়মাণ ;  
 যদিও শেহালা মরে হুদে, পার্বী  
 না গাহে গান ।”

## প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হবে সন্ধ্যাকালে তব,  
উন পড়ে ব'সে ব'সে কাঠবে হুতা হবে,  
আমার বচা গানগুলি হায় শুন'গুনিবে গাবে,  
বলবে তুমি 'জানিস কি লো  
আহা যখন বয়েস ছিল  
লিখ্ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে !'

শোনে যদি দ্বাশীরা সব আমার বচা গান,—  
কাজ সেবে শেষ ঘুমার যখন,—গানে তোমার নাম  
শুনে যদি গুঠেই জেগে,  
বলবে তাবা কপেক দেখে,  
'দত্ত তুমি উদ্দেশে যাব কবি বচা গান !'

মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি বব,  
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হব,  
তোমার গর্গ, আমার প্রীতি,  
মনে তোমার পড়'বে নিতি,  
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব,—  
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—গুলি হ'ব ।

সংসার

## জীবন-স্বপ্ন

ললাটের 'পরে ধর চুখনখানি,  
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী ;  
আজন্ম মোর স্বপনে হয়েছে ভোর,—  
বলেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর ।  
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—  
দিনে কি নিশির নির্জনতার ফাঁকে,—



কি করিব ? হায়, পালালো তাদের ধামা,  
 জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তারা ;  
 সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছে স্থানে,  
 উড়িয়া পালাতে কখনো কি তারা ভোলে ?  
 যা করি, যা ভাবি, যা'ই দেখি যোরা চোখে  
 সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !  
 সিন্ধুর কূলে গর্জন গান শুনি,  
 করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গদি,  
 কত সে অন্ন—তবু সব গেল করি',  
 নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !  
 এখন একেলা হৃদয়ে তাদের 'মরি'  
 কেঁদে, মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি ।  
 হায়, বিধি, মৌর কিছু কি শক্তি নাই ?—  
 দৃঢ় মৃষ্টিতে ধরিতে সে ধন পাই ?  
 এ জীবনে কত্ব বাচাতে কি পারিব না ?—  
 সিন্ধুর গ্রাম হইতে একটি কথা ?  
 যা করি, যা দেখি, সকলি কি তবে খেলা !  
 স্বপ্ন-মাগবে স্বপন-চেউয়ের মেলা !

এত্‌গার আলেন্‌ পো

### দিবা-স্বপ্ন

সন্ধ্যা গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক করে,  
 নয়না দোড়ে গাহে, এমন গাইছে বহর ধ'রে ;  
 স্থলান্‌ যেতে পথে, হঠাৎ শুনে পেল গান,  
 শব্দ সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান ।  
 মন ভুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আশ,—  
 দেখছে যেন, আগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;  
 উজ্জল হিমের চেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,  
 ঘেঁষাঘেঁষি বস্তি মাঝে চল্লো নদী খেয়ে !

নবুজ পোঠের ছবি, তাহার পাহাড় হুটি ধারে,  
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভাবে ;  
একটি ছোট ঘর, সে ঘন বাহুই পাখীর বোনা,  
ভার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তুলনা ;  
স্বর্গের স্থখ পরানে তার ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—  
যোর কুশাশা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;  
বইবে না যে নদী, পাহাড় তুলবে না আর শির ;  
স্বপন টুটে, নয়ন কুটে, মুছে নয়ন-নীর ।

ওয়ার্ড, সোনার্ঘ

## মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবারছে মেঘ,  
ক্ষান্তিত, ক্ষান্তিত অন্ধকার, গরজিতে বর্ণ-বায়ু-বেগ !  
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহিগত বন্দী-শালা হ'তে,  
মহাদুঃখ সমূলে উপাড়ি কংকরে উদারে চলে পথে !  
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে তেউ গিরি-চড়া জিনি'  
নভস্তল পরশিতে চায় ! যোবরূপা হাসিছে দামিনী,  
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়  
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—হুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—  
নাচে তা'রা উন্মাদ তা'ওবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !  
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিখাসে প্রস্থাসে ;  
তোর ভীম চরণ-নিষ্কেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !  
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে ।  
সাহসে যে হুঃখ দৈন্ত্র চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—  
কাল-মৃত্যু করে উপভোগ,—মৃত্যুরূপা তা'রি কাছে আসে ।

বিবেকানন্দ

## চিঠি ।

“প্রণাম শত কোটি,  
ঠাকুর ! যে খোকাটি  
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,  
সকলি ভাল তার ;—  
কেবল—কাদে, আর,  
দাত তো দাও নাই তাকে !  
পারে না থেতে, তাই,  
আমার ছোট ভাই ;  
পাঠিয়ে দিয়ে দাত, বাপু !  
জানাতে এ কথাটি  
লিপিতে হ'ল চিঠি ।  
ইতি । শ্রী বড় খোকাবাবু ।”

বৈষ্ণবকোড

## গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'  
নিকেন্সিল রোপাক্সান, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে ;  
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুহানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;  
জড়িয়ে অনল-শাড়ী বহুক্ষরা মুরছিয়া পড়ে ।

ধূ ধূ করে সারা দেশ ; প্রান্তরে ছাড়ার নাহি বেশ ;  
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী ; বংস গাভী পানীয় না পায় ;  
তদূর কানন-ভূমি ( দেখা যায় যার প্রান্তদেশ )  
স্পন্দন-বিহীন আজি, অভিজুত প্রকৃত তন্ত্রায় ।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে স্বর্ণ-সাগর,  
অস্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;  
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিজ্ঞাস্ত কর,  
মাতৃকোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযুষের ধারা ।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সজ্জাপিত মর্মতল হতে,  
মর্মর উঠিছে কতু আপুট শব্দের দীর্ঘ দীর্ঘ ;  
মধুর, মহিমাময় মধোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,  
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে ।

• অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি  
লোল গল-কথলেবে রহি' রহি' করিছে লেহন ;  
আলসে আয়ত ঐষি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি,  
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন ।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,  
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর !  
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তুমামন্ত হ'য়ে,  
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চূর ।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবজ্জিতে,  
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিশ্বস্তির সাধ,  
অভিশাপে বরলাভে তুলা জান,—কমায় শাস্তিতে,  
আত্মদ্বিতে চাহ যদি মহান সে বিষয় আত্মদান,—

এস, সূর্য্য ডাকে তোমা, স্তন্যাবে সে কাহিনী নূতন ;  
আপন দুঃখ তেজে নিঃশেষে তোমাতে পান ক'রে,—  
শেষে স্নিগ্ধ জনপদে লঘু করে করিবে বর্ণণ,  
মম্ব তব সিন্ধু করি' সপ্ত বার নির্ঝাণ-মাগরে ।

লেক্ট-মে-লিল

## শিশিরের গান

কাদন আজি হায়,  
ধ্বনিছে বেহালায়  
শিশিরের,—

উল্লাস করি' প্রাণ,  
 যেন গো অবলান  
 নাহি এর !  
 কথিয়া নিশ্বাস  
 ফিরিছে হাহতাপ  
 অবিরল,  
 অতীত দিন 'করি'  
 পড়িছে 'করি' 'করি'  
 আশিঙ্গল ।  
 সমীর মোরে, হায়,  
 টানিয়া নিতে চায়  
 'করি' জোর,  
 উড়ায় হেথা হোথা,  
 যেন গো বরা পাতা  
 তরু মোর !

পলু ভার্গেন

### জ্যোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;  
 আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?  
 আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দলে,  
 শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ে কালনের দোলে !  
 পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,  
 প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ;—  
 জ্যোকে জ্যোকে সেই পরম গরিমা, চরম স্বপ্নমা গানে,  
 ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে ।  
 পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,  
 পিঙ্করে তবু আছি 'করি' মাথা নীচু ;  
 কল্পলোকের তাবায় তাবায় ফিরিতে তবুও হারি,  
 পায়ে ধুলার মত ধরণীয়ে ঝেড়ে কলে দিতে নারি ।

স্রোতের সলিলে মিছে হানি ভরবারি,  
মিছে এ মদিয়া শোক সে তুলিতে নারি !  
নিয়তির সাথে ঘন বাধারে মিথ্যা জয়ের আশা,  
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে তু ধ্রু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা।

লি.পো

## সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্মৃতি-সচেতন  
বৃক্ষে বৃক্ষে ধূপাধার সম ফুলগুলি কেলে হাস ;  
ধ্বনিতে গঞ্জে ঘুনি লেগেছে, বায়ু করে হাহতাস,  
সাস্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

বৃক্ষে বৃক্ষে ধূপাধার সম ফুলগুলি কেলে হাস,  
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;  
সাস্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !  
সুন্দর-স্নান, বেলী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,  
অগাধ আধার নির্ঝঞ্ঝাৎ নাহি পাই আশ্বাস ;  
সুন্দর-স্নান বেলী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ  
ধনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন !

অগাধ আধার নির্ঝঞ্ঝাৎ নাহি পাই আশ্বাস,  
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;  
ধনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হয়েছে অদর্শন,  
যতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল হাস।

বঙ্গভারত

## সঙ্কেত-গীতিকা

ভোর হ'য়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর !

স্বন্দরী ! তুমি কত ঘুম যাও ? স্বজনী !

গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?

টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী ।

প্রিয়া আমার,

শোনো, চপল !

গাহে কে ! আর

কাদে কেবল !

নিখিল ভুবন কবে করাঘাত দুয়ারে তোর,

পাখী ডেকে বলে 'আমি সঙ্গীত-স্বরমা' ;

উষা বলে 'আমি দিনের আলোক, কনক-ভোর,'

হিয়া মোর বলে 'আমি প্রেম, অগ্নি স্বরমা !'

প্রিয়া ! কোথায় ?

শোনো, চপল !

বধুয়া গায়,—

নয়নে জল ।

ভালবাসি নারী ! পূজা করি, দেবী ! মূর্তি তোর,

• বিদি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে ;

প্রেম দেছে শুধু তোরি তবে বিদি হৃদয়ে মোর,

নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে !

প্রিয়া আমার,

শোনো, চপল !

গাঁহিতে গান

কাদি কেবল !

## ‘প্রেম’

গানটি ফুরাইলে                      যদি না মনে লয়  
এমন শুনি নাই জীবনে,  
সে জন গেলে চলে                      যদি না মনে হয়  
মাহুষ নাই আর ভুবনে,  
‘রূপসী’ বলিয়া সে                      সোহাগ না করিলে  
যদি না মানো দীন আপনায়,  
যদি না জানো মনে                      ‘জীবনে মরণেও’  
ব’ল’ না ‘প্রেম’ তবে কহু তায় ।  
বলিয়া জনতায়                      তারি সে প্রেমমুখ  
দেহানে যদি দিন না কাটে,—  
গগন বাবধান,—                      তবুও মন প্রাণ  
না সঁপি’ যদি বুক না ফাটে,  
তাহার নিষ্ঠায়                      রাখিয়া বিশ্বাস  
স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,—  
ভাঙিলে সে স্বপন                      মরিতে নার যদি  
ব’ল’ না ‘প্রেম’ তবে কহু তায় ।

এলিজাবেথ্, ব্যারেট ব্রাউনিঃ

## বাসন্তীর স্বপ্ন

আমার আশার ঘরে,  
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস  
ফাক্তনী লীলাভরে !  
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে  
চুপে চুপে বলে “ওরে !  
উড়ু উড়ু মন উড়াব আজিকে,—  
সাথে নিয়ে যাব তোরে ।”



সাগরে চলিল খায়া,  
জ্যোৎস্না-ভাঙিত শতেক যোজন  
মিলার স্বপন-পাখা।  
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল!  
এহু কি তোমার মেখে?  
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে  
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে?

অগ্নিক স্বপ্নাবেশ  
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—  
হ'য়ে গেল নিঃশেষ!  
ব্যথিত নয়ন লুকাহু যেমন  
বিতথ শয্যা-মাঝে  
পরান আমার হ'ল উপনীত  
অমনি তোমার কাছে!

কোথায় চম্পাপুর!  
কোথা অটুমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—  
শতেক যোজন দূর!  
মাঝে বাবধান গিরি, নদী, গ্রাম,  
পথে বাধা শত শত,  
স্বপ্ন মু'খানি ছু'য়ে এহু তব,—  
চকিতে হাওয়ার মত!

বসন্ত-বসন্ত

### পতিতার প্রতি

চকল হ'য়ে উঠিস্নে তুই, ওরে,  
কেন সন্দোচ? কবি আমি একজন;  
সূর্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,—  
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।

নদী বহু দিন উছলিবে তোরে ধেয়ে,—  
বন-পল্লব উঠিবে বর্ষরিয়া,—  
তত দিন যোর বাগীও খনিবে যে যে  
তোর লাগি,—যোর উছলি' উঠিবে হিয়া ।

দেখা হবে কেব, কথা দিয়ে গেছ নারী,  
বতন করিস্ যোগ্য আমার হ'তে,  
ধৈর্য ধরিস্,—শরু সে নয় ভারি,  
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে ।

কবি আমি শুধু কল্প-দুখনচারী,  
ব্যক্তিচাণী নই, তবু কবি অভিনাব ;  
ভাল হ'য়ে খেক, মনে বেশ মোরে, নারী !  
অজিকার মত বিদায়, নমস্কার !

হইটম্যান

## ত্রিলোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে ?  
সাগর কি কথা বলে গো হাওঘার কানে ?  
কোন কথা চাঁদ বলে চুপি রাত্রিরে ?  
কোন জন তাহা জানে ?  
ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুহুমদলে ?  
কি ভাবে গো পাখী নিরখি' নীড়ের পানে ?  
রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' রে—  
কোন জন তাহা জানে ?  
গোষ্ঠ গোখনে কি কহে গানের ছলে ?  
কোন সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?  
অতল কি গান শুনায় হিমাদ্রিরে ?  
কে জানে এ ভিন গানে ?

কাঙ্ক্ষন যেই লিপি লেখে চৈত্রে,রে,  
বৈশাখ বাহা পড়ে গো আখর চিনে,  
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, লেখে,  
তাহার জন্মদিনে ;

উষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,  
দিনের পুলক বিকশি' মধ্যাহ্নে,  
গানের পুলক কেটে গিয়ে নিশ্বাসে

বেহুঁর করিয়া বীণে,—

কে জানে ? কে বুকে মরণ রহস্তেরে ?  
কে জানে চাঁদের কয়, উপচয়, কণে ?  
মাতৃষের নাহি কারো হিসাবে সে ;  
মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,  
কিনারার টান ভয় ঢেউয়ের দিকে !  
আকাশ-বিহারী জ্বালাময় ভালবাসা,—

জাগে যে বহুশিখে,—

যাবে না সে বোকা, যত দিন আছে প্রাণ !  
ঋতুরা করি' মরণের হৃদয়দিকে  
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—  
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্তা সমাধান  
যত দিন নাহি হয় গো, দিহিদিকে  
উষার মতন হাসিতে কুটায়ে আশা

অথবা দ্বিগুণ স্নান করি' গোষ্ঠলিকে ।

হইনবার্ণ,

## মহাশয়

আমি অলস, আমি বীরত, আমি দেখা দেই  
অস্বপ্নে,

পঞ্চকুন্তেরে নিত্য নৃতন সুখোন্ পরাই  
আমিই চুপে !

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার  
বহিষ্কার,

সৃষ্টি লয়ের সুর্গিবাডানে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-  
তারার মালা ।

আমি জগতের জনম হেতু, আমি বিচিত্র  
অস্থিলাতা,

বাহির দেউলে কামের বেথলা ভিতরে শাস্ত  
আমি দেবতা !

আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিহ্বল,  
আমিই শিব,

কুংপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'  
বাচাই জীব ।

পরশে চেতনা এনে দেই ছড়ে, পুনঃ কটাক্ষে  
ধ্বংস করি,

নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে ময় জীবন মরণ  
পড়িছে করি' !

জন্ম-তোষণে মৃত্যু-মুরতি আমি প্রবৃত্তি  
সকল কাজে,

এ মহা বন্দ, ইহা আনন্দ, আমারি ভয়ক  
ইহাতে বাজে ।

আলেক্সেড লাহাল

## খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশটি যে ! কি মিষ্টি ভাই তুমি,  
তোর উপরে মাথা রেখে বোজ আমি ঘুমাই ।  
আমার জন্তে তৈরি তুমি, কেমন তোমার গা  
তুলোয় ভরা তুলতুলে, আর কিছুর ভারি না ।  
আকাশ ঘরন ডাকছে, বালিশ ! ডাকছে কড়ে দেশ,  
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমাই আমি বেশ ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হয়,  
মা নেই তাদের, ঘর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায় ;  
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আশা কি কষ্ট !  
তুমি শুয়ে ঘুম কি আসে ? শরীর আড়ষ্ট ।—  
শীতের দিনে নাইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয় ।  
দেখ মা ! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয় ।

ভগবানকে রোজ বলি মা “এদের পানে চাপ,  
যাদের বালিশ নাইকো ঠাকুর ! বালিশ তাদের দাপ ।”  
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজেই বালিশটি,  
তোর নিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি ।  
ঠিক তখন কি করি জানো ?...জানতে কি হয় সাধ ?  
তখন আমি তোমায় মা গো করি আশীর্বাদ ।

সকাল সকাল উঠব না কাল ভোরের আরতিতে,  
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাকব সকালটিতে,—  
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলায় আলো  
শুয়ে শুয়ে লেপের ভিতর দেখতে সে বেশ ভালো ।  
এখনো ঘুম আসছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,  
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তা হ'লে তুমি ঘুমো ।

হে ভগবান্ ! হে ভগবান্ ! হে ঠাকুর ! হে হরি !  
ছেলেমানুষ আমি তোমার এই নিবেদন করি,  
শুভর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কর,  
শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—  
তুমি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,  
অনাথ করেও আর ক'রো না এই নিবেদন পার ।

সন্ধ্যাবেলা মন্ডলোকে এস গো একদিন,—  
কাদছে হারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়তীন  
তাদের তুমি মিষ্ট কথা একটি যেয়ো ব'লে  
কেউ ভেঁকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;  
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার  
দিয়ে ছোট একটি বালিশ রাখে শুশুমার ।

মার্সেলিন ভালমোর

## ছেলেমানুষ

সতি বলছি আমার কিন্তু কাদতে ইচ্ছে হয়,  
দিদির আমার সবাই করে, আমি কি কেউ নয় ?  
আগে এসে দখল করে বসেছে মা'র কোল,  
আমাদের ভাগ দিতে হলেই অম্মি গওগোল ।  
“দিদি ভারি দেপ্তে ভালো” বলে সকল লোক,  
আমায় বলে “ছেলেমানুষ”—নেইকো কারো চোখ ।  
আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,  
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায় ।  
বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্দ,—  
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পছ,  
কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,  
কেউ বলে না “তোমার পায়ে সঁপেছি এই প্রাণ !”

হেলোবাহব!... তবু জানি থাকবে না এই দিন,  
 আমিও হব ছন্দরী গো... থাক না বছর তিন—  
 এ চুল তখন লম্বা হবে, পূরষ এই মূখ,  
 গাতগুলি সব বক্ককে আর ঠোঁট দুটি ইকইক;  
 জানি তখন আমার পানেও থাকবে চেয়ে লোক  
 কাজল বিনা অবনি কালো হবে বখন চোখ।

আরো পেনিয়ে

### চারের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভেজায়,  
 দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে;  
 তৃতীয় পেয়ালা মশ্গল করে  
 মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে;  
 চোঁঠা ঘুচায় কোটার ঢাকা,—  
 মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!  
 পঞ্চমে জাগে বৃহৎ বেদ-লেখা,—  
 তত্ত্বের শত পদ্য খোলে।  
 ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—  
 মর্ত্য মানবে অমর করে!  
 সপ্তম! আর চলে না আমার  
 চলেনাকো আর ছয়ের পরে।  
 এখন কেবল হয় অতুভব  
 আশ্বিনে হাওয়া পনিছে এসে!  
 বর্গপুর—সে কত দূর? আমি  
 এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে!

লো কুং

## বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় বেথা কুলের মাছি জুটে,—  
 জড়ায় বেথা হাওয়ায় জানা লতায় জটাঝুটে,—  
 নাবালু ভালের নাম্না ধরে ছলছে কাকাতুরা,—  
 হলুদ-পেটা বন-মাকোসার সূতার কুলে শুঁয়া,—  
 কুহু চোখে চায় গোয়িলা,—হবু বেথার ভাকে,—  
 গরুর হুতা ঘোড়ার শব্দ সেইখানেতেই থাকে ।  
 বক্র মনে ক্রান্ত দেহে সেইখানে সে আসে,—  
 ক্রাওলা-ধরা শুকনো মরা গাছের শুঁড়ির পাশে,—  
 চটা মনে চাইতে লাঙল কামড়ে ফেলে দাঁতে,  
 টেঁট কাপে তার অনেককণের অতপ্ত তৃষ্ণাতে ।  
 তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস !—শুঁটের মত শিটে—  
 গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চলতে পাতার শিটে ।  
 গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে  
 লতা-পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—  
 লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;  
 জিহ্বা দিয়ে সাক্ষ্য করলে বানেক সামনেরি থাবাটি ;  
 তার পরে হায়, তজ্জাভরে মিটির মিটির চোখ,—  
 সোনালী দুই চোখের তারায় লাগল ঘূমের ঝাঁক ।  
 চেঁচা-হারা চেঁচন-হারা, কেবল তজ্জাভরে—  
 থেকে থেকে নড়ছে থাষা, লাঙল কতু সরে ।  
 স্বপন দেখে বনের পশু ;—মনের খেলা চলে,  
 কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;  
 স্বপ্নে দেখে—নখর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—  
 ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;  
 হকচকিয়ে হাষা রবে বলদ শুধু ডাকে,  
 থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে ।



## চাঁদনী রাতের ঢাৰ

মৌন-মন্দির চাঁদ গগন-কোণে

আশন মনে

বশন বোনে !

জল-চক্ৰীয় ঢাকা ঘুরায়ে ঘুরে,

কল্লোলি' চলে জল কোন হৃদয়ে ;

চাঁদের আশী নদী বনে চলিতে

চাঁদেরি হাসিতে রয়ে কলমলিতে !

মৃদু-মৃদুর চাঁদ বিভোল মনে

বিবল কোণে

ফসল বোনে !

ঝাউ বনে 'পিউ কাঁহা' গাহিছে কে রে !

টাপিন-তরু-তলে শশক ফেবে,

ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর

বিস্ফারি' দুই জাঁপি বসে আছে থির !

পীত-পাতুর চাঁদ আকাশ-কোণে

কাপাস বোনে

উদাস মনে !

টেকো-পাখী বাহুড়েরা উড়িল কাকে,

কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;

বাঁকা-পথে নোনা-মাছ বোঝাই গাড়ি,

চলেছে একেলা নানা শব্দ ছাড়ি' ।

প্রেত-পাতুর চাঁদ নত-নয়নে

গগন-কোণে

পশম বোনে !

নেবা-উননের কাঁথে ঘুমায় বুড়ী,

বড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;

বাক্যে বাত বালে বাকি চিন্তা-না-কিন্তা,  
বিকি ভাকে তারি কাকে কিন্ত-কিন্ত-কিন্ত।

বৃহ-বহুর চাঁদ গগন-কোণে

আপন মনে

স্বপন বোনে !

রাতের কড়ি-পরী নাচে স্ববেশা,  
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে ত্রেমা।  
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস-পোষাকী,  
তরুণী ভাগীরে বুঝি ভাবে সে শাকী !

মধু-ধামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে

স্বপন বোনে

সারা কুবনে !

দুটু ব দলে আজ বত নষ্ট  
পথে পথে ফেরে মেতে করে কষ্ট,  
জোনাকীর খোজে ছেলেমেয়েরা চলে,  
গলাগলি ঠেলাঠেলি হাসি উছলে।

মদির অধীর চাঁদ বিমান-কোণে

বিভোল্ মনে

কী ধান বোনে !

ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলো  
চাঁদনী-দানের নিষ খোলে আড়ালে !  
ভালবাসা ভবঘুরে হল সে কোঁকে,  
চাঁদের সূতা যে তার লেগেছে চোখে।

মধু-ধামিনীর বধু উদাস মনে

আকাশ-কোণে

কাপাস বোনে !

গ্রাম ছেড়ে বনে যায় কারা কি ছলে,  
 কারা কল্পিত চিত্রে পিছনে চলে ;  
 মাতানো মদিয়া এ যে ফেলে নিশ্বাস,  
 চাঁদের আলোতে আঁহা মেলে বাহশাশ ।

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে  
 কি জ্বাল বোনে  
 খেয়াল-মনে !

রাত্রে যে বেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,  
 রক্তে অনঙ্গ সে যারে গো বলে ;  
 নিশীথে নিশান যার ওড়ে আকাশে,  
 চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে ।

মৌন-মন্দির চাঁদ স্বপন বোনে  
 আপন মনে  
 গগন-কোণে !

মিহাল

## যোগাজ্ঞা

( ১ )

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—  
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !”  
 সকলের আলো সকল অঙ্গে মেখে  
 হেসে ওঠে রাঙা পখটি গাঁয়ের বাঁকা ।  
 রাঙা সেই পখ—বরাবর গেছে চ’লে  
 ক্ষীরের জন্ত বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে ;  
 দুই পাশে তার গোচরকুমির কোলে  
 ঘন ঘাসে গরু চরিয়ে ভাহিনে বাঁয়ে ।  
 গরু ও বাছুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা  
 ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ;

সহসা যৌৱ কুটিল আবীর-মাথা,—  
সামর্থ্য বড়—শোভার নাহিক ওর।

( ২ )

গাছপালা হতে শিশির চৌপায়ে পড়ে,  
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে বত শাখা ;  
চতুর্দৈ নাচিয়া খাঙ খুঁজিছে খড়ে ।  
“শাখা চাই ভাল শাখা চাই ভাল শাখা !”  
কিরিঙলা হেঁকে কিরিছে গায়ের মাঝে,  
মাছুষ এখনো চলে না তেমন বাটে ;  
দু একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,  
চায়ী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে ।  
পাঠশালে পোড়ো ময়ূরগতি চলে,  
ভাষা-ভাষা দুই চক্ষে কাজল আঁকা ;  
শাখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে  
“শাখা চাই ভাল শাখা চাই ভাল শাখা !”

( ৩ )

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়,—  
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট ;  
ফলস্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,  
তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট ।  
বাধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাধানো সিঁড়ি,  
ধবধব করে চাদনি ঘাটের পাকা,  
চাদনির তলে খেত-পাথরের সিঁড়ি,  
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা ।  
বসেছিল সেখা আয়তলোচনা নারী,—  
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,  
শাখারির ডাক কর্ণে পলিল তারি,—  
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে ।

( ৪ )

“শাঁখা চাই। ভাল শাঁখা নেবে ? জগো বেয়ে !  
 তোমার হাতে মা খালা মানাবে এ শাঁখা ;  
 ডারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,  
 এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।  
 বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে  
 স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে ;  
 অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,  
 সতীশ্রম এ—নানান্ গুণ এ বাথে ;  
 হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত”—  
 কৌতুক-ভরে হস্ত বাড়াল নারী,  
 “ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথে !  
 যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।”

( ৫ )

সোনালী রোদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—  
 হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী ;  
 নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা  
 শাঁখারির বৃক কাপিয়া উঠিল ডারি !  
 স্বন্দরী বটে !...তবু সে রূপের পানে  
 চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে ;  
 সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে !—  
 প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে !  
 গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,  
 “শাঁখার মুলা ?” পুছে শাঁখারিরে নারী ;  
 দাম শুনি শেষে, খুসী হ’য়ে কহে হাসি’  
 “পাবে বাছা দাম,—বাও আমাদের বাড়ী।”

( ৬ )

“বাড়ী ? কোন্ পাড়া ? দাম নেব বাড়ী বেয়ে ?  
 না, না,—সন্দেহ তোমাতে আমি না করি ;

যা লক্ষী তুমি কখনো ঘরের ঘরে,—

দেখে মনে হয় বাণী রাজেশ্বরী !”

“না বাছা, পড়েছি আমি গরিবের হাতে,

রাজেশ্বরী নই আমি ভিখারীর নারী ;

বাপের ভিটার রয়েছে বাপের বাড়ী ।

সোনার কলস—ওই যে—গাছের ঠাঁকে,—

দেখিতে পেরেছ ?—ওই আমাদের ঘর ;

বাবা ঘরে আছে, বলো গিন্নি তুমি তাঁকে,

কড়ি পাবে, দেবি হবে না, নাহিক ভর ।”

( ৭ )

“ও যে দেউল গো !” “দেউলেই মোরা থাকি,

ওই দেউলের পুজারী আমার পিতা ;

তিনি কানে ধাটে, জোরে তাঁরে ভেকো ঠাঁকি’

জোরে না ডাকিলে, তাঁরে বাপু ডাকা বুঝা ।

দেখা হ’লে পরে, ব’ল,—‘দামসেরা ঘাটে

কজ্জা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,

দাম সে দেয়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,

তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা !’

দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—

অভুত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—

অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্বান,—

না পাওয়ায় তিনি কিছুতে দেন না ছাড়ি ।”

( ৮ )

“হাদে জাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,

তা’হলে পিতারে ব’ল মোর নাম ক’রে,—

প্রতিমার ঘরে কাঁপিতে বা’ আছে পড়ি’

—সে টাকা আমার, তাই যেন জান ঘরে ;

শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে ;

এস বাছা, তবে,—বেলা হ’ল নাহিবার !”

মুহু শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—  
 “মধুমাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার।”  
 ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,  
 ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী;  
 নিরমল জল করিল আলিঙ্গন  
 পদ্মের মত চরণ দুখানি তারি।

( ২ )

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,  
 শক্তির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;  
 তরবারি সম প্রখরা অথচ কীর্ণা,  
 পূর্ণ উরস, তহু বিদ্যা-সার।  
 কুস্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি  
 আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।  
 সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি  
 গৌরব-শুরু প্রকোভ-ভ্রুতি হার!  
 শাস্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে  
 তার আগে আঁখি তুলিতে সাধা কার?  
 রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে!  
 পথের ভিখারী শাঁখারি সে কোন্ ছার?

( ১০ )

শাঁখারি চলেছে বাকা পথখানি ধ'রে  
 আম কাঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;  
 সোনার কঁলস ঝলসে মেউল 'পরে,  
 পূজারীর ঘর পাশে তার বায় দেখা।  
 পালা ঘরখানি! ছয়ার রয়েছে খোলা;  
 ভাঙিনে গোহাল, বায়ে শোয়ালের পাদা।  
 আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,  
 রাঙা জবাগাছ, করবী—রাঙা ও শাদা।

‘চুং টাং’ বাজে বন্টা গরুর গলে,  
 বরাহের পাশে চড়ুই শালিক নাচে ;  
 অতিথি পথিকে ঘিলি সবে যেন বলে  
 ‘হুথ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে ।’

( ১১ )

“শাঁখা চাই,—শাঁখা ।” হাকিল শখ-বেগে  
 স্বর শুনি ঘারে পূজারী এলেন ছুটে ;  
 ডাকিলেন দ্বিজ তারে অকৃত জেনে,—  
 শাঁখারির মুখে আক্সাদে হাসি ফুটে !  
 ডাকেন বিশ্র “শাঁখারি, দাঁড়া রে দাঁড়া,  
 অতিথি আজিকে হ’তে হবে মোর ঘরে ;  
 মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়,  
 আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি হুপহরে ?  
 ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামূনের বাড়ী,  
 হাত মুণ ধুয়ে ব’লে পড় পাত পেতে ;  
 বেলাও হুপর,—ঠাণ্ডা ক’রে নে নাড়ী,  
 ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে !”

( ১২ )

কহিল শাঁখারি “ঠাকুর দণ্ডবৎ,  
 কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে ;—  
 তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—  
 বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে ।  
 পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ বত  
 সবাই জেনেছে ছুয়ার তোমার খোলা ;  
 পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত ?  
 তোমার জন্ত স্বর্গে ছলিছে দোলা ।  
 ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,  
 কজা তোমার পরেছে হু’গাছি শাঁখা ;



দাম তার—এই,—ভাড়াভাড়ি নেই কোনো,  
তবু দ্বিজাসি ?—আছে ত নগদ টাকা ?

( ১৩ )

“ধুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনায় কাজে,—  
তাই এত দাম ।” “সে কি রে আমার মেয়ে ?  
কি বলিস্ তুই ? কি বকিস্ তুই বাজে ?”  
“তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে যেয়ে,—  
নাহিছে সে ওই পাথর-বাধানো ঘাটে,—  
ভাগর চক্ষু—সেই তো পরেছে শাঁখা ।”  
হাসিয়া পূজারী কহে “তাই নাকি ? বটে !  
বাপু হে ! তোমার সকল কথাই ফাকা ।  
কত্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,  
এক সম্ভান,—তাও সে কত্যা নয় ;  
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে ;—  
দরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয় !”

( ১৪ )

“বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?  
ঠাকুর মত চেহারা ত তার নয় ;  
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,  
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—  
ঠাকুরঘরের ঝাঁপি খুলে বেন দেখে,  
তাতে আছে টাকা ।” “দাঁড়া বাপু, দাঁড়া, দেখি ।”  
ঘরে গেল দ্বিজ—শাঁখারিঘে খারে রেখে ।  
কিরে এসে বলে, “তাই ত ! তাই ত ! এ কি !  
শাঁখার যে দাম বলেছিস্ তুই মোরে,—  
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই !  
ঠিক পূরাপূরি কম বেশী নাই, ওয়ে !  
কম বেশী নাই একটা পয়সা পাই !”

( ১৫ )

“অবাক ! অবাক ! বিশ্বয় মানি মনে !  
 ধন্য শীগারি ! জনম ধন্য তোরা !  
 ত্রুক্ষা বিক্ষু পড়ি’ বাব শ্রীচরণে,  
 তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ভোর !  
 বুড়া হয়ে গেল পূজা-অর্চনা করি,—  
 তব দরশন পাই নাই তার আমি ;  
 ব্রত উপবাস করিত জনম ভোর,  
 কাপ লা ত’চোখ,—সাধনে জাগিয়া যারী ;  
 দেউল আগুলি গোঁড়াহু,—খোঁষাহু দিন  
 সে ছবি অতুল আজো না দেখিত চোখে !  
 কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়ালীন  
 না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে !

( ১৬ )

“অবাক ! অবাক ! দেখা যদি পেলি তার  
 বর মাগি’ কোন্ পুরালি মনস্কাম ?  
 চতুর্দর্গ করতলে সদা যাব,—  
 তার কাছে তুই চাহিলি শীগার দাম ?  
 বুকেছি, বুকেছি, চেয়ে সেই ঠান্ডমুখে  
 হয়ে গিয়েছিলি বৃদ্ধি-বচন-হার।”  
 চমকে শীগারি,—স্পন্দন ভাগে বুকে,  
 নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া ।  
 হাত হতে তার থসিল শীগার পেটি,  
 যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি’  
 তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি,  
 আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী !

( ১৭ )

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেগে,  
 পিছে পিছে ধায় দেবল আলিঙ্গ-গতি :

ঘাটে শৌছিয়া চাহে বিশ্বয় যেনে  
 ধাষসেয়া-ঘাটে নাই লাষণ্যবতী !  
 নীরব পাখীরা, নাহিক কলধ্বনি,  
 নির্জন দীঘি সারল কিম্বার একা ;  
 স্থল বাতালে উঠে বৃহৎ বনরশ্মি  
 পদ্মকুলের কণ শোভিত-লেখা !  
 ইকিল নাখারি, পূজারী ডাকিল কত,  
 নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই !  
 স্থল জল মুক—মুগ্ধ—মূর্ছাগত  
 ঘুমায়ে বৃষ্টি বা পড়েছে প্রতিধ্বনি ।

( ১৮ )

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা  
 নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে ;  
 আশাহত হিরা—আকুল প্রাণের কথা  
 করে নিবেদন দেবল মুহূর্তে স্বরে,—  
 “জননি ! জননি ! দেখা দে মা একবার,  
 নম্র হৃদয়ে রয়েছে মা পথ চেয়ে ;  
 শূন্য ফিরিব ? দয়া কি হবে না আর ?  
 দয়া কি হবে না ? ওগো পাষাণের মেঘে !  
 অঘাতিত দেখা দিহিস্ যেমন আজি  
 আরেকটিবার দেখা দে তেমনি করে ;  
 স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—  
 না যদি হয় গো, দেখা দে মূর্তি ধরে ।”

( ১৯ )

“দৈববাণীতে বিদ্যারূপে কিবা  
 জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব ;  
 সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা  
 পরাণে বিধারি’ অল্পম পরভাব ।”

সহসা শব্দ-বলয়িত কার পাণি  
জাগিয়া উঠিল পদ্ম-দীঘির বুকে !  
তার পরে ধীরে নখর সে হাতখানি  
হ'ল তিরোহিত, - চক্ষুরি সম্মুখে !  
শাঁখারি পূজারী—অবাক্ হইয়া রহে  
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে ;  
ধামসেরা-খাটে পদ্ম 'আহরি' দোহে  
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে ।

( ২০ )

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—  
আজ্ঞো ক্ষীরগায়ে হাজারো বাহী মেলে  
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্বের মত  
সেই শাঁখারি বংশের কোনো ছেলে ;  
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁখা  
বরষে বরষে আসি দেউলের দ্বারে,  
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—  
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাভারে !  
ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !  
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি ;  
দুখে ভাতে আছে শাঁখারি ছেলেমেয়ে  
আঁচলে বেঁধেছে পরশমণির কুচি !

\* \* \* \*

কাহিনী এ মোর—অধুত অতিশয়,  
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে ;  
ধীর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়  
তাঁরে স্মরি এরে বেঁধেছি ঋতোর পাতে ।

তরু দত্ত

## পরীর মায়া

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চূলে,  
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে!

বিজ্ঞনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—  
এ রাতে সে পথে ঘোড়া কে ছুটায়? ভয় না মানে?  
ছুতায় সোনার আড়-কাটা আঁটা—আধারে জলে,  
কাটার গুঁতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে।  
গহনে গহনে চলিতে যখনি জ্যোৎস্না মেলে,—  
তাজের জলুস্ জলে আবলুস আধার ঠেলে।

ময়না-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়িয়ে মাখে  
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—  
পরিয়া কিরিয়া মুরছিত মুহু হাওয়ার পরে!  
কহে পরী-রাণী অব্যাহারীয়ে “হুমোহনী!  
কোথা যাও? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি?  
অপদেবতার পড়িল নজরে যাবে যে মরি,  
ফের! ফের! এস, এইখানে দোহে নৃত্য করি।”

ময়না-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চূলে  
নিরালয় বনে আলয় রচিয়া পরীরা বুলে!

“না, না; পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী;  
কাল আমাদের বিবাহ,—আমি কি পাড়াতে পারি?  
পথ ছাড় ওগো! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী!  
নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি’।  
আর দেরি ক’রে দিঘো না গো, যাব প্রিয়ার পাশে;  
হের দেখে এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে!”

ময়না-ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চূলে  
নিশ্চিন্তি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে!

“হোক—মাথা খাও,—লাড়াও কশেক অঝারোহী !

তোমারি লাগিয়া পরলপাথর এনেছি বহি ;

পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার তরে,

সম্পদ আর সুখের যা সেবা—দাঁপিব করে ।”

“উত্ত !” “তবে মর” কহি নিশাচরী হিম আঁড়লে

ছোয়াটিল বীর অঝারোহীর কবচ-মূলে ।

ময়না-ফুলের লিপিলা মালিকা জড়ায়ে মাথে

নাচে নিশাচরী বিজ্ঞানের পরী গহন রাতে ।

জিন-কমা কালো ঘোড়াটি মিলাল জ্বিনের নীচে,

আড়-কাটা-আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে ;

কম্পিত দেহে অঝারোহী সে সংসা জাগে,—

পাং-মুরতি মৃদুগতি কে গো !—আসিছে একে !

হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে ! “মরে যা, ওরে !

পরী ! নিশাচরী ! শয়তানী তুই—ছুঁম্নে মোরে ।”

ময়না-ফুলের অপক্লপ মালা পরিয়া চূলে

ফিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীয়া বুলে ।

“ছুঁম্নে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—

বধু লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা ।”

“হায় পতি !” কহে পাংমুরতি করুণ রবে

“এবারের মত ক্ষুশানই মোদের বাসর হবে ;

আমি নাই আর ।” তনি সমাচার অঝারোহী

সুন্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি মহী !

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে

নিশাচরী যত পরী নাচে স্নান জ্যোৎস্না-রাতে ।

## বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা  
ওহাঙ্ক তাহার নাম,  
বুকে তার চেরি-ফুলের স্তবক  
রক্তিম অভিরাম !  
জাহ্নু পাতি বালা পতি-বর মাগে  
প্রজাপতি-মন্দিরে ;  
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি  
ওহাঙ্কর তত্ব ঘিরে ।

কহিছে ওহাঙ্ক করজোড়ে “প্রভু !  
দাও মোরে হেন বর,  
উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে  
নিবে আসে চরাচর ;—  
নিশাসে যার নেশা হয় ক্ষণে  
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে !”  
ওহাঙ্কর বুকে চন্দ্রমল্লি  
চেচরি-ফুল থরে থরে ।

“দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি  
দাও মোরে হেন বর,—  
গোপন সান্ধুর মর্ম্বর সম  
যার কণ্ঠের স্বর ;—  
যেই সান্ধুদেশে চূপে চূপে পলে  
বাসন্তী চাঁদ একা ।”  
ওহাঙ্কর বুকে চাক চেরি-ফুল  
চন্দ্রমল্লি লেখা !

“হেন পতি দাও কটাক্ষ যার  
পাগল করিবে প্রাণ,—  
আফিম-ফুলের রক্তিম বীথি  
মুহু বায়ে আনুচান ।

ভালবাসা যার কানন উদার  
 পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।”  
 ওহাঙ্কর বৃকে চক্রমলি,  
 মুখে চেরি-ফুল আঁকা!

“দাও হেন বর সাগরের মত  
 গম্ভীর যার বাণী,  
 আন-ভুবনের অজানা সুরভি  
 পরাণে মিলাবে আনি,  
 কল্প-আড়লে দৃটাবে যে মোর  
 সকল পাপ্‌ড়িগুলি।”  
 ওহাঙ্কর প্রাণে চক্রমলি  
 চেরি-ফুল উঠে ছলি।

“দাও হেন স্বামী যে আমার পানে  
 চাহিবে সহজ স্নেহ,—  
 যে চোখে জ্বাল প্রাস্তর চায়  
 উষার অরুণ মুখে;  
 চুষনে যার তরুণী ওহাঙ্ক  
 নারী হবে রাতারাতি!”  
 ওহাঙ্কর চোখে চক্রমলি,  
 চুলে চেরি-ফুলপাতি।

“দাও হেন বর হাসে ভাষে যার  
 প্রাণে সাস্থনা আসে,—  
 কাবা-ভুবনে জোছনার মত  
 রহিবে যে পাশে পাশে;  
 স্নেহ হবে যার মধুর উদার  
 নিদাঘের জ্বালা ছায়া।”  
 চক্রমলি ওহাঙ্কর প্রাণে,  
 চেরি-চারু তার কায়।



"দাও হেন পতি বাহার মুরতি  
 ছলে অহরহ রয়,  
 জনমের আগে লাকী যে ছিল গো  
 মরণে যে পর নয় ;  
 জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে  
 হাবায়ে কেলিছি যার ।"  
 ওহাকর বুকে চন্দ্রমণি  
 চেরি-ফুল মূরছায় ।  
 "দাও সে বুকে আছে যার বুকে  
 অকিত মোর নাম,  
 যদিও বলিতে পারিনে এখন  
 কবে তাহা লিখিলাম !  
 কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে  
 'কোন্ বিহৃত যুগে !'  
 চেরি-ফুল সনে চন্দ্রমণি  
 ভাগে ওহাকর বুকে !

নোঙরি

### সংসারের সার

সারা বরষের যত শ্রমমা-সৌরভ  
 সঞ্চিত সে থাকে  
 ভ্রমরের এক মধু-চাকে ।  
 সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব  
 লুকায়িত আছে,  
 একখানি হীরকের মাঝে !  
 সিদ্ধ-বাপী ছায়া-নীল আলোর বলক  
 বিরাজিছে স্থখে,  
 ক্ষুদ্র এক মুক্তার বুকে !

সুখমা, শৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক  
মোহ ও বৈভব,  
তুলনায় তুচ্ছ এই সব ;—  
নিষ্ঠা যে মুক্তার চেয়ে ষাট সন্ধিক,  
নির্ভর সখল  
হীরকের অধিক উজ্জ্বল ;  
মিলিমাছে গুড়তম নির্ভর নিভাঁক  
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,  
তরুণীর প্রথম চুম্বনে ।

ডাউনিং

‘রহসি’

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়াছে তুলি  
সে নিভৃত ভাবে নারী সে কহিল দু’খানি তুলি,—  
“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”  
সচেত গোলাপ সম ;  
পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”  
সে আশ্রয় আঁজো ফোটে নাট কোনো সাগর দিয়া ।  
মধুসূ-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—  
তারি মত চুম্বন নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—  
“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”  
সাক্ষ জোছনা সম ;  
পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”  
সে আশ্রয় আঁজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া ।  
সন্ধ্যা যে সুরে তারাদলে ডাকে গোধূলি শেষে  
সেই মূহু সুরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—  
“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”  
সন্ধ্যা-প্রতিমা সম ;  
পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”  
সে আশ্রয় আঁজো ফাটন,—মৃত ওঠে গো জিয়া ।

তুমার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে  
তারি মত হয়ে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,—

“প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !”

ভরুণী ভটিনী সম ;

পুরুষ বিভোলে তাহারে কেবল কহিল “প্রিয়া !”  
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিচা ।

নোঙরি

### যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ  
শাস্তি প্রীতি সান্ত্বনাতে ভরা,  
পানীর পালক থসলে শোনা যাবে তান্ড এখন  
এমনি ধারা শুক বহুধারা ।

প্রিয়া যখন আসবে কাছে এ সেই শুভক্ষণ  
মন যত বইছে মাসের বায়,  
উঠছে ধোয়ার কুণ্ডলী শুই ধরতে গো উন্নত  
এই ফাঁকে সে আসবে গো হেথায় ।

আসবে কাছে তরতো তেমন বলবে না কিচ্ছুই  
আমি তবু থাকব পেতে কান,  
ধাক্কা চেয়ে চোখের 'পরে চোখ দুটি মোর খুই  
তন্তে আমি পাব তাহার প্রাণ ।

প্রাণের স্পন্দ তুম্বর ছন্দ ভরবে আমার মন  
সেই আনন্দে খেসবে গো বিদ্রাং,  
হঠাৎ তারে চমকে দেবো—দেবো গো চূষন  
উঠবে হেসে জোনাক পোকাকর যুগ ।

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ  
মন সে যখন মনের কথা কয়,  
সারা দিনের রুদ্ধ আবেগ করতে নিবেদন  
এই তো সময় এই তো সুসময় ।

বে-সব কথাই নেইক বানে তাহাই বারবার  
 পরস্পরে বলতে এখন হয়,  
 হয় ত কি এক ফুল দেখেছি আত্মকে বনের ধার  
 বর্ণিমা তার তারই পরিচয়।

যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ  
 খুলতে দেবাজ যখন একস্থান  
 হাতে ঠেকে অনেক দিনের পর পুরাতন  
 ভাবে ওঠে হঠাৎ আধির পাত।

এমিল্‌ ভ্যারহারেরন্

## তাজের প্রথম প্রশস্তি

[ বুল করাসী চন্দ্রের অনুসরণে ]

জগৎ-সার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেষ !  
 অমল ভায় কবর ছায় তরুর তার তেজ !  
 উজ্জল দিক ! শোভায় ঠিক স্বৰ্গ-উজান ;  
 সদাই তব্‌ স্ববাস-ঘর,—যেমন প্রেম-দ্যান !  
 পরাগ-খোর আড়ন-ভোর কুসুম-ভরপুর,  
 ঘুচায় ধূল—চোখের চুল বলায় বোজ কুর !  
 বতন-চয় দেওয়ালময় মণিক ছাদ ছায়,  
 হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির বাস বায় !  
 এ নিশ্চয় মেহেরবান প্রভুর প্রেম-চিন্,  
 রূপার নীর হিয়ার ভীর ভাসায় দিন দিন।  
 কুসুম-ঠাম দেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—  
 ইহার পর পাতার বর সদাই রয় থির।  
 পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,  
 শরণ যেই এ ঠাই লয় ফুরায় তার ক্রেশ।  
 আইন হায় বাহায় চায় এ ঠাই তার মাফ,  
 দোষীর দোষ ও আফশোস হেথায় হয় মাফ।

হিমার মোর প্রিয়ার মোর শোকের মেঘ, হায়,  
 গভীর শোক চাঁদের চোখ সূর্য-লোক ছায়।  
 শোকীর গান এ নির্ধাণ,—শোকের শৌরভ,  
 ইহার কাজ এচার—রাজরাজের সৌরভ।

সহাট লালসান

### বঙ্কিমচন্দ্র

প্রকৃতিত কণ্ঠে যার মূর্তি তব আত্মার আভাস,—  
 হাবালে কেমনে তারে ? পুষ্পধ্বজ গুণো মধুঘাস !  
 তোমার প্রাণের নিধি,—কুন্তলনি মধুশ-ভঞ্জন,  
 কুহুমিত ক্রমদল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,  
 সুজলা তটিনী আর সুফলস্ব ফেত্র দনপ্রাণ,  
 আনন্দের অশ্রুধারা, উচ্ছ্বসিত হাস্য অভিরাম,  
 ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্তি এ সবার,—  
 রচিয়াছে ভাববর্গ মহীয়ান মধুর উদার,—  
 নবের স্কন্ধে বসে যত যত্নে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,  
 নারীর মধুর দিগ্ধি,—ঐশ্বর্যজাল—মায়াজাল পেতে  
 নানাবী সে মজুবাক ! গন্ধবাক চম্পার সৌরভ  
 ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে ; ছত্রে ছত্রে হয় অমৃতভব  
 রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরমা বজ্রার ;  
 পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার  
 গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে ।  
 গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি, দিবা—সব আছে এ নব সজনে ।  
 বায়বী কল্পনা-ছবি বাস্তবের করেছে মলিন  
 আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিলীন।

হে বঙ্গের জল স্থল ! হে চির স্বন্দর ! স্বশোভন !  
 মধুর তোমরা সবে ; মধুময় দক্ষিণ পবন—  
 বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—শিক-কণ্ঠে আছে মধু, জানি,  
 তা হাতে অধিক মধু মজুবাক বঙ্কিমের বাণী।

বক্তার হিয়া সে যে হৃদিশাল বক্তারি হৃদয়,  
 দেখেছে সে দেবীযুগি বদনেশের অত্রণ অক্ষর ।  
 বক্তার বক্তিবচন !—নৃপতি সে ছিল নরকুলে,  
 বক্তা তার ভীকৃষ্ণার সাজাইয়া দিয়াছিল কুলে  
 সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে । জয় লভি শুক চুর্কৎসরে  
 নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যযুগি ; মকতুরি 'পরে—  
 হৃদি-পদ্ম জিনি' বাঙা কুটায়েছে অজস্র গোলাপ ;  
 গড়ে অনবন্ত করি' সেতারে সে করেছে আলাপ !

অরবিন্দ ঘোষ

### স্বরূপের আরোপ

মক্ষার আলো লেগেছে নয়নে,—  
 স্পন্দিত প্রাণ মন ;  
 চলিতে দীঘির কিনারে কাপিছে  
 জাহ্নু দিবি' তৃণবন ।  
 গুমের নিভৃত্তে নিশ্বাস পড়ে,  
 হংস ফিরিছে ঘরে,  
 শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে  
 ডানা হ'তে জল করে ।

মহসা শুনিহু কণ্ঠ তুলিয়া  
 হংস কহিছে ডাকি'  
 "চক্ষুতে ধরা রেখেছে যে ধরি  
 আমারি মত সে পাখী,—  
 মরাল সে জন মরণ-রহিত  
 বহে সে গগন 'পরে,  
 পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো  
 চাহিলে জ্যোৎস্না করে ।"

আগু বাড়ি' যাই,—জুনিবারে পাই

পদ্ম কহিছে সরে,—

“স্বজন পালন করে যে আপনি

আছে সে বৃন্দভরে ।

আপনার ছাচে মোরে সে গড়েছে ;

‘জগৎ’ যাহায়ে বলে,—

সে তো সেই মহাপদ্মের দলে

হিম-কণা টলটলে ।”

ধীরে ধীরে নীরে মূলিল কমল

নিরবিল তার গাথা,

তারার কিরণে ছ’আগি ভরিয়া

হরিণ তুলিল মাথা ;

সে কহিল “হায়, গগনে যে দায়

সে এক নিরীহ যুগ,

নহিলে এমন শাস্ত শোভন

জীব সে গড়িত কি গো ?”

হরিণেরে ছাড়ি' যাই আগু বাড়ি'

ময়ূর ফুকারে কেঁকা,

উচ্চে কহে সে “তৃণ পতঙ্গ

সকলি যে গড়ে একা,

সে এক ময়ূর আয়ারি মতন ;

এ শোভা সে দেছে মোরে,—

তারার-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়

সেই সারা রাত ধরে ।”

রেটস্

## ছোড়ান্-কাঠি

ঋ বেদ—চতুর্বেদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ । বঙ্গকাব্যের তত্ত্বধারকদিগকে অথর্ষা বা ত্রক্ষা বলিত । এই অথর্ষাদের রচিত বেদই অথর্ষ বেদ নামে পরিচিত ।

বিন্দ ঘোষ—(১৮৭২-১৯৫০) ইনি “বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি” নামে অভিহিত হইয়াছেন । ইংরেজী পদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ।

মাক্লেয়ন্—বৃহদেবের সমসাময়িক লিরিক কবি । ইনি আত্মজীবন স্মৃতি ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন । জন্মভূমি গ্রীস ।

উসোয়াথ—( পৃ: ১৭৭০-১৮৫০ ) ইংরেজী-সাহিত্যে কবি-কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন । জন্মভূমি ইংলণ্ড ।

স—( পৃ: ১৭২৫-১৮৯১ ) বিখ্যাত ইংরেজ কবি । ‘সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর’—ইহাই তাহার কাব্যের প্রধান কথা ।

ফ্রে, তেয়োকিল—( পৃ: ১৮১১-৭২ ) ফরাসী কবি । সমালোচকেরা বলেন, কাব্য-রচনার শব্দ-শিল্পে তাহার ক্ষমতা অসীম ।

মিসা—সম্রাট্ আণ্ডরকজেবের বিজয়ী কন্যা । ইনি কবি ছিলেন ।

নিসন—( পৃ: ১৮০২-২২ ) ইংরেজ পোয়েট-লরেট্ । ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভা-কবি ছিলেন ।

দন্ত—( পৃ: ১৮৫৬-৭৭ ) বিখ্যাত রামবাগানের দন্ত-বাড়ীর মেয়ে । ইংরেজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হন ।

গুচি, যোনে—ফাপানি কবি । আমেরিকায় প্রথম শিক্ষা ও সাহিত্যের হাতে-খড়ি হয় । ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ।

ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘Seen and Unseen’ ।

, এড্‌গার অ্যালেন্—( পৃ: ১৮০২-৪২ ) জন্ম আমেরিকার বোষ্টন নগরে । ইহার রচনা ইচ্ছাকালের মত মোহকর ।

লয়ার—( পৃ: ১৮২১-৬৭ ) ফরাসী কবি । ইনি ‘সুন্দরকে মন্দ’ দেখিতেন না, কিন্তু ‘মন্দকে সুন্দর’ দেখিতেন । ইহাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে ।

বকানন্দ—( পৃ: ১৮৬৩-১৯০২ ) ইনি যুরোপ ও আমেরিকায় ভারত-



বর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। গল্প পঞ্চ অনেক লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার গুরু ছিলেন।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট—(খৃঃ ১৮০৬-৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন—নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং, রবার্ট—(খৃঃ ১৮১২-৮২) গণ্ডে যেমন কার্লাইল, পণ্ডে তেমন ব্রাউনিং; কঠোর, দুর্গম, দুর্দৃষ্ণ, কিন্তু সারবান্।

ভালমোর, মার্সেলিন—ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্ ব্রাউনিং অপেক্ষা ইহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভার্লেন, পল্—(খৃঃ ১৮৪৪-৯৬) ইহার কবিতা ভাব-সম্বন্ধে অতুলনীয়; জন্ম ফ্রান্সে।

ভ্যারহায়রেন, এমিল্—(খৃঃ ১৮৫৫-১৯১৬) বেলজিয়ামের শ্রেষ্ঠ কবি; ইনি রেলওয়ে কারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন।

মিস্ত্রাল্—(খৃঃ ১৮৩০-১৯১৪) ইনি ফ্রান্সের অষ্টগর্ভ প্রভেন্স জেলার লোক। ঐ জেলার চলতি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পান। কবির মা লেখাপড়া জানিতেন না, তাঁহার বৃদ্ধিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ইনি চলতি ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনি যথার্থ মাতৃভাষার সেবক এবং মাতৃদেবীর ভক্ত সন্তান।

য়েটস—(খৃঃ ১৮৬৫-১৯৩৯) আয়রল্যান্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-মুষ্টি। নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রেন্সফোর্ড—ইনি আমেরিকার কবি।

রস্টার্দ—(খৃঃ ১৫২৪-৮৫) ইনি এবং ইহার কয়েকটি কবি-বন্ধু 'সাত-ভাইচম্পা' বা 'কুন্তিকামণ্ডলী' নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

ল্যায়ল, স্যার আলফ্রেড কমিন—(খৃঃ ১৮৩৫-১৯১১) সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংল্যান্ড।

লি-পো—(খৃঃ ৭০১-৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা; ইহার কবিতা বিচित्रতার জন্ম প্রসিদ্ধ।

কং দে লিল—( খৃ: ১৮২০-২৪ ) 'কীর্তিভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন দ্বীপ ।

তুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ।

কিং—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক । চীনদেশের প্রাচীন কবিতাসমূহের সংগ্রহ । এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নামই 'শী-কিং' ।

নিয়ে, আঁদ্রে—( খৃ: ১৭৬০-২৪ ) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি । শার্ল-কর্দেঁর সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয় ।

লি—( খৃ: ১৭২২-১৮২২ ) ইহার রচনা বিদ্যাতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল ।

ইনি কবি-সমাজের কবি নামে খ্যাত ।

জিনী নাইডু—( খৃ: ১৮৭২-১৯৪২ ) ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়াছেন । নাইডু ইহার স্বামীর উপাধি । ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা । ভারতীয় রাজনীতিতে ইহার কীর্তি অবিস্মরণীয় । স্বাধীন ভারতে ইনি বৃহৎ-প্রদেশের গভর্নর হন ।

হান (সম্রাট)—লাহোরে জন্ম হয় । তাজমহল, কিল্লা-ই-মদ-নুথ, জুম্মা মসজিদ ও প্রাচীন দিল্লী ইহার কীর্তি ।

বার্ণ—( খৃ: ১৮৩৭-১৯০৯ ) ইংরেজ কবি । ভাষা ও ছন্দের উপর অসাধারণ দখল ।

লজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার রচনায় আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে ।

ম্যান—( খৃ: ১৮১৯-৯২ ) আমেরিকার কবি । প্রচলিত পঞ্জরীতির শাসন অমান্য করিয়া ইনি অভিনব মুক্তছন্দে প্রেম ও স্বাধীনতার কাব্য রচনা করিয়াছেন ।

ভিক্টর—( খৃ: ১৮০২-৮৫ ) ইহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলঙ্কার, ইহার উপজ্ঞাস ফরাসী দেশের মহাভারত ।

ংসান—চীনদেশের কবি । মহাকবি তু ফু ইহার বন্ধু ছিলেন । ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান ।





